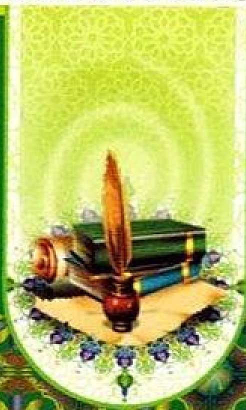
তাবালিগ জামাতের বর্তমান সংকট ও
হযরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা. বা.

কিছু অজানা কথা

সংকলন
তাবলিগের কাজকরণেওয়ালা
ওলামা হযরত এবং
পুরনো সাথিদের এক জামাত



তাবলিগ জামাতের বর্তমান সংকট ও
হযরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.

কিছু অজানা কথা

সংকলন

তাবলিগের কাজকরণেওয়ালা
ওলামা হজরত এবং পুরোনো সাথিদের এক জামাত

হক্কানী উলামায়ে কেরাম আমার মাথার তাজ
আমির আমার হজরত মাওলানা সা'দ
নিজামুদ্দীন আমার মার্কাজ
তাবলিগ আমার কাজ

প্রথম প্রকাশঃ প্রথমঃ মার্চ-২০১৮

সূচিপত্র

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

হাদিস শরিফে আছে যে, "মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, যা শোনে তা যাচাই না করে বলে" (মুসলিম শরিফ)। এই হাদিসের উপর আমল না করার কারণে উম্মত আজ বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখিন হয়েছে। আপনারা অবগত আছেন যে, হজরত মাওলানা সা'দ কান্দলভী (দা.বা.) কিছু বয়ানাতের উপর আপত্তি উত্থাপন করে দেশব্যাপি অপপ্রচার করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের তাবলিগ জামাতের কয়েকজন শূরার সহযোগিতায় কওমি উলামায়েকেরামের একাংশের নেতৃত্বে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে লিখিত ও মৌখিকভাবে কুৎসা রটনাসহ মিথ্যা অপবাদ দেয়া হচ্ছে যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। ফলে তাবলিগ জামাতের সাথিসহ সাধারণ মুসলমানগণ ভীষণ মনোকষ্ট ও বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন। অন্যদিকে দাওয়াত ও তাবলিগের মত উচুঁ ও মহান কাজ প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে যার অবসান হওয়া প্রয়োজন। সৃষ্ট বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য উনার বয়ানাত, রুজুনামা, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের তাবলিগের কাজের অভ্যন্তরীণ সমস্যাসহ চলমান সংকটের নেপথ্যে প্রকৃত ঘটনাবলী সংকলনে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে মাত্র।

তাবলিগের ইতিহাস

সমস্ত নবীগণ দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনত করেছেন। সর্বশেষ আমাদের নবী সাইয়্যেদুল মুরসালিন রাসুলুল্লাহ সা. দাওয়াত ও তাবলিগের জিম্মাদারী আদায় করেছেন। আর যেহেতু কোন নবী আসবেন না এজন্য এই জিম্মাদারী প্রত্যেক উম্মতি মোহাম্মাদীর উপর অর্পিত হয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রহ. ১৯১০ সালে ভারতের রাজস্থানের মেওয়াত নামক এলাকায় জামাত আকারে তাবলিগের কার্যক্রম শুরু করেন। এরপর ১৯২০ সালে দিল্লীতে তাবলিগের কর্মতৎপরতা বিস্তৃতি ঘটে। ১৯৪৪ সালের ১২ জুলাই তিনি এন্তেকাল করেন। এরপর তাবলিগের কাজের হাল ধরেন

ওনারই সুযোগ্য সন্তান বিশিষ্ট হাদিস বিশারদ হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব কান্ধলভির রহ.।

এই সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়মিত জামাত পাঠানো শুরু হয় এবং এ কাজ বিশ্বব্যাপি বিস্তার লাভ করে।। তিনি ১৯৬৫ সালে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় একমাত্র ছেলে মাওলানা হারুন সাহেব রহ. এর বয়স খুব কম ছিল। এমতাবস্থায়, মাওলানা এনামুল হাসান রহ.কে পরামর্শ করে তৃতীয় হজরতজি নির্বাচন করা হয়। তিনি মাওলানা ইলিয়াছ রহ.এর ভাগ্নে ও ইউসুফ রহ.এর মামাতো ভাই এবং ভায়রা ছিলেন। মাত্র ২৮ বছর বয়সে মাওল্লানা হারুন সাহেব রহ. ১৯৭৩ সালে ইন্তেকাল করেন। দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর মাওলানা এনামুল হাসান রহ. জিম্মাদারী আদায় করেন এবং ১৯৯৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইন্তেকালের আগে তিনি পরবর্তী জিম্মাদার নির্ধারণের জন্য মোট ১০ জনের এক জামাত তৈরি করেন। ওনারা ফায়সালা করেন যে, ৩ জন আপাতত তাবলিগের এ কাজকে নিয়ে চলবে। ওনারা হলেন, ১. মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেব রহ., ২. মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব রহ. ৩. হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.।

১৯৯৭ সালে হযরত মাওলানা ইজহারুল হাসান রহ. ইন্তেকাল করেন এবং ২০১৪ সালে হযরত মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ.-এর ইন্তেকাল করেন। কাজ পরিচালনার সুবিধার্থে ০৮ ডিসেম্বর ২০১৫ দিল্লীতে অল ইন্ডিয়া জোড়ে সবার ঐক্যমতের ভিত্তিতে ৯ সদস্যের ভারতীয় শূরা গঠন করা হয়। তবে হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে ফায়সাল ও আমির হিসেবে বহাল রাখা হয়। বর্তমানে হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. আমির হিসেবে বিশ্বব্যাপি তাবলিগের কাজ পরিচালনা করে আসছেন।

মিয়াজি মেহরাব রহ.-এর হাতে লেখা ফয়সালা

বিগত ১৯৯৫ সালে হযরতজি মুহাম্মদ এনামুল হাসান সাহেবের ইন্তেকালের পরে দীর্ঘ মাশোয়ারা চলছিল। অতঃপর আমিরে ফয়সাল মিয়াজি মেহরাব সাহেব বললেন, এটিই আমার ফায়সালা যে, আপাতত এই তিন হযরত (১) মাওলানা ইজহারুল হাসান, (২) মাওলানা যুবায়ের হাসান, (৩) হজরত মাওলানা সা'দ-এ কাজকে নিয়ে চলবে (ইনশাআল্লাহ)।

১৯৯৭ সালে হযরত মাওলানা ইজহারুল হাসান রহ. ইন্তেকাল করেন। এরপর জীবিত বাকি ২ জন মিলে সুষ্ঠুভাবে দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা ও অভ্যাসগতভাবে মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব রহ. বেশি সময় বয়ান করতে পারতেন না। তাই বিশ্বের বিভিন্ন ইজতিমা ও মাশোয়ারাগুলোতে তিনি শেষ মোনাজাত করতেন। মূল বয়ান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর ফায়সালা করতেন হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব। এভাবেই চলছিল বিশ্বব্যাপি তাবলিগের কার্যক্রম। বিগত ২৫ বছর ধরে টঙ্গীর ইজতিমা ও রাইবেন্ড ইজতিমার মূল বয়ান ও হেদায়াতি কথা বলতেন হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব আর দোয়া পরিচালনা করতেন মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব রহ.।

২০১৪ সালে হযরত মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ.-এর ইন্তেকালের পর উক্ত ৩ জনের মধ্যে একমাত্র জীবিত হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.। হজরতজি ইলিয়াছ রহ. এর বংশের চতুর্থ পুরুষ হজরত মাওলানা সা'দ কান্ধলভির হাতে এখন ওনার পূর্বসূরীদের আমানত অর্পিত হয়েছে। উল্লেখ্য, নিজামুদ্দীন মার্কাজে অদ্যাবধি ছাপানো প্যাড ব্যবহার করা হয় না। শূরা বানানোর ফয়সালার বাংলা অনুবাদ ও মূল উর্দু কপি দেয়া হলো।

বিসমিহি তা'আলা

বাংলাওয়ালি মসজিদ
বস্তি হযরত নিজামুদ্দীন দিল্লী

মুহাতারাম, জনাব হাজি আব্দুল ওহাব সাহেব ও রায়বেন্ডের অন্যান্য শূরারা আস্‌সালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উঁচু সত্তার প্রতি আশা যে, আপনি আপনার সমস্ত সাথিদের নিয়ে ভালো আছেন। আল্লাহ তা'আলা আপনার বয়সের ভিতর বরকত দান করেন এবং আপনার দ্বারা সমস্ত উম্মত যেন উপকৃত হতে পারেন। আল হামদুলিল্লাহ। আমাদের ত্রৈমাসিক মাশোয়ারা চলছে। আপনার আদেশক্রমে যেমন আপনাকে কথা দিয়ে এসেছিলুম যে, আমাদের নিজামুদ্দীনের ত্রৈমাসিক মাশোয়ারাতে নিজামুদ্দীন মার্কাজের শূরা তৈরি করা হবে। সাথিদের সাথে আলোচনা হয়েছে। প্রারম্ভিক মতামত নেয়ার দ্বারা নিম্ন উল্লিখিত সাথিদের নির্ধারণ করা হয়েছে।

১. হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব, ২. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব, ৩. মাওলানা মো. ইব্রাহিম সাহেব, ৪. মাওলানা আহমদ লাঠ সাহেব, ৫. মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেব, ৬. মিয়াজি আজমত সাহেব, ৭. মাওলানা আব্দুল সাত্তার সাহেব, ৮. সৈয়দ আব্দুল আলিম সাহেব, ৯. মাওলানা ইউসুফ সাহেব

আপনাদের কাছে অর্থাৎ রাইবিন্ড, পাকিস্তানে এবং কাকরাইলে বাংলাদেশে শূরা বিদ্যমান আছে। আমরাও আমাদের শূরা নির্ধারণ করে নিয়েছি। দোয়া করবেন যেন, আল্লাহ তা'আলা এই শূরাকে সমস্ত দুনিয়ার কাজের উন্নতির এবং সংরক্ষণের উসিলা বানান এবং কবুল করেন।

ওয়াস্‌সালাম
বান্দা মুহাম্মদ সা'দ
লেখক ফারুক আহমেদ

স্বাক্ষর-হজরত মাওলানা সা'দ, বান্দা ইব্রাহিম, আহমেদ লাট, আব্দুল আলিম



باسمہ تعالیٰ

مسجد بنگلہ والی
بستی حضرت نظام الدین دہلی
۲۵ صفر المظفر ۸ دسمبر 2015

مکرم و محترم جناب حاجی عبد الوہاب صاحب [illegible]

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

--- الحمد للہ حضرت کی ذات عالی سے امید ہے کہ [illegible]

احباب بخیریت ہیں اللہ رب العزت آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے

اور امت کو آپ سے مستفیض فرمائے۔

آگے یہ ہے کہ ابھی مشورہ چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا

جب ہم آپ سے عرض کریں کہ آئندہ ہر ایک مشورے میں نظام الدین

کی شوریٰ کے تعیین کے بارے میں ساتھیوں سے مشورہ ہوا

اور باہمی مشورے سے مندرجہ ذیل احباب کا تعیین کیا گیا ہے

۱۔ مولانا محمد سعد صاحب ۲۔ مولانا محمد یعقوب صاحب ۳۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب

۴۔ مولانا احمد لاٹ صاحب ۵۔ مولانا زبیر الحسن صاحب ۶۔ میاں جی محمد [illegible] صاحب

۷۔ مولانا عبد [illegible] صاحب ۸۔ سید عبد العلیم صاحب ۹۔ مولانا محمد یوسف صاحب

آپ کے یہاں اکثر ہندو راج ہے ہندو ہی لوگ کا کنٹرول میں ہے نوکری۔

موجود ہے اور اب ہم نے اپنی مسجد کی تعمیر کر لی ہے

دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے سارے عالم

کے کام کی ترقی اور حفاظت کا ذریعہ بنائیں۔ قبول فرمائے

اور سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں - آمین

فقط

والسلام

بندہ محمد [illegible]

[illegible]

بندہ [illegible]

[illegible]

[illegible]

আমির হিসেবে মাওলানা সা'দ সাহেবের প্রতি আর্ন্তজাতিক শূরাদের আনুগত্য ও ঘোষণা

আপানারা অবগত আছেন যে, বাংলাদেশের টঙ্গী ইজতিমা বিশ্ব ইজতিমা হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো, বিশ্বের সব দেশের পুরানা সাথি হযরতগণ এখানে এসে তাদের মাছয়ালার হাল করানোর নিমিত্ত উপস্থিত থাকেন। এই মওকায় টঙ্গী ময়দানে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের পুরানা সাথিদের উপস্থিতিতে মাশোয়ারার মাধ্যমে মাওলানা সা'দ সাহেব কে বিশ্ব আমির হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। যদিও তিনি প্রকারান্তরে বিশ্ব আমির হয়েই ছিলেন। যেহেতু তিনি এককভাবে সমস্ত মাশোয়ারায় ফয়সাল থাকতেন। উল্লেখ্য যে, সে সব মাশোয়ারায় পাকিস্তানের হাজি আব্দুল ওহাব সাহেব, নিজামুদ্দীনের মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব, মাওলানা ইব্রাহিম দেউলা সাহেবসহ অন্যান্য প্রবীন হযরতগণ উপস্থিত থাকতেন।

২০১৭ সালের জানুয়ারি ১৩-২২ টঙ্গী ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতিমায় ১৪ জানুয়ারি শনিবার, বাদ ফজর টঙ্গীতে মাশোয়ারার কামরায় বিভিন্ন দেশের শূরা/জিম্মাদারদের সামনে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবসহ এক মজলিশ হয়। সেই মজলিশে ওনারা স্বত:স্ফূর্তভাবে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ দেশের শূরার তরফ থেকে বলেন যে, ''আমরা সবাই হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুমকে তাবলিগের কাজে জিম্মাদার ও আমির মানি।" আমেরিকা প্রবাসী একজন বয়স্ক উর্দুওয়ালা মুরুব্বি ঐ মজমায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাঁড়িয়ে বলেন যে, ''এখন থেকে আমরা হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে 'হজরতজি' বলে ডাকব।" হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব এর উত্তরে ছোট আওয়াজে তাওয়াজু (বিনয়) এর সাথে বলেন, আমি খাদেম।

বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৫০ জন জিম্মাদার/শূরাদের এ মজমা থেকে এর খেলাফ কোনো রায় আসেনি। উল্লেখ্য যে, ওনারা আওয়াম বা সাধারণ সাথি না। বরং নিজ নিজ দেশের 'আহলে রায়' বা শুরা, আমির বা ফায়সাল বা দাওয়াতের কাজের জিম্মাদার মুরুব্বি।

উল্লেখ্য যে, কাকরাইলের হজরত মাওলানা যুবায়ের সাহেব হাসপাতালে হার্টের চিকিৎসাধীন থাকার কারণে এসব বৈঠকে হাজির থাকতে পারেননি। হজরত মাওলানা ওমর ফারুক সাহেবও হাজির থাকতে পারেননি।

১৪ জানুয়ারি ২০১৭ তে বর্ণিত মজলিশের পর থেকে প্রায় আট দিন এরই আলোচনা, মাশোয়ারা ও মোরাত্তাব করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ইজতিমার দ্বিতীয় ভাগের দোয়ার পর হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের এজাজত ক্রমে ২২ জানুয়ারি, ২০১৭ রবিবার বাদ মাগরিব বাংলাদেশেরহজরত মাওলানা জুবায়ের সাহেবের (ইতোমধ্যে তিনি হাসপাতাল থেকে ফিরে আসেন) কামরায় এক মজলিশ হয়। সেখানে বাংলাদেশ শূরার নিম্নলিখিত ১০ জন হাজির ছিলেন।

১. হজরত মাওলানা মোহাম্মদ হুসাইন সাহেব;
২. হজরত মাওলানা যোবায়ের সাহেব;
৩. হজরত মাওলানা ফারুক সাহেব;
৪. ভাই খান মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন নাসিম সাহেব;
৫. ভাই ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব;
৬. হজরত মাওলানা রবিউল হক সাহেব;
৭. হজরত মাওলানা মোশাররফ সাহেব;
৮. হজরত মাওলানা ওমর ফারুক সাহেব (ইজতিমার দ্বিতীয় ধাপে তিনি যোগদান করেন);
৯. ভাই শেখ নুর মোহাম্মদ সাহেব এবং
১০. প্রফেসর ইউনুস শিকদার সাহেব।

ওনারা ছাড়া আরো ১০-১২ জন অন্যান্য দেশের মুরুব্বি ও উলামা হজরতগণ উপস্থিত ছিলেন।

হজরত মাওলানা মুজাম্মিলুল হক সাহেব ও হজরত মাওলানা জমিরুদ্দিন সাহেব বেশি অসুস্থ ছিলেন। তাই এই মজলিশে হাজির থাকতে পারেননি। গত ৮-১০ দিনের মেহনত ও মোরাত্তাবকৃত উর্দু ভাষায় লিখিত প্রায় আটটি ফায়সালা সম্বলিত কাগজ হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে শোনানো হয়। ওনাকে স্বাক্ষর করার অনুরোধ করা হলে উনি সেটি স্বাক্ষর না করে উক্ত মজলিশে উপস্থিত সাথিদের নিকট পাঠিয়ে দেন। কেউই সেই লিখিত বিষয়গুলোর মোখালিফাত বা বিরোধিতা করেননি। তারপর সেই কাগজে সবার উপস্থিতিতে বাংলাদেশের আহলে শূরার পক্ষে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ শূরার ফায়সালদের মধ্যে হজরত মাওলানা ফারুক সাহেব। বাংলাদেশের সব শূরা ও অন্যান্যদের দস্তখত নেয়ার রায়ও এসেছিল। কিন্তু

এর উপরে সবাই একমত হনযে, সবার দস্তখত নেয়ার দরকার নেই। ঐ কাগজে এই সিদ্ধান্ত লেখা আছে যে, এই আলমি ইজতিমায় এটি তায় হয়েছে যে, হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দামাত বারাকাতুহুমই তাবলিগের কাজের জিম্মাদার এবং ফায়সাল থাকবেন। ১৪ ও ২২ জানুয়ারি ২০১৭ এবং মধ্যবর্তী মজলিশসমূহের সূত্রে উপরে বর্ণিতভাবে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে জিম্মাদার বানানো হয় এবং আনুগত্য প্রকাশ করা হয়।

মাওলানা ফারুক সাহেব স্বাক্ষরিত সেই পত্রের কপি উপস্থিত বিভিন্ন দেশের শূরার সাথিরা নিয়ে যান এবং ই-মেইলের মাধ্যমে সব দেশে পাঠানো হয়।

মাওলানা ফারুক সাহেব স্বাক্ষরিত সেই চিঠির বাংলা অনুবাদ ও মূল ইংরেজি কপির নমুনা দেয়া হলো। এই চিঠির আরবি ও উর্দু কপি সারা দুনিয়ার জিম্মাদার সাথিদের কাছে বিলি করা হয়।

বাংলা অনুবাদ

২৩ রবিউস সানি, ১৪৩৮ হিজরি

২২ জানুয়ারি, ২০১৭

শ্রদ্ধেয় ভাই ও বুজুর্গ!

এই বছর টঙ্গী বিশ্ব ইজতিমায় সারা বিশ্বের পুরনো সাথিরা এবং শূরা হযরতরা মাশোয়ারায় একত্রিত হয়ে পারস্পরিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ওনাদের উপস্থিতিতে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব রহ. এর ইন্তেকালের পর নিম্ন লিখিত বড়রা কাজ পরিচালনার জন্য জিম্মাদার সাথি নির্ধারণের জন্য একত্রিত হোন।

১. হযরত মাওলানা ইজহারুল হাসান কান্ধলভি রহ.
২. হযরত মাওলানা যুবায়েরুল হাসান কান্ধলভি রহ.
৩. হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব কান্ধলভি দা.বা.
৪. হযরত মিয়াজি মেহরাব সাহেব রহ.
৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর পালনপুরি রহ.
৬. হযরত মাওলানা সাঈদ আহমেদ খান সাহেব রহ.
৭. হযরত মাওলানা জয়নুল আবেদীন সাহেব রহ.
৮. হযরত হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব দা.বা.

৯. হযরত হাজি আব্দুল মুকিত রহ.[১]

উপরোল্লিখিত হযরতরা ফায়সালা করেছিলেন যে, নিম্নোক্ত তিন হযরত আপাতত: এই কাজের জিম্মাদারীর দায়িত্বে থাকবেন।

১. মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেব রহ.

২. মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব রহ.

৩. মাওলানা মুহাম্মদ সা'দ সাহেব দা.বা.

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্মানিত তিন মুরুব্বি আপোষে পুরা কাজকে চালিয়েছেন। ১৯৯৭ সালে মাওলানা ইজহার সাহেব রহ.-এর ইন্তেকালের পর বাকি দুই হযরত মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব রহ. এবং হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. দায়িত্ব নিয়ে এই কাজের প্রতিনিধিত্ব করে আসছিলেন। ২০১৪ সালে মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেবের ইন্তেকালের পর হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. এই মহতি কাজের জিম্মাদারী আদায় করে আসছেন।

১. ২০১৭ সালের টঙ্গী ইজতিমায় বিপুল সংখ্যক দেশের শূরা হযরতরা ওনাদের দেশের মেহনতের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়িয়ে মেহনতের স্বার্থে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে তাবলিগের মেহনতের বিশ্ব জিম্মাদার হিসেবে রায় পেশ করেন। সারা আলমের এই ইজতিমায় ফায়সালা হয় যে, হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা. বা. হবেন তাবলিগ মেহনতের জিম্মাদার এবং ফায়সাল।

২. সব সময়ই নিজামুদ্দীন তাবলিগ মেহনতের বিশ্ব মার্কাজ এবং প্রাণকেন্দ্র। সারা পৃথিবীতে তাবলিগের মেহনতের যে কোনো পরামর্শ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সেখান থেকেই হয়ে আসছে। এই রীতি মাওলানা ইলিয়াছ সাহেব রহ. এর যুগ থেকেই প্রতিষ্ঠিত। তারপর থেকে এই পর্যন্ত সমস্ত আমির এভাবেই চলে এসেছেন। এর উপরই ওনারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখনো নিজামুদ্দীনই তাবলিগের বিশ্ব মার্কাজ। ২০১৬ রাইবেন্ড ইজতিমায় হাজি আব্দুল ওহাব সাহেব দা.বা. আগত সমস্ত বড়দের উদ্দেশ্য করে জোর দিয়ে বলেন যে, দাওয়াতের মেহনতের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত উমুর এবং উমুরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে নিজামুদ্দীন মার্কাজ।

---

১. ১০ জনের জামাত ছিল। ভাই আফজাল সাহেব (পাকিস্তান) ঐ মাশোয়ারায় না থাকায় ওনার নাম এখানে উল্লেখ নেই।

৩. শুরু থেকেই সমস্ত দুনিয়ার নির্বাচিত শূরা হযরতরা উনাদের উমুরসমূহ সমাধানের জন্য নিজামুদ্দীন পাঠাচ্ছেন। যার ধারাবাহিকতা এখনো বলবৎ আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আলহামদুলিল্লাহ। এই সিদ্ধান্তের বিষয়গুলো সব সময়ই রাইবিন্ডে পাঠানো হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ এভাবেই তা অব্যাহত থাকবে।

৪. আন্তর্জাতিকভাবে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ এই তিন দেশের বড়রা নিম্নলিখিত সময়ে একত্রিত হবেন এবং বিভিন্ন উমুরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১. রাইবিন্ড ইজতিমা। ১৮৬

২. টঙ্গী ইজতিমা।

৩. প্রতি দুই বছরে হজ্জ মৌসুমের মেহনত।

ইনশাআল্লাহ এই বিষয়গুলো এভাবেই হবে। এটিই আলমি পরামর্শ। এর জন্য কোনো আলমি শূরার প্রয়োজন নেই।

৫. ২০১৫ সালের রাইবিন্ড ইজতিমা থেকে ফিরে নিজামুদ্দীনে ইন্ডিয়ার পুরানা সাথিদের ত্রিমাসিক মাশোয়ারায় হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. সম্মানিত আট জনের সমন্বয়ে একটি শূরার জামাত গঠন করেছিলেন। নিজামুদ্দীনে যে আট জনের সমন্বয়ে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. শূরার জামাত গঠন করেছিলেন ওনারা হলেন–

১. মাওলানা ইব্রাহিম দেউলা সাহেব।

২. মাওলানা আহমেদ লাট সাহেব।

৩. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব।

৪. মিয়াজি আজমত সাহেব।

৫. মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব।

৬. প্রফেসর আব্দুল আলিম সাহেব।

৭. মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেব।

৮. মৌলভি মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব।

মার্কাজে প্রতিদিন সকালে পরামর্শ হয়। উপরোল্লিখিত সম্মানিত শূরা হযরতদের সাথে মার্কাজের মুকিমিন হযরতরা শরিক হয়ে পরামর্শ করেন। আপোষে রায় পেশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এভাবেই কার্যক্রম চলতে থাকবে।

৬. হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব যখন সুস্থ ছিলেন সে সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, প্রতি দুই বছর অন্তর বিশ্বের সমস্ত পুরোনো সাথিরা

নিজামুদ্দীনে পরামর্শ এবং মোজাকারার জন্য একত্রিত হবেন। যদ্দরুণ সারা বিশ্বের মেহনত একটি নকশার উপর চলা নিশ্চিত করবে। এই নকশাকে মেনে চলা হবে।

৭. বিভিন্ন দেশের পুরানো সাথিদের জোড় এবং ইজতিমাসমূহে তিন দেশের সমন্বিত জামাত অংশ গ্রহণ করবেন। এই জামাতসমূহের আমির বা জিম্মাদার সব সময় নিজামুদ্দীন হতে হয়ে আসছে। এই স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা এভাবেই চলতে থাকবে।

৮. পুরানোদের জোড়ে অংশগ্রহণের জন্য তিন দেশের সমন্বয়ে যে জামাত আসে, উনাদের বিষয়টি টঙ্গী মাশোয়ারাতে উত্থাপন করা হয়েছিল। বিষয়টি ছিল যে, ঐ জামাতকে কিভাবে ইস্তেগবাল এবং ব্যবহার করা যায়? মাশোয়ারার পর ফায়সালা হয় যে, নির্দিষ্ট দেশের জামাতকে এস্তেগবাল এবং ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক জামাতের পৃথক পৃথক জামাত পত্র থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ–সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য ইন্ডিয়ার জামাতের সাথে নিজামুদ্দিন থেকে একটি চিঠি প্রেরণ করা হবে।

মো. ফারুক
কাকরাইল, শূরা বাংলাদেশ
২৩ রবিউস সানি, ১৪৩৮
২২ জানুয়ারী, ২০১৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হজরতজি মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব রহ. জীবিত থাকতে এই কথা বলেছিলেন যে, আমির শব্দের মধ্যে গরমি আছে। তাই 'আমির'-এর বদলে 'জিম্মাদার' বলো। তখন থেকে 'আমির' ও 'জিম্মাদার' শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

23 Rabi' Thani, 1438
22 January, 2017

Dear Respected brothers and elders;

This year's International Ijtema in Tongi, old workers and shura brothers from all over the world asked several questions and the following clarifications and decisions were made after the collective mashwara of all the participants.

After the demise of Hadhratji Maulana Inamul Hasan sb R.A. the following elders formed the guiding members of the work:

1.Hadhrat Maulana Izharul Hasan Kandhalvi R.A
2.Hadhrat Maulana Zubairul Hasan Kandhalvi R.A
3. Hadhrat Maulana Saad sb Kandhalvi Damat Barkatuial.
4.Hadrat Maulana Miah Ji Mehrab R.A.
5. Hadhrat Maulana Muhammed Umar Palanpuri R.A.
6. HadratMaulana Saeed Ahmed Khan sb R.A.
7.Hadhrat Mufti Zainul Aabedeen sb R.A.
8. Hadhrat Haji Abdul Wahaba sb Damat Barakatuhu
9. Hadhrat Haji Abdul Mukit R. A

The above mentioned elders concluded that the following elders will carry on the responsibility of this work.

1. Maulana Izharul Hasan sb R. A
2. Maulana Zubairul Hasan sb R.A
3. Maulana Muhammed Saad Kandhalvi Damat Barakatuhu

According to the above decisions the three elders carried on spearheading the work with mutual unity. After the passing away of Maulana Izhar sb R.A. In 1997 the two elders (Maulana Zubairul Hasan sb R.A. and Maulana Saad sb) carried on the responsibility of the work. After the passing away of Maulana Zubairul Hasan sb R.A. in 2014, Maulana Saad endured the responsibility of the work.

1. In the tongi ijtema of 2017 various Shura responsible brothers from numerous countries stood up on their own initiative and announced on behalf of their country's shura that they all pledge allegiance to Maulana Saad sb to be their responsible person in all the tablighi affairs. In this Aalami ijtema it was decided that Hadhrat Maulana Saad db Kandhalvi Damat Barakatuhu is responsible and the faisal for the work of Tabligh.

2. Nizamuddeen has always been the centre for the work of Tabligh, mashuwara and the decision making relating to the matters of the whole world. This has been instituted since Maulana Ilyas R.A. and all amirs since then during their lives and also after their passing away. Nizamuddeen will continue being the centre. During the Raiwind Ijtema of 2016 Hadhrat Haji

sb.DB also insisted to all the elders to visit and make the Markaz of Nizamuddeen the focus and place all umoors (issues, matters, concerns) are resolved, as it relates to the effort of dawat.

3. Right from the beginning Shura Brothers from all countries would put forth their Umoors(issues, matters and affairs) in Nizamuddeen, seeking guidelines. This practice will continue now and in the future. Alhamdulliah the copy of the decision was always sent to Raiwind and Inshallah this will continue.

4. Internationally the elders from India, Pakistan and Bangladesh get together and decide on umoors (issues, matters and affairs) during:

    1. Raiwind Ijtema
    2. Tongi Ijtema
    3. Hajj season every two years.

This will continue to take place Inshallah . This is the Aalami Mashwara. There is no such thing as an Aalami shura and neither is there any need of it.

5. After returning from the Raiwind ijtema 2015 Maulana Saad Sahab made a shura of 8 brothers during the all india three month mashwara of old workers in Nizamuddeen. The following names were decided in order to assist M Saad shb DB in Nizamudeen.

1. Maulana Ibrahim sb. Dewla
2. Maulana Ahmed Laat Sb
3. Maulana Yakoob Sb
4. Miauzi Azmat Sb
5. Abdus Sattar Sb
6. Professor Abdul Aleem Sb
7. Maulna Zuhairal Hasan Sb
8. Molvi Mohammed Yousuf Sb

Every day the morning mashwara at the markez takes place. The brothers of the above shura along with muqimeen participate in mashwara and decisions are made after mutual consultation. This routine shall continue.

6. Hadhrat Ji Maulana Inamul Hasan Sb during his time when he was in good health had decided that the old workers from all over the world should get together every two years in Nizamuddeen Markaz for Mashwaras and Muzakirahs. This was to ensure that the work all over the world is carried out on the same pattern. This pattern will also be carried on.

7. Regarding the old worker gatherings and other Ijtemas within your respective countries where combined jamaats from the three countries participate, the Amir

has always been from Nizamuddeen. This has been a normal practice and will continue.

8. One point that was brought up by the countries during the Tongi Mashwara was regarding the jamaats that come to participate in the old workers gatherings. The concern is how to determine the istiqbal and utilization of these jamaats.
After the mashwara it was decided that the jamaat that has a jamaat paper individually from that specific country should be utilized and made istiqbal of. For instance the jamaats from India should have a letter from Nizamuddeen in order to be entertained.

মো: ফারুক
Kakrail Shura
Bangladesh
23 Rabi' Thani, 1438
22 January, 2017

সারা দুনিয়ার তাবলিগের মার্কাজ (প্রধান কার্যালয়) ভারতের নিজামুদ্দীন

নিজামুদ্দীন মার্কাজ হতে দাওয়াত এবং তাবলিগের কাজ শুরু হয়। তাই এটিই সারা দুনিয়ার দাওয়াত ও তাবলিগ এর কাজের মার্কাজ বা প্রধান কার্যালয়। এ মসজিদকে তাবলিগের সাথিরা আলমি মার্কাজ বলে। পাকিস্তানের রাইবেন্ড এবং বাংলাদেশের কাকরাইল হলো শাখা মার্কাজ। এ দু'টি মার্কাজসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মার্কাজসমূহ নিজামুদ্দীন মার্কাজের দিকনির্দেশনা, তদারকি ও পরামর্শে পরিচালিত হয়। এছাড়াও এ মার্কাজ হতেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাজ পরিচালনার জন্য শূরা-আমির নির্ধারণ করা হয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের আমির-শূরা নিজামুদ্দীন মার্কাজ হতে গঠন করা হয়েছে।

টঙ্গী ইজতিমার ইতিহাস

জানা যায়, বাংলাদেশে তাবলিগ জামাতের প্রথম ইজতিমা শুরু হয় ১৯৪৬ সালে রাজধানীর রমনা পার্ক সংলগ্ন কাকরাইল মার্কাজ মসজিদে। ১৯৪৮ সালে ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের তৎকালীন হাজি ক্যাম্পে। ১৯৫৮ সালে ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে। ১৯৬০, ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে বার্ষিক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার রমনা পার্ক ময়দানে। কিন্তু প্রতি বছর ইজতিমায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৬৬ সালে

টঙ্গীর পাগার গ্রামের খোলা মাঠে ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৬৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ব ইজতিমা তুরাগ নদীর তীর সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯৬৭ সালে বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা অংশগ্রহণ করছেন বলে ইজতিমা বিশ্ব ইজতিমার রূপলাভ করে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের শূরা হযরতগণ নিজ নিজ দেশের মাসয়ালা নিয়ে হাজির হোন এবং মওজুদা আমির সাহেব কর্তৃক মাসয়ালার হাল করেন বা ফয়সালা করান বিধায় এ ইজতিমাকে বিশ্ব ইজতিমা হিসেবে গণ্য করা হয়।

বাংলাদেশে তাবলিগ জামাতের আমির ও শূরা

বাংলাদেশের কাজের শুরু থেকেই কাকরাইল মার্কাজ নিজামুদ্দীন মার্কাজের দিকনির্দেশনা, তদারকি ও পরামর্শে পরিচালিত হয়ে আসছে। নিজামুদ্দীন মার্কাজ কর্তৃক বাংলাদেশের কাজ পরিচালনার জন্য মাওলানা আব্দুল আজিজ খুলনাবীকে প্রথম আমির নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গে ১৯৭০ এর দশকে ৬ জন শূরা গঠন করা হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে ১১ জন শূরা নিজামুদ্দীন মার্কাজ কর্তৃক গঠিত হয়। উক্ত ১১ জন শূরা সদস্যের মধ্যে ৬ জন নিজামুদ্দীনের (ভারত) পক্ষে এবং দুর্ভাগ্যবশত ৫ জন পাকিস্তানভিত্তিক তথা আলমি শূরার পক্ষে সমর্থন দিচ্ছেন। নিজামুদ্দীনের পক্ষে ৬ জন হলেন–মাওলানা মোজাম্মিলুল হক সাহেব, মাওলানা মোশাররফ সাহেব, জনাব ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব, জনাব খান শাহাবুদ্দীন নাসিম সাহেব, প্র. ইউনুস শিকদার সাহেব এবং ইঞ্জিনিয়ার শেখ নুর মোহাম্মদ সাহেব। পাকিস্তান বা আলমি শূরার পক্ষে ৫ জন–মাওলানা যুবায়ের সাহেব, মাওলানা রবিউল হক সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, মাওলানা ওমর ফারুক সাহেব এবং মাওলানা ফারুক সাহেব। তবে মাওলানা ফারুক সাহেব এখনও নিজামুদ্দীন মার্কাজ ও হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের প্রতি আন্তরিক।

আলমি শূরার বাস্তবতা

কথিত আলমী শূরা ২০১৫ সালে রাইবেন্ড ইজতিমার একটি প্রস্তাবনা মাত্র। হজরত মাওলানা সাদ সাহেব দা. বা. আলমি শূরা বানানোর প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ার কারণে এটি কখনো বাস্তবে রূপ নেয়নি।

প্রথমে বাংলাদেশের শূরা হযরতরা এর বিরুদ্ধে ছিলেন। যেমন বাংলাদেশের মুরব্বিদের পক্ষ থেকে মাওলানা যুবায়ের সাহেব বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার

করে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, তাবলিগের মার্কাজ নিজামুদ্দীন। আলমি কোনো ফায়সালা হলে সেখানেই হবে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মুরব্বিরা উক্ত আলমি শূরার বিষয়ে সমর্থন জানাননি। তবে ভারতীয় শূরার মধ্যে যারা ছিলেন উনারা এতে স্বাক্ষর করেছেন। উনাদের কেউ কেউ পরবর্তীতে দিল্লীর মার্কাজ ত্যাগ করে পাকিস্তানের সাথে আঁতাত করে একটি ভিন্ন শূরার সদস্য হিসেবে পরিচিত হচ্ছেন এবং বিশ্বের তাবলিগ মহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা, মাওলানা আহম্মদ লাট, মাওলানা ইসমাইল গোদরা প্রমুখ গুজরাটওয়ালা। এছাড়া রয়েছে প্রফেসর খালেদ সিদ্দীকি, প্রফেসর সানাউল্লাহ, ভাই ফারুক, প্রফেসর আব্দুর রহমান প্রমুখ। ইতোমধ্যে তারা ভারতের তাবলিগের সাথিদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

বিগত ২০০০ সালে মুফতি জয়নাল আবেদীন সাহেব, ভাই আফজাল সাহেব, হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব, মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব এবং হজরত মাওলানা সাদ সাহেব দা. বা. এই কথার উপর লিখিত কাগজে দস্তখত করেছিলেন যে, "নিজামুদ্দীন এবং রাইবেন্ডে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবার একমত হতে হবে, তাহলেই তা বাস্তবায়ন হবে।" উল্লেখ্য যে, বর্তমানে হজরতদের মধ্যে কেবল ২ জন জীবিত আছেন। যেহেতু আলমি শূরার প্রস্তাবনার বিষয়টি হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা. বা. গ্রহণ করেন নি, সে কারণে আলমি শূরার নামে যে চিঠি বিলি করা হয়েছে তা সঠিক না এবং গ্রহণযোগ্যও না।

যখন ঢাকার কিছু উলামা তথাকথিত আলমি শূরার বিষয়টি গ্রহণ করার জন্য কাকরাইলের শূরাদেরকে অনুরোধ করেন। তখন কাকরাইলের মুরুব্বিগণ হজরত মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস সাহেবকে চিঠি লিখেন যে, "এটি কোনো বৈধ শূরা নয় বরং মুজাওয়াজ্জা (প্রস্তাবিত) শূরা"।

২০১৬ সালে রাইবেন্ড (পাকিস্তান) ইজতিমায় বাংলাদেশের কয়েকজন শূরা সদস্য হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেবকে প্রশ্ন করেন, "হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা. বা. এর অসম্মতি সত্ত্বেও লিখিত চুক্তির খেলাফ আলমি শূরার নামের চিঠিটি কী করে বিলি করা হলো?" হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব বলেন, "এই বিষয়ে আমরা আবারও মাশোয়ারা করব।" এই বিষয়ের সাক্ষী ছিলেন কাকরাইলের শূরা হজরতরা এবং রাইবেন্ডের মাওলানা ফাহিম, ড. নাদিম আশরাফ। এছাড়া আলমি শূরা গঠন করা হয়নি মর্মেও তিনি জানান।

রাইবেন্ড (পাকিস্তান) ইজতিমা-২০১৫-এর ফায়সালাসমূহ

محترم حاجی محمد عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کی ایک بابرکت اطلاعی تحریر جمیع ساعیان تبلیغ کے نام

باسمہٖ سبحانہ تعالیٰ

مورخہ ۳ر صفر المظفر ۱۴۳۷ھ بمطابق ۱۶ر نومبر ۲۰۱۵ء

اللہ رب العزت نے اس دور میں حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سارے عالم میں دین کے احیاء کے لیے ظاہری وسائل کے بغیر نہج نبوی کے مطابق دین کی محنت کو زندہ کرنے کی مجاہدہ وقربانی کے ساتھ بنیاد ڈالی۔ ان کے انتقال سے قبل خود مولانا ہی کے فرمانے پر اس وقت کے اہل حل وعقد نے باہمی مشورے سے حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ذمہ دار متعین فرمایا جنھوں نے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر قرآن مجید، احادیث مبارکہ، سیرت نبوی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگی کی روشنی میں کام کے مقصد اور طریقے کو واضح کیا اور اعتدال کی مکمل رعایت رکھتے ہوئے کام کا تفصیلی نقشہ امت کے سامنے پیش فرمایا اور یہ کام سارے عالم میں پہنچ گیا۔ حضرت مولانا محمد یوسف کے انتقال پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حل وعقد کے مشورے سے حضرت مولانا محمد انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو اس مبارک کام کی ذمہ داری سونپی۔ انھوں نے ہر طرح کام کے نہج کی حفاظت فرمائی اور پھیلتے ہوئے کام میں اصل نہج کی حفاظت کے لیے انھوں نے اپنے رفقاء کے مشورے سے مختلف ممالک میں شوریٰ کی ترتیب قائم فرمائی۔ کہیں امیر کے ساتھ شوریٰ اور کہیں احباب شوریٰ میں سے باری باری فیصل بننے کی ترتیب بنائی گئی۔ نیز تمام ممالک میں بڑھتے ہوئے کام کی نگرانی اور ترقی کے لیے اپنے ساتھ دس اراکین پر مشتمل اپنی شوریٰ بنائی جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں ہر جگہ کی شوریٰ اور کام کرنے والے احباب کو اعتماد میں لے کر کام کرتی رہی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد وہ شوریٰ اسی نہج پر مصروف عمل رہی جس پر تینوں اکابر نے کام کو چلایا تھا۔

نومبر ۲۰۱۵ء میں نظام الدین، رائے ونڈ، بنگلادیش اور دیگر ممالک کے پرانے ذمہ دار احباب نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم فرمودہ شوریٰ کی تکمیل کی جائے جس کے آٹھ افراد کا انتقال ہو چکا ہے اور صرف دو باقی رہ گئے ہیں تاکہ اس کام کا نہج اور طریقہ کار محفوظ رہے اور جب بھی کسی اضافے یا تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اس شوریٰ کے مکمل اتفاق سے ہو تاکہ اجتماعیت باقی رہے۔ نظام الدین، رائے ونڈ اور کاکرائیل میں کوئی ترتیب اس شوریٰ کے اتفاق کے بغیر شروع نہ کی جائے، شوریٰ کے کسی فرد کی کمی ہو جائے تو شوریٰ کے بقیہ احباب میں سے کم از کم دو تہائی افراد کی منظوری سے کمی پوری کرلی

جائے تاکہ شوریٰ کا وجود برقرار رہے۔ اور یہ مبارک کام امت کا کام رہے اور اجتماعی کام رہے۔

ہر جگہ کے پرانوں سے مذاکرے اور رائے لینے کے بعد اس شوریٰ میں محترم جناب حاجی عبد الوہاب صاحب مد ظلہ العالی اور مولانا محمد سعد صاحب مد ظلہ العالی کے ساتھ مندرجہ ذیل احباب کا اضافہ کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اب آئندہ یہ شوریٰ ان تیرہ احباب پر مشتمل ہوگی۔

١۔ مولانا ابراہیم دیولا صاحب (نظام الدین)
٢۔ مولانا یعقوب صاحب (نظام الدین)
٣۔ مولانا احمد لاٹ صاحب (نظام الدین)
٤۔ مولانا زہیر الحسن صاحب (نظام الدین)
٥۔ مولانا نذر الرحمن صاحب (رائے ونڈ)
٦۔ مولانا عبد الرحمن صاحب (رائے ونڈ)
٧۔ مولانا عبید اللہ خورشید صاحب (رائے ونڈ)
٨۔ مولانا ضیاء الحق صاحب (رائے ونڈ)
٩۔ قاری زبیر صاحب (کاکرائل)
١٠۔ مولانا ربیع الحق صاحب (کاکرائل)
١١۔ بھائی واصف الاسلام صاحب (کاکرائل)

اس شوریٰ میں نظام الدین کے جو پانچ احباب ہیں وہ نظام الدین کی شوریٰ میں ہوں گے اور یہ شوریٰ نظام الدین کے جملہ امور باہمی مشورے سے سرانجام دے گی۔

(محمد عبد الوہاب عفی عنہ)

دستخط کنندگان کے اسماء گرامی:

مولانا محمد یعقوب صاحب	مولانا نذر الرحمن صاحب
مولانا احمد لاٹ صاحب	مولانا محمد احسان الحق صاحب
ڈاکٹر محمد خالد صدیقی صاحب	مولانا طارق جمیل صاحب
بھائی فاروق صاحب	بھائی بخت منیر صاحب
ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب	ڈاکٹر روح اللہ صاحب
پروفیسر عبد الرحمن صاحب	بھائی چوہدری محمد رفیق صاحب

اطلاع

یہ محترم حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم کی مبارک تحریر ہے جو تمام کام کرنے والوں کی اطلاع کے لیے حاجی صاحب موصوف نے لکھوائی ہے۔ پڑھنے میں سہولت ہو اس لیے اسے کمپیوٹر سے ٹائپ کرا کر ساتھ میں منسلک کیا جا رہا ہے اور جن حضرات کے اس پر دستخط ہیں اُن دستخط کنندگان کے نام بھی اس ٹائپ کاپی پر لکھ دیے گئے ہیں۔

فقط والسلام

(محمد خالد صدیقی)

বাংলা অনুবাদ

হাজি আব্দুল ওয়াহহাব সাহেব দা.বা. এর একটি বরকতময় চিঠি

বিসমিহি তা'আলা

তাং-১৬-১১-২০১৫ ইংরেজি
মোতাবেক ৪-২-১৪৩৭ হিজরি

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই যুগে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রহ.-এর মাধ্যমে সারা দুনিয়ার দ্বীন জিন্দা করার জন্য বাহ্যিক উপকরণ বিহীন নববী পদ্ধতি অনুযায়ী দ্বীনের মেহনত জিন্দা করার কষ্ট, কুরবানির ভিত্তি স্থাপন করেন। ওনার ইন্তেকালের আগে ওনার নির্দেশনা অনুযায়ী সমসাময়িক দ্বীনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.-কে এই কাজের জিম্মাদার বানানো হয়। উনি হযরত মাওলানা ইলিয়াছ রহ.-এর বাতলানো তরিকায় কুরআন-হাদিস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের জীবনাদর্শের আলোকে এই কাজের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতিকে সুস্পষ্ট করেন এবং এতেদাল বা ভারসাম্যতার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রেখে কাজের বিস্তারিত রূপরেখা উম্মতের সামনে তুল ধরেন। তাতে এই কাজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায়।

হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.-এর ইন্তেকালের পর শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. দ্বীনের গভীর জ্ঞান ও বুঝ সম্পন্ন ব্যক্তিদের রায় নিয়ে হযরত মাওলানা এনামুল হাসান রহ.-কে এই মহান কাজের জিম্মাদারি অর্পণ করেন। উনি সর্বত্র কাজের পদ্ধতির সংরক্ষণ করেন এবং ক্রম সম্প্রসারণশীল কাজের মৌলিক পদ্ধতির সংরক্ষণ কল্পে সহকর্মী বন্ধুদের পরামর্শ নিয়ে বিভিন্ন দেশে শূরা পদ্ধতি চালু করেন। কোথাও আমিরের অধীনে শূরা আর কোথাও শূরা সদস্যদের পালাক্রমে ফায়সাল হওয়ার তরতিব। এছাড়াও বিশ্বময় বর্ধনশীল কাজের দেখভাল ও উন্নতির জন্য দশ সদস্য বিশিষ্ট নিজের কেন্দ্রীয় শূরা গঠন করেন। যারা হযরতজী রহ. এর তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক জায়গার শূরা ও কাজ নিয়ে চলনেওয়ালা সাথিদের আশ্বস্ত রেখে কাজ করছিলেন। হযরতজীর ওফাতের পর ঐ শূরারা সেভাবেই কাজ চালিয়ে যান যেভাবে তিন হযরত কাজ করে গিয়েছেন।

নভেম্বর ২০১৫ এ নিজামুদ্দীন, রাইবিন্ড, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশের পুরানো জিম্মাদাররা এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যে, হজরতজির বানানো শূরাকে পরিপূর্ণ করা হোক; যার আট সদস্যের ইন্তেকাল হয়েছে এবং মাত্র দুই জন বাকি আছেন। এতে কাজের হেফাজত হবে আর যখন কোনো সংযোজন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে তখন এই শূরাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে হবে। কেননা এতে ঐক্য বজায় থাকবে। নিজামুদ্দীন, রাইবিন্ড ও কাকরাইলে কোনো তরতিব এই শূরাদের ঐক্যমত্য ছাড়া শুরু করা যাবে না। শূরা সদস্যদের কারো ওফাত হলে বাকি সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের রায় অনুযায়ী সদস্য সংখ্যা পূর্ণ করা হবে। এতে শূরার অস্তিত্ব বর্তমান থাকবে এবং এই মুবারক কাজ পুরো উম্মতের সমষ্টিগত কাজ হিসেবে বাকি থাকবে। প্রত্যেক জায়গার পুরোনোদের সাথে আলোচনা এবং রায় নেয়ার পর এই শূরার মধ্যে হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব ও মাওলানা সা'দ সাহেবের সাথে নিম্নবর্ণিত সদস্যদেরকে সম্পৃক্ত করা হলো। আগামীতে এই শূরা ১৩ সদস্য বিশিষ্ট থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

১. মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা, নিজামুদ্দীন; ২. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব, নিজামুদ্দীন; ৩. মাওলানা আহমদ লাট সাহেব, নিজামুদ্দীন; ৪. মাওলানা যুহাইরুল হাসান, নিজামুদ্দীন; ৫. মাওলানা নাযরুর রহমান সাহেব, রাইবিন্ড; ৬. মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব, রাইবিন্ড; ৭. মাওলানা আব্দুল্লাহ খোরশেদ সাহেব, রাইবিন্ড; ৮. মাওলানা জিয়াউল হক সাহেব, রাইবিন্ড; ৯. কারী যুবায়ের সাহেব, কাকরাইল; ১০. মাওলানা রবিউল হক সাহেব, কাকরাইল; ১১. ভাই ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব, কাকরাইল।

এই শূরাদের মধ্যে নিজামুদ্দীনের যে পাঁচ সদস্য রয়েছে তারা নিজামুদ্দীনের শূরা হিসেবে থাকবে এবং নিজামুদ্দীনের শূরারা সমস্ত কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দিবেন।

মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহ্হাব দা.বা.

দস্তখতকারীদের নাম

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব
মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ লাট সাহেব
ড. মুহাম্মদ খালেদ সিদ্দীকী
ভাই ফারুক সাহেব
ড. সানাউল্লাহ সাহেব

প্রফেসর আব্দুর রহমান সাহেব
মাওলানা নযরুর রহমান সাহেব
মাওলানা এহসানুল হক সাহেব
মাওলানা তারেক জামিল সাহেব
ভাই বখত মুনির সাহেব
ড. রুহুল্লাহ সাহেব
ভাই চৌধুরী মুহাম্মদ রফিক সাহেব।

এই চিঠিটির বেশিরভাগ তথ্যই ভুল। যেমন এখানে বলা হয়েছে, হযরতজীর ওফাতের পর ঐ শূরারা (১০ জনের জামাত) সেভাবেই কাজ চালিয়ে যান যেভাবে ৩ হযরত কাজ করে গিয়েছেন।
অথচ মিয়াজি মেহরাব রহ. লিখিত চিঠিতে বলা হয়েছে, এই জামাত ৩ জনের জামাত বানিয়েছেন ঐ ১০ জন থেকে। উনারা কাজ পরিচালনা করছেন। উপরে মিয়াজি মেহরাব রহ. হাতের লেখা কাগজ এবং ২০১৭ টঙ্গী ইজতিমার মাওলানা ফারুক সাহেব স্বাক্ষরিত কাগজ তার প্রমাণ।
এছাড়া এখানে যে শূরার কথা বলা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা হলো একটি প্রস্তাবিত শূরা। যা হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব কিংবা হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব কেউ গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশের শূরা সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব যিনি ঐ প্রস্তাবিত শূরার একজন (১১ নম্বরে উনার নাম রয়েছে) তিনিও উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেনি।

টঙ্গী ইজতিমা ২০১৭ উপলক্ষে পাকিস্তানী হযরতদের দাওয়াতনামা

টঙ্গী ইজতিমা-২০১৭ উপলক্ষে সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মতো পাকিস্তানী হযরতদেরও বাংলাদেশের টঙ্গী ইজতিমায় আসার জন্য দাওয়াতনামা পাঠানো হয়। এর জবাবে পাকিস্তানী হযরতরা ইজতিমায় শরিক হওয়ার জন্য একটি শর্ত দেন। উনারা কথিত আলমি শূরা মেনে নেয়ার শর্তে ইজতিমায় আসার ইচ্ছে পোষণ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কাকরাইল থেকে দ্বিতীয় চিঠি পাঠানো হয়। তাতে সেই শূরার হাকিকত স্মরণ করিয়ে উনাদের শর্ত মেনে নিতে অপারগতা প্রকাশ করা হয়। পড়ুন চিঠিটি। পরিষ্কার হবে আলমি শূরার হাকিকত।

باسمہ تعالیٰ

مکرمی و محترمی جناب محسن صاحب ۔ سلام مسنون

آپ حضرات خیریت سے ہونگے اور دین کی عالی اور مبارک محنت میں معروف و مشغول و کوشاں ہونگے ۔

آپ کا دعوت نامہ مورخہ ۲۰ دسمبر ۲۰۱۶ء واقعۃ موصول ہوا ۔ ہمیں یہ جان کر بہت مسرت ہوئی کہ آپ حضرات ہم لوگوں کے اجتماع میں آنے کی خواہش رکھتے ہیں ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے ہماری آمد کیلئے جو شرط لگائی ہے اسے پڑھ کر افسوس ہوا ۔ یعنی آپ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم اس مجوزہ شوریٰ کو تسلیم کر لیں تو آپ آنے کیلئے تیار ہیں ۔ وہ شوریٰ جو رائے ونڈ میں بنائی گئی تھی ۔

ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپکی یہ شرط ہمارے کرنا قبول مناسب نہیں ہے اور اسکی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں ۔

(۱) اس مجوزہ شوریٰ کی تجویز و تصدیق و تعیین و منظوری کسی نے دی ۔ ہم احباب بنگلہ دیش اس رائے ونڈ اجتماع میں ۲۰۱۵ء موجود تھے لیکن ہم سے اس بارے میں کوئی مشورہ نہ لیا گیا نہ پوچھا گیا ۔ اور اس مجوزہ شوریٰ کے بنانے سے پہلے حاجی عبد الوہاب اور مولانا سعد صاحب کے درمیان میں مشاورت کی کوئی مجلس نہیں ہوئی ۔

(۲) مرکز حضرت نظام الدین سے برادران کے جوڑ میں بھائی فاروق صاحب اور مولانا احمد لاٹ صاحب نے واضح طور پر مجمع کو یقین دلایا کہ کوئی نئی شوریٰ نہیں بنائی گئی ہے ۔ یعنی ان افواہوں کی تردید کی جو شوریٰ کے بنائے جانے سے متعلق تھیں

(۳) اسی طرح جب بنگلہ دیش کی شوریٰ کے احباب نے حضرت حاجی صاحب سے اس نئی شوریٰ کے بارے میں پوچھا تو حضرت حاجی صاحب نے ان الفاظوں میں فرمایا کہ میں نے کوئی شوریٰ نہیں بنائی

(۴) اسی طرح جب مولانا سعد صاحب نے حضرت حاجی صاحب سے اس نئی شوریٰ کے بارے میں پوچھا تو حضرت حاجی صاحب نے مولانا سعد کو یہی ارشاد فرمایا کہ بیٹا کوئی شوریٰ نہیں بنائی

(۵) گزشتہ اجتماع رائے ونڈ میں ہماری شوریٰ کے احباب نے واضح طور پر پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب نے کیسے ایک اہم دستاویز پر دستخط فرما کر پوری دنیا میں اسے پھیلا دیا جبکہ مولانا سعد صاحب اس دستاویز سے متفق نہیں تھے اور شوریٰ کے بنائے جانے کے حق میں نہیں تھے

اسکے جواب میں حضرت حاجی صاحب نے معاملہ کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اس صورت حال کے پیش نظر ہمیں دوبارہ مشورہ کرنا پڑیگا ۔ اس مجلس میں مولانا فہیم صاحب اور ڈاکٹر ندیم اشرف صاحب بھی موجود تھے ۔

(۶) اسکے علاوہ مزید یہ کہ گزشتہ اجتماع رائے ونڈ میں جو دستاویز تیار کی گئی لہذا

(۱۲)

پھر پڑھ کر ہی صفائی کی گئی وہ بھی متنازعہ اور سوالیہ نشان ہے اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے مترادف ہے۔

(۷) اسلئے ہماری درخواست ہے کہ اس مجوزہ شوریٰ کا مسئلہ اور بہت سے مسائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ان سارے مسائل کا حل دونوں فریقوں کی موجودگی میں آپس میں بیٹھ کر ہی حل ہو سکتا ہے - ٹونگی کا اجتماع ایک بہترین موقعہ اور محل ہے جہاں افہام و تفہیم کے ذریعے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں -

(۸) چنانچہ ہماری رائے اور درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات بغیر کسی شرائط کے ٹونگی ضرور تشریف لاویں - اور آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے بامقصد طریقے سے آپس میں صلح کی راہیں ہموار کریں اور پریشان حال اور مذبذب امت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچالیں اور صد سالہ محنت کو ضائع نہ فرماویں -

(۹) آخر میں پھر سے ہماری درخواست ہے کہ آپ سب حضرات ہمارے بزرگ ہیں - ہم آپ کو اللہ اسکے رسولؐ اور اس مبارک محنت کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور فرماویں - ٹونگی ضرور تشریف لاویں - امید ہے کہ آپ حضرات ضرور غور فرماویں گے -

فقط والسلام

منجانب احباب شوریٰ گڑائیل مسجد

বঙ্গানুবাদ

বিসমিহি তা'আলা

সম্মানিত জনাব মুহসিন সাহেব ও দেগার আহবাব!

বাদ সালামে মাসনুন আশাকরি আপনারা ভালো আছেন। দ্বীনের সুউচু মুবারক মেহনতে আপনাদের সময় ব্যয় করছেন। আপনাদের পত্র ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ ইং তারিখে পৌঁছেছে। আমরা এটি জেনে খুব আনন্দিত হয়েছি যে, আপনারা টঙ্গী ইজতিমায় আসার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। কিন্তু এরই সাথে সাথে আপনারা আসার ব্যাপারে যে শর্ত আরোপ করেছেন সেটি পড়ে দুঃখিত হয়েছি। আপনারা বলেছেন, আমরা ঐ গঠিত শূরাকে মেনে নিলে আপনারা আসতে তৈরি আছেন। যেই শূরা রাইবিন্ডে গঠিত হয়েছে। আমরা এটি মনে করি যে, আপনার এই শর্ত আরোপ করাটি ইনসাফভিত্তিক এবং ভারসাম্য পূর্ণ না। নিচে এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো।

১। এই গঠিত শূরার অনুমোদন, সত্যায়ন, সুদৃঢ়করণ কার মাধ্যমে হয়েছে? এই বিষয়ে আমাদের সাথে কোনো পরামর্শ চাওয়াও হয় নি এবং নেয়াও হয় নি। অথচ আমরা বাংলাদেশি শূরার সাথিরা ঐ রাইবিন্ড ইজতিমায় উপস্থিত ছিলাম। এই গঠিত শূরা বানানোর আগে হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব ও মাওলানা সা'দ সাহেবের মধ্যে এই সংক্রান্ত পরামর্শের কোনো মজলিশ হয়নি।

২। নিজামুদ্দীনের মার্কাজে পুরাতনদের জোড়ের মধ্যে ভাই মুহাম্মদ ফারুক সাহেব এবং মাওলানা আহম্মাদ লাট সাহেব স্পষ্টভাবে মজমায় এই বক্তব্য পেশ করেছেন যে, নতুন কোনো শূরা গঠিত হয়নি। অর্থাৎ লোক মুখে শূরা গঠনের ব্যাপারে যে কথা ছড়িয়ে পড়েছে সেটিকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৩। বাংলাদেশের শূরার সাথিরা যখন হাজি সাহেবের কাছে জানতে চেয়েছেন তখন হাজি সাহেব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আমি কোনো শূরা গঠন করিনি।

৪। মাওলানা সা'দ সাহেব যখন হাজি সাহেবের কাছে এই নতুন শূরার ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন তখন হাজি সাহেব হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে বললেন, "আমি কোনো শূরা গঠন করিনি"।

৫। রাইবিন্ডের গত ইজতিমায় আমাদের সাথিরা স্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছেন যে, হাজি সাহেব কিভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিতে দস্তখত করে পুরো দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিলেন অথচ হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব এই চিঠির ব্যাপারে

একমত ছিলেন না এবং শূরা বানানোর পক্ষেও ছিলেন না? তার জবাবে হাজি সাহেব এই বিষয়কে অনেক কঠিন মনে করে বললেন, এই অবস্থাকে সামনে রেখে দ্বিতীয়বার মাশোয়ারা করতে হবে। ঐ মজলিশে মাওলানা ফাহিম সাহেব এবং ডাক্তার নাদিম আশরাফ সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

৬। এছাড়াও রাইবিন্ডের গত ইজতিমায় যে চিঠি তৈরি করা হয়েছে এবং পড়ে শুনানো হয়েছে সেটিও বিভেদপূর্ণ/স্ববিরোধী এবং প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। যা উম্মতকে বিভক্ত করেছে।

৭। এজন্য আমাদের আবেদন হলো, এই গঠিত শূরার মাসয়ালা অনেক মাসয়ালার সাথে জড়িত। এসব মাসায়েলের সমাধান উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করা যেতে পারে। যেখানে বুঝে এবং বুঝানোর মাধ্যমে সমাধান হতে পারে।

৮। অতএব আমাদের মতামত এবং আবেদন এই, আপনারা কোনো ধরনের শর্ত ছাড়াই অবশ্যই টঙ্গী ইজতিমায় তাশরিফ রাখবেন ও পরস্পর বসে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক পন্থায় একটি সমাধানের পথ বের করবেন। বর্তমানে এই বিষয় নিয়ে পেরেশান এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বিত উম্মতকে টুকরো টুকরো হওয়া থেকে বাঁচাবেন এবং শত বছরের মেহনতকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবেন।

৯। পরিশেষে আমরা আবারো আবেদন করছি, আপনারা সবাই আমাদের বুজুর্গদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা আপনাদেরকে আল্লাহ এবং ওনার রাসুল এবং এই মুবারক মেহনতের উসিলা করে বলতে চাই—আপনারা আপনাদের ফায়সালার উপর দ্বিতীয়বার চিন্তা করবেন। অবশ্যই টঙ্গী ইজতিমায় তাশরিফ রাখবেন। আমরা আশাবাদী আপনারা অবশ্যই এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন।

ফাকাদ ওয়াস সালাম

তাং-০৬ জানুয়ারি ২০১৭ — সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম

শূরা বাংলাদেশ

রাইবিন্ড (পাকিস্তান) ইজতিমা-২০১৬ এর ফায়সালাসমূহ

بسم الله الرحمان الرحيم

By the Grace of Allah Ta'aala, the nine elders of the Shura were gathered from the 4th to the 13th of November, the 3rd to the 12th of Safar 1438, on the occasion of the Raiwind Ijtima. They considered that the following would be useful in promoting this noble effort in the entire Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and in practically engaging every individual of this Ummah in this effort.	مورخہ ۴ تا ۱۳ نومبر مطابق ۳ تا ۱۲ صفر المظفر ۱۴۳۸ھ رائے ونڈ کے اجتماع میں شوریٰ کے ۹ حضرات بفضلہ تعالیٰ جمع ہوئے۔ پوری امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں اس عالی جدوجہد کی ترقی کے لئے اور ہر امتی کو اس محنت پر عملی طور پر لگانے کے لئے درج ذیل ترتیب کو مفید سمجھا گیا۔
It is very important to maintain the pattern that preserves the fundamentals and the principles of the work on which Mawlana Ilyas Sahib, Mawlana Yusuf Sahib and Mawlana In'aam al-Hasan Sahib founded the work and carried it on, and which led to the ways of effort on which the hearts of the entire Ummah were united.	اس کام کو جن بنیادوں اور اصولوں پر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے اٹھایا اور چلایا ہے اور جن کی وجہ سے پوری امت میں اجتماعیت کی شکل وجود میں آئی ہے، ان بنیادوں کی حفاظت اور طریق کار اور اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔
The elders of the Shura advised the following points to be necessary and beneficial when the responsible brothers of various countries enquired regarding certain difficulties they were facing while working in the present situation (of differences of opinion):	موجودہ حالات میں ممالک کے ذمہ دار احباب کی طرف سے انہیں پیش آمدہ مسائل کی وضاحت طلب کرنے پر شوریٰ کے حضرات نے درج ذیل ترتیب کو ضروری اور مفید خیال فرمایا ہے۔
1. The matters (امور) regarding the work in various countries should only be taken up when most of the elders of Shura are present. Currently such occasions are during the Raiwind Ijtima and the Tongi Ijtima.	۱۔ ممالک کے امور صرف ان مواقع پر لئے جائیں جہاں شوریٰ کے اکثر احباب موجود ہوں اور فی الحال یہ دو مواقع ہیں: رائے ونڈ اور ٹونگی۔
2. Instead of putting these matters (امور) to an individual of this Shura, these should be presented collectively before the entire Shura, and in case of differences, the majority decision should prevail.	۲۔ شوریٰ کے کسی فرد کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اجتماعی طور پر پوری شوریٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور شوریٰ کی اکثریت کی رائے پر فیصلہ ہو۔
3. It is very important for brothers doing the work in various countries to spend their annual time in this environment (of India, Pakistan and Bangladesh). For this purpose it was decided that the brothers of various countries should spend their yearly time one year in their own countries, the next in the three countries, and the third year in other countries (as per mashwara). The gatherings (جوڑ) of responsible brothers from various countries at Nizamuddin once in two years were started due to the illness of Mawlana In'am al-Hasan Sahib. This is now no	۳۔ ممالک میں کام کرنے والے احباب کا اس ماحول میں آکر وقت لگاتے رہنا بہت اہم ہے۔ اس کے لئے یہ ترتیب طے ہوئی تھی کہ ممالک کے احباب ایک سال اپنے ملک میں، دوسرے سال ہندوپاک و بنگلہ دیش میں اور تیسرے سال دیگر ممالک میں اپنا سالانہ وقت لگایا کریں۔ ہر دو سال بعد ممالک کے ذمہ دار احباب کی بستی نظام الدین آمد حضرت مولانا انعام الحسن کی بیماری اور معذوری کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے بجائے اوپر ذکر کی گئی ترتیب پر ہی اس ماحول میں آکر وقت لگانا زیادہ مفید ہے۔

longer needed. Instead, it is more useful that the brothers spend their time in this environment according to the three-yearly program described above.	
4. In order to bring the work on correct and strong pattern, it should be tried that each masjid takes out the complete jamaat of their own masjid. The responsible brothers of various countries should send the *kowaif* of their jamaats to the Shura and the jamaats should be sent when the Shura agrees to it. The routes for these jamaats should be taken from the responsible brothers of the respective countries to which these jamaats are being sent.	۴۔ مسجد وار کام کو صحیح اور مضبوط رخ پر لانے کے لئے کوشش کی جائے کہ ہر مسجد سے مکمل جماعت نکلے۔ ممالک کے ذمہ دار احباب اپنے ہاں سے نکلنے والی جماعتوں کے کوائف شوریٰ کے پاس بھیجیں اور شوریٰ کی منظوری کے بعد جماعت بھیجی جائے اور ان جماعتوں کے رخوں کے سلسلہ میں متعلقہ ممالک کے ذمہ دار احباب سے رابطہ فرمایا کریں۔
5. When there is a need of immediate response to matters arising during the year, the responsible brothers should turn to the members of the Shura.	۵۔ دوران سال پیش آمدہ مسائل کے بروقت حل کے واسطے شوریٰ کے اکابر کی طرف رجوع کیا جائے۔
6. Similarly, the Shura should be contacted whenever there is a need to decide the dates for Itjimas and Jors in their countries.	۶۔ اسی طرح اپنے ممالک میں جوڑ یا اجتماعات کی تاریخوں کی تعیین کے لئے بھی شوریٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔
7. Likewise, for demanding the jamaats from India, Pakistan and Bangladesh to attend the country Jors and Ijtimas, the Shura should be contacted.	۷۔ جوڑ یا اجتماعات کے لئے ہند و پاک و بنگلہ دیش سے جماعتیں منگوانے کے سلسلہ میں بھی شوریٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔
In future, the letters regarding the matters arising in the countries should be addressed only to these elders and a copy should be sent to Raiwind.	آئندہ اپنے تمام امور کے سلسلہ میں سابقہ طے شدہ ترتیب کے مطابق خطوط ان ہی حضرات کے نام بھیجے جائیں اور ان کی نقل رائے ونڈ بھیج دیں۔
May Allah grant us the best guidance in all the matters and accept these efforts as means for the guidance of the entire Ummah.. Aameen.	اللہ سبحانہ وتعالیٰ جملہ امور میں ہماری بہترین رہبری فرمائیں اور پوری امت کے لئے ان مساعی کو رشد وہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔
Signed by:	(دستخط شدہ)
1. Haji Muhammad Abdul Wahhab Sahib	۱۔ حاجی محمد عبد الوہاب صاحب
2. Mawlana Ibrahim Dewla Sahib	۲۔ مولانا ابراہیم دیولا صاحب
3. Mawlana Muhammad Yaqub Sahib	۳۔ مولانا محمد یعقوب صاحب
4. Mawlana Ahmad Lat Sahib	۴۔ مولانا احمد لاٹ صاحب
5. Mawlana Zuhairul Hasan Sahib	۵۔ مولانا زہیر الحسن صاحب
6. Mawlana Nazrul Rahman Sahib	۶۔ نذر الرحمن صاحب
7. Mawlana Abdul Rahman Sahib	۷۔ مولانا عبد الرحمن صاحب
8. Mawlana Ubaidullah Khursheed Sahib	۸۔ مولانا عبید اللہ خورشید صاحب
9. Mawlana Ziaul Haq Sahib	۹۔ مولانا ضیاء الحق صاحب

বঙ্গানুবাদ

তারিখ: ৪ থেকে ১৩ নভেম্বর ২০১৬ ইং মোতাবেক ৩ থেকে ১২ সফর ১৪৩৮ হি.রাইবিন্ড ইজতিমায় শূরাদের ৯ জন আল্লাহর ফজলে উপস্থিত হন। পুরো উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে এই মেহনতের তরক্কি হয় এবং পুরো উম্মতকে আমলিভাবে এই মেহনতের উপর আনা যায় এই জন্য নিম্নবর্ণিত তরতিবকে উপকারী মনে করা হয়।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ. ও হযরত মাওলানা এনামুল হাসন রহ. এই কাজকে যে ভিত্তি আর মূলনীতির উপর উঠিয়েছিলেন এবং যার কারণে উম্মতের মধ্যে ঐক্য তৈরি হয়, ঐ ভিত্তির হেফাজত এবং ঐ কর্মপদ্ধতি ও মূলনীতিসমূহের অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশের জিম্মাদার সাথিদের পক্ষ থেকে তাদের সামনে আসা মাসায়েলকে স্পষ্ট করার তাগিদ এলে শূরা হযরতরা নিম্নবর্ণিত তারতিবকে জরুরি এবং উপকারী মনে করেন।

১. বিভিন্ন দেশের উমুর, মাসায়েল শুধু ঐ জায়গায়ই পেশ করতে হবে যেখানে শূরাদের অধিকাংশ উপস্থিত থাকেন। বর্তমান সেটি দুই জায়গা–টঙ্গী এবং রায়বেন্ডেই হচ্ছে।

২. শূরার কোনো এক সদস্যের প্রতি স্মরণাপন্ন না হয়ে পুরো শূরার প্রতি স্মরণাপন্ন হওয়া এবং শূরার সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের উপর ফায়সালা হওয়া।

৩. প্রত্যেক দেশের সাথিদের এই পরিবেশে এসে সময় দেয়া দরকার। আর এর জন্য এই তরতিব নির্ধারণ করা হয়েছে যে, সাথিরা এক বছর নিজ দেশে, এক বছর হিন্দুস্তান-পাকিস্তান-বাংলাদেশ এবং পরের বছর অন্য দেশে সময় লাগাবে।

হযরত মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব রহ. অসুস্থ হয়ে পড়লে উনার মাজুরির (অসুস্থতার) কারণে দুই বছর অন্তর অন্তর প্রত্যেক দেশ থেকে জিম্মাদার সাথিদের নিজামুদ্দীনে আসার যে তরতিব ছিল এখন আর তার প্রয়োজন নেই। তাই এর পরিবর্তে উপরে বর্ণিত নিয়মানুসারে নিজামুদ্দীনে সময় নিয়ে আসা অধিক উপকারী হবে।

৪. মসজিদওয়ার কাজ সঠিক নিয়মে আনার জন্য এভাবে চেষ্টা করতে হবে; যে, মসজিদ থেকে মুকাম্মাল জামাত বের হয়। প্রত্যেক জিম্মাদারদের

তাদের দেশ থেকে বের হওয়া জামাতের রোখের ব্যাপারে সম্পৃক্ত দেশের জিম্মাদারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

৫. বছরের মধ্যখানে কোনো মাসায়েলের তাৎক্ষণিক সমাধানের প্রয়োজন হলে প্রবীন শূরাদের স্মরণাপন্ন হতে হবে।

৬. এভাবে প্রত্যেক দেশের জোড় বা ইজতিমার তারিখ নির্ধারণের জন্য শূরাদের কাছে পেশ হতে হবে।

৭. জোড় বা ইজতিমায় ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জামাত নেয়ার ব্যাপারেও শূরাদের ফায়সালা অনুযায়ী করতে হবে।

ভবিষ্যতে নিজেদের সমস্ত বিষয়ে আগের সিদ্ধান্তকৃত তরতিব অনুযায়ী ঐ হযরতদের নামে চিঠি দিতে হবে এবং রাইবেন্ড মার্কাজে তার কপি পাঠিয়ে দিবে। সব বিষয়ে আল্লাহ আমাদের উত্তম রাহবারি করেন এবং সমস্ত উম্মতের জন্য এটিকে হেদায়েতের জরিয়া বানিয়ে দেন।

স্বাক্ষর

১. হাজি আ. ওয়াহ্হাব সাহেব,

২. মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা সাহেব

৩. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব

৪. মাওলানা আহমদ লাঠ সাহেব

৫. মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেব

৬. মাওলানা নাযরুল রহমান সাহেব

৭. মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব

৮. মাওলানা ওবাইদুল্লাহ খোরশেদ সাহেব

৯. মাওলানা জিয়াউল হক সাহেব।

এসব ফায়সালা থেকে বুঝা যায়–রাইবিন্ড ইজতিমা-২০১৬ এ তারা নিজামুদ্দীন এবং হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব থেকে সাথিদেরকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেছে। তাই যেসব বিষয় আগে নিজামুদ্দীনে ফায়সালা হতো এবং যেসব জোড় নিজামুদ্দীনে অনুষ্ঠিত হতো তা আর সেখানে না করার জন্য বলা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সমস্যা সমাধানে তারা হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব তথা নিজামুদ্দীন মার্কাজ থেকে সিদ্ধান্ত না নিয়ে তথাকথিত আলমি শূরাদের কাছে আসতে বলেছেন।

বিষয়টি পরিস্কার যে, পাকিস্তান ইজতিমা-২০১৬-এর এসব ফায়সালা নিজামুদ্দীন মার্কাজের খেলাফ। বরং সাথিদের সম্পর্ক নিজামুদ্দীন মার্কাজ থেকে পাকিস্তান বা তথাকথিত আলমি শূরার দিকে ধাবিত করার অপচেষ্টা মাত্র। হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের তথাকথিত বিতর্কিত বয়ান মূল বিষয় নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, সারা দুনিয়ার তাবলিগের মেহনতকে নিয়ন্ত্রণে নেয়া। কিন্তু তাদের এসব প্রস্তাব বা ফাঁদ সারা দুনিয়ার সাথিরা গ্রহণ করেনি। তাই আগের চেয়ে নিজামুদ্দীন মার্কাজে দেশ-বিদেশ থেকে বেশি সাথি আসা শুরু হয়েছে।

বঙ্গানুবাদ

রাইবিন্ড (পাকিস্তান) ইজতিমা-২০১৭-এর ফায়সালাসমূহ বিভিন্ন দেশের উমুরের ব্যাপারে শূরাদের ব্যাখ্যা (৫/১১/২০১৭ইং)

১. তালিম: মাওলানা ইউসুফ রহ. লিখেছেন, ইজতিমায়ী তালিমের মধ্যে শুধু যে কিতাবগুলো পড়া হবে তা হচ্ছে–শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ. কর্তৃক প্রণীত ফাজায়েলে আমাল থেকে হেকায়েতে সাহাবা, ফাজায়েলে কুরআন, ফাজায়েলে নামাজ, ফাজায়েলে তাবলিগ, ফাজায়েলে জিকির, ফাজায়েলে সা'দাকাত ১ম ও ২য় খণ্ড, রমজান ও হজ্বের মৌসুমে ফাজায়েলে রমজান ও হজ্ব এবং মাওলানা এহতেশামুল হাসান কান্ধলভী রহ. কর্তৃক লিখিত পত্রিকা ওয়াহেদ এলাজ। অন্যান্য ভাষায় এ কিতাবগুলোরই তরজমা হবে। আরব মেহমানদের তালিমের জন্য নিম্নবর্ণিত কিতাবসমূহ থাকবে–রিয়াদুস সালেহিন, মেশকাতুল মাসাবিহ-র আট অধ্যায়, হায়াতুস সাহাবা ও আল আদাবুল মুফরাদ।

২.ঘরে তালিম: রোজানা মসজিদের তালিম ছাড়া ঘরেও তালিমের হালকা বানানো। এতে মাস্তুরাতের আমলের শওক বাড়বে এবং তারা মাহরাম পুরুষদের দ্বারা উলামাকেরামের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করে ২৪ ঘন্টা দ্বীন মোতাবেক জীবন যাপন করার কোশেশ করবে। ঘরের তালিমে কখনও কখনও ছয় নাম্বারের মুজাকারা করা যাতে ঘরের প্রত্যেক সদস্যের দাওয়াতের মেজাজ তৈরি হয়।

৩.রোজানা মেহনত: ছোট ছোট জামাত বানিয়ে ঘর ঘর মুলাকাত করবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঈমান আখেরাতের কথা বুঝিয়ে, দাওয়াতের গুরুত্ব বুঝিয়ে

আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য তৈরি করা। নিজ মসজিদে দাওয়াতের যে কাজ হয় তাতে শরিক থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

৪. আল্লাহর রাস্তায় চলা অবস্থায় মসজিদে অবস্থানের তরতিব কী হবে?

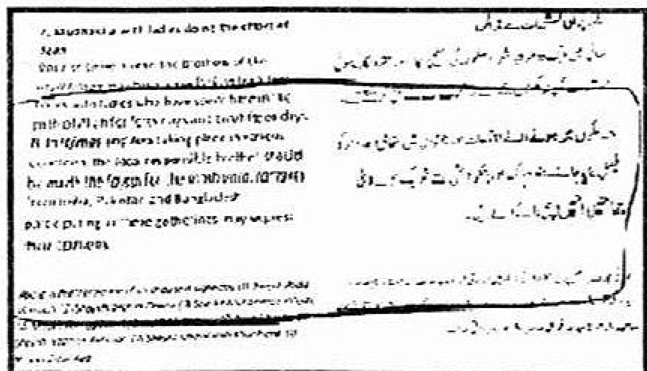
আগত জামাত ও মসজিদওয়ার জামাত মিলে মেহনতের তরতিব বানাবে। স্বাভাবিকভাবে এক মসজিদে তিন/চার দিনের বেশি অবস্থান করবে না।

৫. সাপ্তাহিক শবগুজারী: মসজিদসমূহের জামাতগুলো নিজেদের খানা-বিছানা সাথে নিয়ে আছর থেকে এশরাক পর্যন্ত অবস্থান করবে। যাদের পিছনে মেহনত হয়েছে তাদের সাথে নিয়ে আসবে এবং তাকাজা পুরো করার কোশেষ করবে।

৬.বিভিন্ন দেশের সালানা খুরুজের তরতিব: এক বছর নিজ দেশে, এক বছর হিন্দুস্তান-পাকিস্তান-বাংলাদেশে এবং এক বছর তাকাজার উপর লাগাবে।

৭. পুরাতন মাস্তুরাতদের সাথে মুজাকারা: বছরে এক-দুই বার শহর বা হালকা হিসেবে চল্লিশ দিন এবং দশ দিন লাগানো মাস্তুরাত মা-বোনদেরকে কয়েক ঘন্টার মুজাকারার জন্য জমা করা যেতে পারে।

৮.বিভিন্ন দেশের ইজতিমা এবং জোড়সমূহে স্থানীয় জিম্মাদার ফায়সাল থাকবেন। হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জামাতসমূহ তাদের কাছে নিজেদের রায় পেশ করবে।



২০১৭ সালের রাইবিন্ড ইজতিমার ফায়সালা লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রচলিত দাওয়াতের উসুলে আমুল পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেমন—

১ নম্বর ফায়সালায় তালিমের কিতাব থেকে মুন্তাখাব হাদিস বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ মুন্তাখাব হাদিস পুরো উম্মতের নেসাবভুক্ত বিভিন্ন কিতাবকে এক করেছে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ফাজায়েলে আমাল এবং ফাজায়েলে সা'দাকাত পড়া হয়। আরব দেশসমূহে রিয়াদুস সালেহীনসহ অন্যান্য কিতাব পড়া হয়। মুন্তাখাব হাদিস সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। তাই তাবলিগের সব সাথি এই কিতাব নেসাব হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ এই কিতাবকেই বাদ দেয়া হয়েছে।

২ নম্বর ফায়সালায় ঘরের তালিমে সূরা-কেরাতের মশক বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ এটি সাহাবাদের জিন্দেগি থেকে নেয়া। হযরত ওমর রা. ঘরে সুরা কেরাতের মশকের বদৌলতে দ্বীন পেয়েছেন। এমন শক্ত দলিল থাকা সত্ত্বেও তা বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ঘরে ছয় নম্বরের মোজাকারাকে হালকা করে দেখা হয়েছে।

৩ নম্বর ফয়সালায় মসজিদ আবাদির রোজানা মেহনতকে বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ এটি মসজিদে নববীর গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল।

৮ নম্বর ফয়সালায় নিজামুদ্দীনের হজরতের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। এতদিন ফায়সালা ছিল, যে কোনো দেশের জোড় বা ইজতিমায় তিন দেশের জামাত যাবে এবং নিজামুদ্দীনের জামাতের জিম্মাদার পুরো জামাতের অর্থাৎ তিন দেশের জামাতের জিম্মাদার থাকবে। সেখানে তারা ফায়সালা করেছে, বিভিন্ন দেশের ইজতিমা এবং জোড়সমূহে স্থানীয় জিম্মাদার ফায়সাল থাকবেন। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জামাতসমূহ তাদের কাছে নিজেদের রায় পেশ করবে।

এসব ফায়সালা দ্বারা স্পষ্ট যে, পাকিস্তানীরা নিজামুদ্দীন থেকে তাবলিগের কাজকে পাকিস্তান তথা আলমি শূরা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে। যদি তা না হয় তাহলে এসব উসুলের পরিবর্তনের উদ্দেশ্য কী? আমাদের দেশের পাকিস্তানপন্থী আলমি শূরার লোকজন বলছেন, আমরা নিজামুদ্দীনের এতেয়া'ত করি। অথচ তারা কী পাকিস্তানের এসব সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একবারও মুখ খুলেছেন যে, এসব প্রতিষ্ঠিত উসুলে কেন পরিবর্তন আনা হচ্ছে? বরং বাংলাদেশের যারা পাকিস্তান প্রেমিক তারা ২০১৬ সাল থেকে এতে মদদ ও সাহায্য দিয়ে আসছে। তারা হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের একক আমিরত্ব নষ্ট করে নিজেরা আমির বা জিম্মাদার হয়ে সারা দুনিয়ায় নেতৃত্ব দিতে চায়।

বাংলাদেশের শূরাদের পাকিস্তানী এই চক্রে আছেন–মাওলানা যুবায়ের সাহেব, মাওলানা রবিউল হক সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, মাওলানা ওমর ফারুক সাহেব। এছাড়াও আছেন মাওলানা আবু জাফর, মাওলানা দেলোয়ার, মাওলানা আব্দুল মতিন, মাওলানা নুরুর রহমান, মাওলানা আব্দুস সবুর, মাওলানা উবায়দুর রহমান প্রমুখ। সাধারণ সাথিদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ হান্নান, ইঞ্জিনিয়ার আনিস, ইঞ্জিনিয়ার মোশারারফ, ইঞ্জিনিয়ার শফি উদ্দিন মোল্লা, জনাব তাজুল ইসলাম ও ইয়াহিয়াসহ আরো কিছু সাথি।

বাংলাদেশে সেপ্টেম্বর ২০১৭ এর ত্রি-মাসিক মাশোয়ারায় তাদের এই নতুন ধারণা প্রবর্তনের চেষ্টা চালায় । উল্লেখ্য যে তরজমায় ভুল করা হয়েছে। যেমন–হজরতজি এনামুল হাসান সাহেব ১৯৯৫ সালে ইন্তেকাল করেন অথচ বলা হয়েছে তিনি ২০১৫ সালে শূরা বানিয়েছেন। এটি কীভাবে সম্ভব? তারপরও তাদের বক্তব্য হচ্ছে এখন থেকে তাবলিগ আলমি শূরার মাধ্যমে চলবে।

ভারত থেকে পাকিস্তানে মার্কাজ স্থানান্তরের অপচেষ্টা

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ সাহেবের যুগ থেকেই পাকিস্তানীদের তাবলিগ জামাতের উপর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলে আসছে। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় তাবলিগের আলমি মার্কাজ নিজামুদ্দীন থেকে রাইবেন্ড স্থানান্তরের ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতারা পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু হজরত হুসাইন আহমদ মাদানি রহ., হজরত আবদুল কাদের রায়পুরী রহ. ও শাইখ যাকারিয়া রহ. এর সম্মিলিত সিদ্ধান্তে বিশ্ব মার্কাজ নিজামুদ্দীনই রয়ে যায়।

হজরতজি মাওলানা এনামুল হাসান সাহেবের সময়ও মার্কাজ পাকিস্তানে স্থানান্তরের চেষ্টার কমতি ছিল না। ওনার ইন্তেকালের পর সে চেষ্টা আরো জোরদার হয়। কিন্তু আলি মিয়া নদবি প্রমুখ বুজুর্গদের প্রচেষ্টায় পুনরায় তা ব্যর্থ হয়। এরপরও তারা সুযোগ খুঁজতে থাকে। তিন জনের জামাতে ফাটল সৃষ্টি করতে অনেক চেষ্টা করা হয়। মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেবের মৃত্যুর পর বাকি দুই হজরতের সময়ও ওনাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওনাদের ইখলাসের কারণে তারা এগুতে পারেনি। সর্বশেষ ২০১৪ সালে মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেবের মৃত্যুর পর যখন হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব অনেকটা একা হয়ে পড়েন তখন এটিকেই তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপযুক্ত সময় মনে করে মাঠে নামেন।

হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের এমারতির (আমির হওয়া) মোকাবিলায় পাকিস্তানভিত্তিক তথাকথিত আলমি শূরা খাড়া করা হয় যা বিশ্বের শূরাদের নিকট কখনই গ্রহণযোগ্য হয়নি বরং আলমি শূরার এ প্রস্তাবটি ভারত-বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ার তাবলিগের কাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে চলেছে। এ ছাড়াও তথাকথিত আলমি শূরা বাস্তবায়নের জন্য দেওবন্দ কর্তৃক হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের বয়ানাতের ভুলত্রুটি ধরে তার এমারতিকে ঠেক দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তাদের এ চেষ্টা সফল হবে না। সারা দুনিয়ার তাবলিগের জিম্মাদারগণ আবারও জানিয়েছেন নিজামুদ্দীনই আমাদের মার্কাজ এবং হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবই আমাদের আমির ও জিম্মাদার।

সূত্রঃ উম্মত এক ও নেক হোক ॥ শেখ আহমদ কামাল দৈনিক যুগান্তর ॥ ১৯ জানুয়ারি ২০১৮ ॥ প্রিন্ট সংস্করণ

তাদের এসব অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তাবলিগের বিশ্ব মার্কাজ বা কেন্দ্রকে সর্তক করেছেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা। উনাদেরই একজন সৈয়দ আলি হাসান আলি হুসাইন নদভি। যিনি বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী, বিশ্ব সমাদৃত বহুগ্রন্থ প্রণেতা, ভারতের নদওয়াতুল উলামা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, রাবেতা আল ইসলামের অন্যতম সম্মানিত সদস্য, তাবলিগ জামাতের অকৃতিম বন্ধু। তিনি লিখেন–

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

আবুল হাসান আলী আল হাসাইনি আন নদভি
নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ভারত

হযরত নিজামুদ্দীনের তাবলিগ মার্কাজের শূরারা,

আল্লাহ আপনাদেরকে এক করে দেন এবং আপনাদের দীলকে মহব্বত দিয়ে জুড়ে দেন। আল্লাহ আপনাদের দিয়ে ঐ সমস্ত কাজ করান যা আল্লাহ চান এবং কবুল করেন।

আসসলামু আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহ।

দাওয়াত ও তাবলিগের চেষ্টা-প্রচেষ্টার যে গুরুত্ব এবং বড়ত্ব দীলের মধ্যে আছে এবং এই কাজের যে অনুগ্রহ নিজের উপর আছে আর এই কাজের এই যুগে, ইসলামী বিশ্বে যে গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহর কাছে এবং মানুষের কাছে লাভ করেছে এবং এর যে সুফল এবং বরকত দৃশ্যমান এবং অভিজ্ঞতা

এসেছে এর ভিত্তিতে অত্যন্ত পেরেশানীর অবস্থায় আছি। তবে আল্লাহর সাহায্যেই অত্যন্ত আদবের সাথে দুইটি কথা ইচ্ছাপূর্বক লিখছি।

১. প্রথমত এই, হজরতজি রহ. মৃত্যুর সময় যে শূরা বানিয়েছিলেন তাকে এক ও নিষ্কন্টকভাবে বিদ্যমান রাখা উচিত। চাই এর জন্য যত মূল্যই দিতে হয়। বর্তমান অবস্থায় সমস্ত দুনিয়ার বন্ধু ও দুশমনের দৃষ্টি আপনাদের দিকেই আছে। মহব্বত করণেওয়ালারা এবং তার সাথে একনিষ্ঠ কাজ করণেওয়ালারা এটিই চান যে, বিন্দু পরিমানে এই শূরার ভিতর ফাটল না ধরে এবং দুশমনদের খুশি হওয়ার সুযোগ না হয়। শয়তানও তাকিয়ে আছে এবং হিংসুটে আর প্রতিদ্বন্দ্বীরাও এটির ভিতর ফাটল ধরানোর আশা পোষণ করছে এবং মহব্বত করণেওয়ালারা এবং একনিষ্ঠভাবে কাজ করণেওয়ালারা দোয়া করছেন যে, যেন এই একত্বতা ও সহযোগিতা বিদ্যমান থাকুক।

২. দ্বিতীয়ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে, অভিজ্ঞতার আলোকে এবং সমস্ত দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানার কারণে অত্যন্ত একনিষ্ঠ ভরসার সাথে বলছি যে, এখন আমির বা শূরার ব্যাপারে যে ফায়সালা হবে তা দিল্লী বা নিজামুদ্দীন মার্কাজের মধ্যেই হবে। এর জন্য কখনই যেন পাকিস্তান না যাওয়া হয় এবং পাকিস্তানে এই বিষয়ে অর্থাৎ আমির বা শূরার বিষয় নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়।

আমি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, কিছুটা রাজনীতি এবং ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞান রাখনেওয়ালা ব্যক্তি হিসেবে লিখছি–পাকিস্তানকে জড়িয়ে কোনো কাজ করলে শুধু হিন্দুস্থানেই না, তাবলিগের কাজ পুরো দুনিয়াতেই বন্ধ হয়ে যাবে। এটি পাকিস্তানের একটি আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক স্বার্থ উদ্ধার করা হবে। সর্বোপরি বাংলাওয়ালী মসজিদে আল্লাহর যে সাহায্য এবং আধ্যাত্মিক উপকারিতা রয়েছে তা কোথাও পাওয়া যাবে না। এই দুইটি কথা এবং বাস্তবভিত্তিক পার্থক্য একান্ত আমার অপরাগতা, দ্বীনি জিম্মাদারী এবং পুরানো সম্পর্কের কারণে দায়িত্ব মনে করে লিখছি। অদৃশ্যের খবর আল্লাহ জানেন।

মুখলিস একনিষ্ঠ দোয়া করণেওয়ালা
আবুল হাসান আলি নদভি

উৎস: আলি মিয়া সাহেব কী খুতুত॥ ফরিদ বুক ডিপো। দিল্লী। পৃষ্ঠা-৩৭৭(এ)।

মূল উর্দু চিঠি

377-A

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ابو الحسن علی الحسنی الندوی
Abul Hasan Ali Nadwi

ندوۃ العلماء
لکھنؤ

حضرات ارکان شوریٰ جماعت تبلیغ مرکز نظام الدین۔ جمیع ملک کے مخلصین و داعیان کرام و منتظمین کرام جہاں کہیں بھی ہوں

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تبلیغی دعوت اور جدوجہد کی جو اہمیت و ضرورت اس وقت ہے اور اس کے جو اثرات اس وقت ظاہر ہو رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس سے تمام عالم اسلام میں جو مقبولیت ماشاء اللہ و بفضلہ تعالیٰ حاصل ہے اور اس کے جو اثرات و برکات نہیں رہے وہ مجربہ ہیں اس کی بنا پر کچھ اختلافات ضرور ہیں لیکن توفیق الٰہی سے بہت سے اسباب کے ساتھ وہ اس کو دور کرنے پر اختلافات و انتشار کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔

(۱) ایک تو یہ کہ پر شفقت بزرگوں اور ایثار و قربانی کرنے والے ارکان شوریٰ اور ذمہ داران جماعت میں کا انتخاب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر جو وحدت و اتفاق قائم رکھی جا سکی اس کی عملی شکل ہے تو کوئی چیز ہے۔ اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں محسن و المعاون سب کی اس پر لگی ہوئی ہیں۔ محبین و مخلصین یہی چاہتے ہیں کہ اس دعوت میں اور ایسی رفتار پر آگے بڑھے اور شماتت اعداء کا کوئی موقع نہ دے۔ شیطان یہی چاہتا ہے اور حاسدین و معاندین کی کوشش اسی کی ہے اور اس رفتار پر چلے اور محبین و مخلصین کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وفاق و اتحاد قائم رکھے

(۲) دوسری اہم بات یہ ہے جو تجربہ و بصیرت حالات سے واقفیت اور پورے غور و احتیاط کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ اب امارت یا وفاق کے بارے میں جو فیصلہ کیا جائے وہ بھی اور مرکز نظام الدین ہی میں ہو اس کے لئے پاکستان کا سفر نہ کریں اور نہ وہاں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ اور تنظیم ہو۔ ایک تجربہ کار اور قریبی سیاسی حالات پر نظر رکھنے والے انسان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ پاکستان میں ہوا تو سارے عالم میں یہ کام منتقل ہو جائے گا وہاں وہ ایک پاکستانی تحریک قرار پائے گی اور وہاں اس سے سیاسی اور علاقائی فوائد حاصل کئے جائیں گے اور پھر بنگلہ والی مسجد میں جو اللہ کی نصرت و رحمت ہے وہ کہیں نہیں ملے گی۔

یہ دونوں باتیں اور حقائق نہایت ضروری ہیں اور اپنا دینی فریضہ اور قدیم تعلق کا تقاضہ سمجھ کر لکھی جا رہی ہیں۔ والغیب عند اللہ تعالیٰ۔

مخلص دعاگو

ابو الحسن علی ندوی

ব্যক্তি পূজা না বরং আমিরকে মেনে চলা ওয়াজিব

ইসলাম ব্যক্তি পূজা সমর্থন করে না। মেনে চলার জন্যই একজনকে এতেয়াত করা হয় তাকে পূজা করার জন্য না। যেমন- জামাতের নামাজে ইমামকে অনুসরণ করা তাকে পূজা করা না। একইভাবে জামাতে বের হলে জামাতের আমিরকে মেনে চলা ব্যক্তি পূজা না। বরং যে ব্যক্তি ইমামকে মেনে চলবে তার নামাজ হয়ে যাবে আর যেমানবে না তার নামাজ হবে না। একইভাবে আমিরকে যে মানবে তার এছলাহ্ হবে আর যে মানবে না তার এসলাহ্ হবে না।

কুরআনুল করীমের সূরা নেছা এর ৫৯নং আয়াতে রয়েছে: "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল এবং আমিরকে মেনে চলো।" আমিরকে মেনে চলার ব্যাপারে মুন্তাখাব হাদিসের দাওয়াত ও তাবলিগ অংশের ১৬৬ থেকে ১৭৭ নং হাদিসসমূহ দেখা যেতে পারে। কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

১৬৬. হযরত উম্মে হোসাইন রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি তোমাদের উপর কোন নাক কান কাটা গোলামকেও আমির নিযুক্ত করা হয়, যে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার কিতাবের মাধ্যমে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার হুকুম মোতাবেক চালায় তোমরা তাহার কথা শুনিও এবং মানিও। মুসলিম শরিফ

১৬৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস এরশাদ করেছেন, আমিরে কথা শুনিতে ও মানতে থাক, যদিও তোমাদের উপর এমন হাবশী গোলামকেই আমির নিযুক্ত করা হউক না কেন, যাহার মাথা দেখতে কিসমিসের মতো (ছোট) হয়। বোখারি শরিফ

১৬৮. হযরত ওয়ায়েল হাযরামী রাযি. হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আমিরদের কথা শুন এবং মান। কেননা তাহাদের জিম্মাদারী (যেমন ইনসাফ করা) সম্পর্কে তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আর তোমাদের জিম্মাদারী (যেমন আমিরের কথা মানা) সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। (অতএব প্রত্যেকে নিজ নিজ জিম্মাদারী আদায় করার মধ্যে লাগিয়া থাকিবে চাই অন্যেরা আদায় করুক বা না করুক)। মুসলিম শরিফ

১৬৯. হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তায়ালার এবাদত কর, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। আর আল্লাহ তায়ালা যাহাদেরকে তোমাদের কাজের ব্যাপারে জিম্মাদার নিযুক্ত করিয়াছেন

তাহাদেরকে মানিয়া চল। আর আমিরের সহিত তাহার দায়িত্বের ব্যাপারে ঝগড়া করিও না। যদিও আমির কালো গোলামই হয়। আর তোমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন রাযি.দের তরীকাকে মজবুতভাবে আকঁড়াইয়া ধর এবং হক ও সত্যকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক। (মুসতাদরাকে হাকেম)

১৭১. হযরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল সে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করিল। আর যে আমার নাফরমানী করিল সে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিল। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীরের আনুগত্য করিল সে আমার আনুগত্য করিল। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমিরের নাফরমানী করিল সে আমার নাফরমানী করিল। (ইবনে মাজা)

১৭২. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন আমিরের মধ্যে অপছন্দনীয় কোন বিষয় দেখে তাহার ঐ বিষয়ে সবর করা উচিত। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত অর্থাৎ সংঘবদ্ধ জীবন হতে এক বিঘৎ পরিমাণও পৃথক হলো (এবং তওবা করা ব্যতীত) ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল, সে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করিল। মুসলিম শরিফ

১৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমিরের কথা শুনা ও মানা মুসলামানদের উপর ওয়াজিব। পছন্দ হউক বা অপছন্দ হউক। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর হুকুম দেওয়া হইলে আনুগত্য জায়েয নাই। অতএব যদি কোন গুনাহের কাজ করার হুকুম দেওয়া হয় তবে উহা শুনা ও মানার দায়িত্ব তাহার উপর নাই। হলো মুসনাদে আহমাদ

ইসলামে এতেয়া'ত বা মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমিরকে মেনে চললে রসুল সা. কে মানা হবে আর রসুল সা. কে মানলে আল্লাহতায়ালাকে মানা হবে আর সে সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে আমিরকে না মানলে শয়তানকে মানা হবে আর শয়তানকে মানলে সে কখনই রসুল সা. ও আল্লাহতায়ালাকে মানতে পারবে না, ফলে তার ধ্বংস অনিবার্য। শয়তান 'মুয়াল্লেমুল মালাইকা' অর্থাৎ ফেরেশতাদের শিক্ষক ছিল এবং তার এবাদত ছিল কল্পনাতীত কিন্তু শুধু এতেয়া'ত না করার কারণে চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হয়েছে। হযরত মাওলানা ইলিয়াছ রহ., হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ., হযরত মাওলানা এনামুল হাসান রহ. কে যে আমির হিসেবে মানা হয়েছে, সেটা কি ব্যক্তি পূজা হবে?

এক নজরে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব কান্ধলভি

সম্প্রতি তাবলিগ জামাতের ইজতিমায় অংশগ্রহণের জন্য হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব বাংলাদেশে এসে অংশগ্রহণ না করে ফিরে যাওয়াকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ও বিশ্ব মিডিয়ায় তিনি আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। মানুষ ওনাকে একজন তাবলিগের মুরব্বি হিসেবে জানলেও উনার পারিবারিক ঐতিহ্য, বর্ণাঢ্য শিক্ষা ও কর্মময় জীবন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না। সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও পাঠকের কৌতুহল সামনে রেখে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব কান্ধলভির সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হলো।

জন্ম ও পরিবার

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৮৫ হিজরিতে দিল্লীর নিজামুদ্দীন মার্কাজে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীর নিজামুদ্দীন মারকাজ তাবলিগের প্রতিষ্ঠাতা হজরত ইলিয়াছ রহ.এর পৈতৃক ভিটায় বড় হয়েছেন। উনার বংশধররা এখনও দিল্লী মার্কাজে বসবাস করছেন। হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব কান্ধলভি হজরত ইলিয়াস রহ. এর বংশধর। উনার পিতা হজরত মাওলানা হারুন সাহেব কান্ধলভি রহ. ছিলেন হজরত ইউসুফ রহ.-এর একমাত্র ছেলে। হজরতজি ইউসুফ রহ. ছিলেন হজরত ইলিয়াস রহ.এর ছেলে।

হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব কান্ধলভি বংশ পরম্পরায় ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর সাথে মিলিত হয়েছে। এই জন্য তাদের সিদ্দিকীও বলা হয়। ভারতের উত্তর প্রদেশের কান্ধলা জেলার দিকে সম্পৃক্ত করে ওনাদের কান্ধলভি বলা হয়। হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব কান্ধলভির পূর্ব পুরুষরা এই জেলায় বসবাস করতেন। উনারা ছিলেন কান্ধলার অন্যতম ধনাঢ্য মুসলিম পরিবার।

হজরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর পিতা মাওলানা ইসমাইল কান্ধলভি রহ. দিল্লীর নিজামুদ্দীনে এসে বসবাস শুরু করেন। ওনার হাতেই এই এলাকা আবাদ হয়েছে বলে জানা যায়। সাধারণ মানুষের হৃদয়ে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা ইসমাইল কান্ধলভির ভূমিকা অপরিসীম। এই জন্য নিজামুদ্দীনে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব ও উনার পরিবারের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। কান্ধলা থেকে দিল্লীতে বসবাস শুরু করলেও হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব ও ওনার পরিবার এখনও কান্ধলার বিপুল পরিমাণ ভূ-সম্পত্তির মালিক।

পূত-পবিত্র বংশধারা

মাওলানা সা'দ এর বংশ পরিচয় অতি স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ৩৫তম বংশধর হযরত মাওলানা ইলিয়াছ রহ.। আর হজরত মাওলানা সা'দ ৩৮তম বংশধর। নিম্নে হযরত আবুবকর সিদ্দিক রা. থেকে পর্যায় ক্রমে বংশ তালিকা উল্লেখ করা হলো–

1 Sayydina Abu Bakar Ash Shiddiq
2 Muhammad
3 Qasim
4 Abdurrahman
5 Abdullah
6 Muhammad
7. Qasim.
8 Nadhr.
9 Qasim.
10 Husain.
11 Sa'ad.
12 Umawiyah.
13 Abdullah.
14 Muhammad.
15 Abdullah.
16 Abu Ja'far Muhammad.
17 'Iwadh.
18 Fakhruddin.
19 Umar/Abu Hafsh/Qadhi Dhiyauddin.
20 Imam Haji Muhammad Mudzakkir.
21 Imam Tajuddin Mudzakkir.
22 Qadhi Karimuddin Mudzakkir.
23 Syeikh Muhammad
24 Qadhi Bahauddin.
25 Nur Muhammad Arif Baban Syah.
26 Maulana Jamal Muhammad Syah
27 Maulana Muhammad Asyraf.
"28 Maulana Hakim Muhammad Syarif."

29 Faidh Muhammad	29 Hakim Abd Qadir
30 Hakim Muhammad Sayid	30 Hakim Quthbuddin
31 Ghulam Muhyiddin	31 Maulana Hakim
32 Karim Bakhsy	32 Muhammad Syeikhul Islam.
33 Ghulam Husain	33 Abul Hasan Bakhsy
34 Maulana Muhammad Ismail	34 Muzhoffar Husain
35. Maulana Muhammad Ilyas	
36. Maulana Muhammad Yusuf	
37. Maulana Muhammad Harun	
38. Maulana Muhammad Sa'ad	

এখানে উল্লেখ্য যে, ইলিয়াছ রহ. এর পিতা ইসমাইল রহ.-এর বিবাহ হয়েছিল ২৮তম বংশধর মাওলানা হাকিম মুহাম্মদ শরিফ সাহেবের বংশের মেয়ের সাথে। শুধু তাই নয়, উক্ত বংশের বিবাহ সব সময়ই নিজেদের বংশধরদের মধ্যেই হয়ে এসেছে। যেহেতু আবু বকর সিদ্দিক রা. কুরাইশ ছিলেন সেহেতু হজরত মাওলানা সা'দ কুরাইশ। আর এটি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে,

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. থেকে উক্ত বংশের বিবাহ-শাদী যেহেতু নিজেদের মধ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে সেহেতু উক্ত বংশ ধারা অত্যন্ত পূত-পবিত্র।

শিক্ষা ও শৈশব

হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব কান্ধলভি দিল্লীর নিজামুদ্দীনেই বেড়ে উঠেছেন। উনার লেখাপড়াও এখানেই। বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ সৈয়দ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. এর কাছে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের হাতেখড়ি হয়। উনি ওনাকে মসজিদে নববীর রওজাতুম-মিন রিয়াজিল জান্নাতে বসে প্রথম পাঠদান করেন। নিজামুদ্দীন মার্কাজে অবস্থিত কাশিফুল উলুম মাদ্রাসায় তিনি ১৯৮৭ সালে তাকমিল সম্পন্ন করেন। ছাত্র জীবনে ওনার সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন মাওলানা ইজহারুল হাসান রহ.। ওনার শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন–মাওলানা ইনামুল হাসান রহ., মাওলানা উবায়দুল্লাহ বলিয়াভি রহ., মাওলানা ইলিয়াস বারাবানকি, মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা, মাওলানা মুঈন রহ., মাওলানা আহমদ গুদরা রহ., মাওলানা সাব্বির রহ. প্রমুখ।

কর্মময় জীবন

হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব কান্ধলভি লেখাপড়া শেষ করে নিজামুদ্দীনের কাশিফুল উলুমে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সুনানে আবু দাউদ ও হেকায়াতুস সাহাবা পড়াচ্ছেন। এ ছাড়াও তিনি নিজামুদ্দীন মার্কাজের নানা দায়িত্ব পালন শেষে এখন তিনি আমির হিসেবে তাবলিগের খেদমত করছেন।

বিয়ে ও পরিবার

১৯৯০ হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব কান্ধলভি ভারতের বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাজাহিরুল উলুম, সাহরানপুরের প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমানের মেয়েকে বিয়ে করেন। দাম্পত্য জীবনে তিনি ৩ ছেলে ও ২ মেয়ের পিতা। ওনার বড় দুই ছেলে কাশিফুল উলুম থেকে তাকমিল সম্পন্ন করেছেন এবং ছোট ছেলে এখনও অধ্যয়নরত।

আধ্যাত্মিক সাধনা ও খেলাফত লাভ প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব কান্ধলভি আধ্যাত্মিক সাধনায়ও আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দুইজন মহান ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে খেলাফত লাভ করেন। ওনারা হলেন, সৈয়দ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. ও মুফতি ইফতিখারুল হাসান কান্ধলভি। তিনি মাত্র ১৯ বছর বয়সে খেলাফত লাভ করেন।

এ ছাড়া তিনি মাওলানা ইনামুল হাসান রহ., মাওলানা সৈয়দ আহমদ খান মক্কি রহ., মাওলানা উবায়দুল্লাহ বলিয়াভি, হাজি আবদুল ওয়াহাব, মুফতি যাইনুল আবিদিন প্রমুখের সান্নিধ্য লাভ করেন।

বৈশ্বিক তাবলিগের নেতৃত্বে

শৈশব থেকেই উনি তাবলিগের কাজে মেহনত করছেন। তাবলিগের কাজে ওনার শ্রম ও নিষ্ঠার কারণেই হজরত ইনামুল হাসান রহ. ১০ সদস্যের শূরা কমিটির অন্তর্ভুক্ত করেন এবং অনেক প্রবীণ ও বিজ্ঞ লোকের উপস্থিতিতে উনাকে ৩ জন আমিরে ফায়সালের একজন মনোনীত করেন। ২০১৪ সালের মার্চে মাওলানা যুবাইরুল হাসান রহ.-এর ইন্তেকালের পর থেকে বর্তমানে তিনি তাবলিগ জামাতের একক বিশ্ব আমির।

হজরত মাওলানা সা'দ কি আলেম?

হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব আলেম নন-তিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি ইত্যাদি বিষয় রটানো হয়েছে এবং হচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো যেখানে বলা হচ্ছে হজরত মাওলানা সা'দ এর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই সেখানেই আবার বলা হচ্ছে তিনি মাওলানা ইব্রাহিম দেওলার ছাত্র এটা পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নয় কী? আর এটি সকলেরই জানা যে, মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা নিজামুদ্দীন মার্কাজ সংলগ্ন কাশিফুল উলুম মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন দাওরা হাদিস পড়িয়েছেন। সুতরাং মাওলানা সা'দের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই-এটি মিথ্যাচার বৈ কিছু না। সবার জ্ঞাতার্থে কিছু সত্য তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে যা হজরত মাওলানা সা'দ এর বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনাকারীগণও ভেবে দেখবেন বলে আশা রাখি।

হজরত মাওলানা সা'দ কাশিফুল উলুম মাদ্রাসা হতে ১৯৮৭ সালে তাকমিল (দাওরা হাদিস) সম্পন্ন করেন। ছাত্রজীবনে ওনার সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন মাওলানা ইজহারুল হাসান রহ.।

ওনার শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন, মাওলানা ইনামুল হাসান রহ., মাওলানা উবায়দুল্লাহ বলিয়াভি রহ., মাওলানা ইলিয়াস বারাবান কি, মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা, মাওলানা মুঈন রহ., মাওলানা আহমদ গুদরা রহ., মাওলানা সাব্বির রহ. প্রমুখ। হজরত মাওলানা সাদ কান্ধলভি সাহেব লেখাপড়া শেষ করে নিজামুদ্দীনের কাশিফুল উলুম মাদ্রাসাতেই শিক্ষকতা শুরু করেন। দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় ধরে তিনি উক্ত মাদ্রাসাতে সুনানে আবু দাউদ এবং গত দুই বছর যাবৎ বোখারি ছানিও পড়াচ্ছেন। এছাড়া দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি এশার নামাজের পর নিজামুদ্দীন মার্কাজে হায়াতুস সাহাবার পাঠদান করছেন। হজরত মাওলানা সা'দ-এর বংশসহ বিস্তারিত পরিচয় দেখা যেতে পারে।

কয়েকজন মুরুব্বি নিজামুদ্দীন থেকে বের হয়ে গেছেন, না-কি বের করে দেয়া হয়েছে?

বিভিন্ন জায়গায় রটানো হয়েছে যে, মাওলানা আহমদ লাট ও মাওলানা ইব্রাহিম দেওলাসহ অন্যান্যদের নিজামুদ্দীন থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উনারা নিজামুদ্দীনের উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে মার্কাজ হতে সেচ্ছায় বের হয়ে গেছেন। এ পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য কে বা কারা দায়ী তা বিবেচ্য বিষয়। মাওলানা আহমদ লাট ও মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা সাহেব সেচ্ছায় যে নিজামুদ্দীন থেকে বের হয়ে গেছেন Youtube-এ Why Mawlana Ahmed Lat left Nizamuddin সার্চ দিলে মাওলানা আহমদ লাট সাহেবের ভিডিও রেকর্ড পাওয়া যাবে।

মাদিনা শরিফ থেকে ৪৩ বছর পূর্বে হযরত মাওলানা সাঈদ আহমেদ খান সাহেব রহ. কর্তৃক মাওলানা আহমদ লাট ও মাওলানা ইব্রাহিম দেওলাসহ অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠি পড়লে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সাঈদ আহমাদ খান সাহেব এর চিঠি (চিঠি নং ১৪)

সম্মানিত শ্রদ্ধেয় জনাব মৌলভি আহমদ লাট সাহেব, মৌলভি ইব্রাহিম সাহেব, মৌলভি আশরাফ সাহেব, মৌলভি ইসমাঈল সাহেব, মৌলভি আব্দুর রহমান সাহেব, মাওলানা ওসমান সাহেব, মৌলভি ওসমান সাহেব (২য়)।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আশা করছি আপনারা স্বভাবসুলভ দাওয়াতের কাজে মশগুল আছেন। কেননা দাওয়াতই ঐ রহমত পূর্ণ কাজ যা মানুষের আমলকে বিগড়ে যাওয়া থেকে শুধরে দেয়। স্বভাব ও মেজাজ কখনো দুনিয়ার রঙে বিগড়ে যায় আবার কখনো দ্বীনের রঙে। অর্থাৎ কখনো দুনিয়াবী সুরতে আবার কখনো দ্বীনী সুরতে। যখন দ্বীনি সুরতে আমল বিগড়ে যায় তখন মানুষ বেশি ধোঁকার মধ্যে পড়ে। কেননা স্বভাব কখনো অন্তরের অনুগামী হয়। অর্থাৎ কখনো বাহ্যিক রূপ আর আসল রূপ মিলে যায়, আবার কখনো বিপরীতও হয়।

এজন্যই দাওয়াতের মাধ্যমে যাহের (প্রকাশ্য) ও বাতেন (গোপন) উভয় মেহনত শিখতে হবে। এই ময়দানে চলাচলকারীরা চলতি পথের যাবতীয় কঠিন ঘাঁটিসমূহ অতিক্রম করে থাকে। যেসব দুস্তর ঘাঁটি সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর পালনপুরি সাহেবের মতো হযরতরা বয়ান করে গেছেন। তা বিস্তারিতভাবে বলার সুযোগ নেই।

ঐ ঘাঁটিসমূহের মধ্যে একটি ঘাঁটি এটিও যে, পরস্পরের মতানৈক্য ও মতভেদ সামনে চলে আসা। ঠিক এই সময়েই শয়তান মামুরদের মাঝে আমির সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়। তখন ঐ আমিরের (দীক্ষা সুলভ) ধমকা-ধমকি যা মামুরদের জন্য ইসলাহ বা সংশোধণের কারণ ছিল তা শত্রুতার কারণে পরিণত হয়। যা কাজ থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা আমিরের উপর খারাপ ধারণা রাখা কঠিন অপরাধ এবং বড় গুনাহ।

ঐ হাদিসসমূহ উঠিয়ে পড়ুন যার মধ্যে আমিরের আনুগত্যের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং (হাদিসের ভাষ্যমতে) শেষ পর্যন্ত এটিই বুঝা যায় যে, প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট কুফরির আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আনুগত্য করা ওয়াজিব। হাদিসে كفرا بواحا অর্থাৎ "স্পষ্ট কুফুরি বাক্য" শব্দটি উল্লিখিত রয়েছে। (উক্ত হাদিসটি বুখারি শরিফের কিতাবুল ফিতানে বর্ণিত আছে) আমিরের আনুগত্যের এই আবশ্যকীয়তা এই জন্য যে, আমিরের আনুগত্য ছাড়া সম্মিলিত শক্তি তথা ঐক্য অসম্ভব। আর এই উম্মত ঐক্যবদ্ধ অবস্থাতেই শত্রুর উপর বিজয়ী হবে। আর যখন মতানৈক্য, দলাদলি ও বিভেদ সৃষ্টি হবে তখন হকের উপর বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেও শত্রুর উপর জয়লাভ করতে পারবে না। যার সাক্ষী হাদিসসমূহের মধ্যে এবং সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসের মধ্যে অগণিত পাওয়া যায়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, এই কাজের মধ্যে ব্যক্তিগত উন্নতি নিহিত আছে নিজের অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টিপাত করে আগ্রহ বাড়ানোর মাঝে। যদি স্বীয় অসম্পূর্ণতা দেখা থেকে নজর সরে যায় তাহলে উন্নতির দরজা বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি রাখাই বিনয়ের একটি বড় দরজা। আর যখন মানুষ বিনয়ের দূর্গে প্রবেশ করে অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে যায় তখন সে আল্লাহর রহমতের আঁচল ধরে ফেলে এবং আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে তার হিফাজত হতে থাকে।

তৃতীয় একটি জিনিস এই যে, নিজের একিনকে মাখলুকের সন্তুষ্টি ও ভয়ের ধারণা থেকে সরিয়ে আল্লাহ তা'আলার উঁচু জাতের সাথে বন্ধন সৃষ্টি করা। এমনকি আমিরের কাছ থেকে মনে মনে এতটুকুও আশা না করা যে, তিনি আমাদের আরাম দিবেন, আমাদের প্রয়োজন লক্ষ্য রাখবেন, আমাদের অবস্থার খোঁজ খবর নিবেন।

কেননা মাখলুকের কাছে প্রয়োজন নিয়ে যাঁওয়ার দ্বারা আল্লাহর দানের যে দরজা খাস বান্দাদের জন্য উন্মুক্ত থাকে তা আর খোলা থাকে না। সে দরজা

ততক্ষণই খোলা থাকে যতক্ষণ সবার থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে এবং সবার থেকে দৃষ্টি হটিয়ে নিজের খালেকের (আল্লাহর) দরজায় পড়ে থাকে। তার থেকেই নিজের প্রয়োজনসমূহ পুরো করা শিখতে হবে এবং যে অবস্থায় তিনি রাখবেন ঐ অবস্থা নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করবে। এই অবস্থা তখনই হবে যখন মানুষ আল্লাহর পথে চলবে।
যদি কেউ মাখলুকের দিকে চলে তাহলে তার হালতের মধ্যে খারাবি প্রাধান্য পাবে। অন্যথায় যদি খালেকমুখী থাকে তাহলে অপছন্দনীয় কিছু পরিস্থিতি প্রকাশ পেলেও তা কল্যাণের দিকে নেওয়ার জন্য এবং কল্যাণমুখী করার জন্যই (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে) এসে থাকে। এটি মূলত অকল্যাণ থেকে কল্যাণের দিকে দৃশ্যপট পাল্টে দিতে আসে। কুরআনে বর্ণিত 'হয়ত তারা প্রত্যাবর্তন করবে' আয়াতটি পড়ুন।
চতুর্থ কথা এই যে, শয়তানের একটি বড় চাল হলো, সে (নেক সুরতে ধোঁকা দিয়ে) দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ মেহনত থেকে সরিয়ে আংশিক মেহনতের দিকে নিয়ে যেতে চায়। এভাবে ফরজ ইবাদত থেকে সরিয়ে নফলের দিকে নিয়ে যায়। পাশাপাশি এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যদ্দরুণ ফরজের চেয়ে নফলের গুরুত্ব বেশি দিতে দেখা যায়। যার কারণে (শয়তানের জালে আটকে পড়া ব্যক্তি) সাধারণ উম্মত থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলে। এরপর উম্মতকে নিয়ে না সে নিজে চলতে পারে, আর না উম্মত তার সাথে মিলে চলতে পারে। তখন তার মাঝে বুজুর্গি ছুটে যাওয়ার গুণ প্রকাশ পায়। যেন তিনি এই উম্মতের মাঝে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন। আর উম্মত তার হাত থেকে ছুটে আবার শয়তানের কবলে পড়ে। তখন এই উম্মতের চোখে তার (উক্ত বুজুর্গের) অবস্থার অবনতি ধরা পড়ে। ফলে উম্মত তার দিকে আর ফিরে যায় না। বরং তার থেকে বেঁচে থাকাই নিজের সফলতা মনে করে।
এজন্য আসুন দোআ করি যেন, আল্লাহ তা'আলা এই কাজের আজমতের সাথে চলনেওয়ালা বানিয়ে দেন।

সালাম
সাঈদ আহমাদ খান, মদিনা মুনাওয়ারা
তারিখঃ ৫ই রামাযান মুবারাক ১৩৯৬ হিজরি

উৎসঃ সাঈদ খাঁন সাহেব পত্রাবলী: তাবলীগী কুতুবখান:পৃষ্ঠা-৩৮-৪০

সাঈদ আহমাদ খান রাহিমাহুল্লাহ-এর চিঠি থেকে অনেক প্রশ্নের জবাব

১। লেখক ও প্রেরকঃ মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান রাহিমাহুল্লাহ। যিনি মাদিনা মুনাওয়ারায় দাওয়াত ও তাবলিগের ১ম আমির ছিলেন। এখন মদিনার

জান্নাতুল বাকিতে বিশ্রামরত আছেন। দাওয়াত ও তাবলিগের ভবিষ্যত কেমন হবে, তখন তার কর্মী ও আমিরের দায়িত্ব কী হবে ইত্যাদি সম্পর্কে বহু বয়ান ও চিঠি তিনি লিখে গেছেন। তিনিই বলেছিলেন যে, এই কাজকে আল্লাহ তা'আলা জল-স্থল ছাপিয়ে মহাশূন্যেও নিয়ে যাবেন। এমনকি সমুদ্রের অতল গহ্বরেও এই মেহনতকে পৌঁছাবেন। যা আজ বাস্তবে রুপলাভ করেছে।

২। ওনার লিখিত চিঠিগুলোকে একত্রিত করে মোটা ৩টি ভলিয়ম বেরিয়েছে। বর্তমান চিঠিটি ৩য় খণ্ডে রয়েছে। সংকলক হলেন, মুফতি রওশন শাহ কাসেমী। বাংলায় এটি প্রকাশ করেছেন তাবলীগী লাইব্রেরী।

৩। চিঠিটি লেখা হয়েছে মদিনা মুনাওয়ারায়।

৪। **তারিখঃ** ৫ই রামাযান ১৩৯৬ হিজরি। অর্থাৎ আজ থেকে ৪৩ বছর আগে।

৫। **বিষয়বস্তুঃ** আমিরের আনুগত্যের উপকারিতা, বিরোধিতার ক্ষতি এবং আমিরের কঠোরতাকে ইছলাহের কারণ হিসেবে মেনে নেওয়ার জোর নির্দেশ।

৬। **কাদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন?** হ্যাঁ। এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিঠির শুরুতেই তিনি প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে সম্বোধন করেছেন। শুধুমাত্র এই কয় জনই আজ মার্কাজ ছেড়েছেন। বর্তমানে যারা মার্কাজে রয়ে গেছেন তারা সে সময়ও মার্কাজে থাকতেন। তাদের বরাবরে অনেক চিঠি লিখলেও এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি। মুরুব্বিদের কাছে এখনো শুনি, সাঈদ খান সাহেবের অধিকাংশ বয়ান ও চিঠি ছিল ইলহামি (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান)। তিনি যাদেরকে ৪৩ বছর আগে সতর্ক করেছেন তারাই ৪২ বছর পর মার্কাজ ছেড়েছেন।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, এতদিন এই চিঠি পাইনি। এখন এলো কোত্থেকে? দেখুন ভাই! আপনি খোঁজ নেননি। তাই পাননি। তবে এটি সাম্প্রতিক সময়ে ছাপানো কোনো কিতাব না। এই চিঠিটি যে খণ্ডে লিখিত আছে সেটি ছাপানো হয়েছে ১৪২৫ হিজরির রমজানে। অর্থাৎ আজ থেকে ১৩ বছর আগে। যখন সবাই মিলেমিশে মার্কাজেই ছিলেন।

৭। **শেষ কথাঃ** এই চিঠির খবর খুব ভালো করেই হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব জানতেন। কিন্তু সহকর্মীদের ব্যাপারে অভিযোগ না করে তিনি মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এতে এটিও প্রমাণিত হয় যে, একজন আমিরের জন্য প্রয়োজনীয় সকল গুণাবলীই ওনার মাঝে আছে। আল্লাহতা'আলা আমাদেরকে সত্য বুঝার তৌফিক দান করুন। আমিন।

ওলামা হযরত ও বড়রা কি সবাই নিজামুদ্দীন ছেড়ে চলে গেছেন?

হজরতজি সা'দ কান্ধলভি নাকি গুন্ডা বাহিনী দিয়ে নিজামুদ্দীন দখল করে নিয়েছেন। বড়রা নাকি নিজামুদ্দীন ছেড়ে চলে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। যেই আকাবির উলামারা মাশোয়ারা করে সা'দ সাহেবকে আমির বানিয়েছেন; আজ তাদেরকে গুন্ডা বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমাদের দেশের কিছু উলামায়েকেরাম হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরোধিতায় এত বানোয়াট তথ্য প্রচার করেছে যা শুনে সাথিদের মধ্যে অনেকেই ভীষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে। তাদের এই মিথ্যা কথার জবাব দেয়ার ভার আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া হলো। তবে কিছু তথ্য সকলের বিবেচনার জন্য তুলে ধরা হলো।

তাদের একটি নির্লজ্জ মিথ্যা হচ্ছে, 'আলমি মার্কাজ নিজামুদ্দীন সা'দ সাহেবের গুন্ডা বাহিনী কর্তৃক দখল হয়ে গেছে। ওখানকার বড়রা চলে গেছে।' যেন, একা সা'দ সাহেবই মার্কাজ দখল করে কাজ করছেন (নাউযুবিল্লাহ)। প্রকৃতপক্ষে হাজারো উলামা নিজামুদ্দীনের সাথে জুড়ে আছেন। ওনাদের সবার নাম লিখতে হলে অনেক সময় দরকার। এখানে ঐসব উলামাকেরাম ও বড়দের নাম দেয়া হলো যারা হজরতজি ইলিয়াস রহ. হতে শুরু করে হজরতজি সা'দ সাহেব পর্যন্ত সাথি হয়ে আছেন এবং বিশ্বব্যাপি দাওয়াতের কাজ পরিচালনায় সহায়তা করছেন।

১. হজরত মিয়াজি মাওলানা ফুল সাহেব হাফিযাহুল্লাহ (মেওয়াত)। হজরতজি ইলিয়াস রহ.-এর যামানা হতে কাজে লেগে আছেন এবং এখনো নিজামুদ্দীনের সাথে আছেন।

২. হজরত মিয়াজি আজমত সাহেব হাফিযাহুল্লাহ। হজরতজি ইউসুফ সাহেব রহ. হতে ৪০ রহ. বছরের মতো কাজে লেগে আছেন। ৪০ বারের বেশি ৪ মাস করে পায়েদল জামাতে আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগিয়েছেন।

৩. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব হাফিযাহুল্লাহ। যিনি হজরতজি ইউসুফ সাহেব রহ. সময় হতে মেহনতে লেগে আছেন। মাদারাসায়ে কাশিফুল উলুমে শিক্ষকতা করতেন।

৪. শায়েখ ইউসুফ সাহেব হাফিযাহুল্লাহ, শ্রীলংকা। ১৯৬২ হতে নিজামুদ্দীনে আছেন। আমানত রুমের জিম্মাদারি পালন করছেন। ১ সাল আল্লাহর রাস্তায়

লাগিয়ে মাদরাসায় পড়াশোনা শুরু করেন। পরে আলেম হয়ে ফারেগ হোন। আবার ৩ সাল আল্লাহর লাগান হজরতজি ইউসুফ সাহেব রহ. যামানাতে।

৫. মুফতি আব্দুল সাত্তার হাফিযাহুল্লাহ। হজরতজি ইউসুফ সাহেব রহ. হতে এখনো কাজ করে যাচ্ছেন। কাশিফুল উলুমে বড় কিতাব পড়াচ্ছেন।

৬. শায়েখ আলাউদ্দিন হাফিযাহুল্লাহ, মেওয়াত। হজরতজি ইউসুফ সাহেব রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

৭. শায়েখ ইলিয়াস বাড়াবাংকি হাফিযাহুল্লাহ। হজরতজি ইউসুফ সাহেব রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

৮. প্রফেসর আব্দুল আলিম হাফিযাহুল্লাহ। হজরতজি ইউসুফ সাহেব রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

৯. মাওলানা গাজাইল সাহেব হাফিযাহুল্লাহ। উনি শায়েখ আলী মিয়া নদভী রহ. খাছ শাগরিদ। ৪০ বছর ধরে মার্কাজে মুকিম। আরব খিমায় বয়ান করেন। হজরত এনামুল হাসান রহ. এর সাথি।

১০. মাওলানা শামসুর রহমান হাফিযাহুল্লাহ। হজরতজি এনামুল হাসান সাহেব রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

১১. মাওলানা আব্দুল হান্নান সাহেব হাফিযাহুল্লাহ (হজরতজি এনামুল হাসান সাহেব রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন)।

১২. শাইখুল হাদিস আব্দুর রশীদ হাফিযাহুল্লাহ। মাওলানা উবায়দুল্লাহ রহ. এর সন্তান। হজরতজি এনামুল হাসান সাহেব রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

১৩. মুফতি আব্দুর রহিম হাফিযাহুল্লাহ। হজরতজি এনামুল হাসান সাহেব রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

১৪. মাওলানা নাফিস সাহেব হাফিযাহুল্লাহ। হজরতজি এনামুল হাসান সাহেব রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

১৫. মাওলানা ইয়াকুব হাফিযাহুল্লাহ। বিশ্ববিখ্যাত আলেম ইউসুফ সালানি রহ.-এর সন্তান। হজরতজি এনামুল হাসান সাহেব রহ. হতে এখনো নিজামুদ্দীনে জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

১৬. মাওলানা জামশিদ হাফিযাহুল্লাহ। মার্কাজ নিজামুদ্দীনের মাশোয়ারায় জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

১৭. মুফতি শরিফ হাফিযাহুল্লাহ। মার্কাজ নিজামুদ্দীনের মাশোয়ারায় জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

১৮. মুফতি শওকত সাহেব হাফিযাহুল্লাহ। মার্কাজ নিজামুদ্দীনের মাশোয়ারায় কাজ করছেন।
১৯. মুফতি শামিম সাহেব হাফিযাহুল্লাহ। মার্কাজ নিজামুদ্দীনের মাশোয়ারায় জুড়ে কাজ করে যাচ্ছেন।
২০. মাওলানা যুবায়রুল হাসান সাহেব হাফিযাহুল্লাহ। মার্কাজ নিজামুদ্দীনের তাকাজা পুরো করছেন।
২১. মাওলানা আসা'দুল্লাহ সাহেব হাফিযাহুল্লাহ। মার্কাজ নিজামুদ্দীনের তাকাজায় কাজ করছেন।

আমরা মূলত বাংলাদেশে আহমদ লাট সাহেব ও শায়েখ ইব্রাহিম দেওলা সাহেবকে সব সময় আসতে দেখে ভেবে নিয়েছি যে, ওনারা ছাড়া আকাবির বড় হয়ত আর কেউ নেই। আসলে বিষয়টি এমন নয়। একেক দেশ বা প্রদেশে একেক আকাবিরদের পাঠানো হতো এবং সে কারণেই আমরা তাদের সঙ্গে বেশি পরিচিত। পরবর্তীতে হিন্দুস্থানের আরো প্রায় ১৩-১৫ হাজার উলামায়েকেরামের একটা তালিকা প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ ।
এরপরও কেউ যদি নিজামুদ্দীন মার্কাজ নিয়ে বানোয়াট তথ্য প্রদান করে তাহলে বুঝতে হবে তাদের উদ্দেশ্য তাবলিগ বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই না।

বাংলাদেশের ২০১৭ সালের ইজতিমায় মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.-এর আগমন

টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত ইজতিমায় হজরত মাওলানা সা'দ এর আগমন ঠেকানোর জন্য বাংলাদেশের উলামাদের একাংশ মাওলানা আহম্মদ শফি সাহেবের স্বাক্ষরে প্রধানমন্ত্রী বরাবর আবেদন করেন। কাকরাইলেও এ দাবীর স্বপক্ষে শূরা বরাবর চিঠি প্রেরণ করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তিনি বাংলাদেশে এলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে।

এরপরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহযোগিতায় মাওলানা সা'দ সাহেব ২০১৭ সালে টঙ্গী ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেন। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো অবনতি হয়নি যা সকলেই অবগত। তাবলিগের সাধারণ সাথি এমনকি উলামাদের মধ্যেও উনার বয়ান নিয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন হয়নি। তবে দুঃখজনক বিষয় হলো, টঙ্গী ইজতিমা-২০১৮ তে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব যাতে অংশগ্রহণ করতে না পারেন, এজন্য বাংলাদেশের উলামা কেরামের একাংশ উদ্দেশ্য মূলকভাবে অযৌক্তিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। জানা যায় যে, এতে কাকরাইলের আলেম শূরাদের একাংশের মদদ ছিল।

পুরানো সাথিদের পাঁচ দিনের জোড়

(১৭-২১ নভেম্বর-২০১৭)

প্রতি বছরের মতো এবারও পাঁচ দিনের জোড়ে অংশগ্রহণের জন্য ৬ জনের একটি জামাত নিজামুদ্দীন থেকে বাংলাদেশে আসে। উক্ত জামাতের সাথিগণ দীর্ঘ দিন যাবৎ নিজামুদ্দীন মার্কাজে জুড়ে থেকে কাজের সহি তরতিব সম্পর্কে ভালো মতো অবহিত। জামাতের জিম্মাদার ছিলেন মাওলানা শামীম সাহেব এবং অন্যান্য সাথিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ৯০ বছর উর্ধ্ব মিয়াজী আজমতউল্লাহ সাহেব। এই জামাত বাংলাদেশে প্রবেশের পর এয়ারপোর্ট থেকেই জামাতের সাথিদের নাজেহাল করা শুরু হয়। অথচ দুনিয়ার কোথাও ওনাদের বয়ান নিয়ে কোনো আপত্তি নেই, না বাংলাদেশ, না দেওবন্দ, না

পৃথিবীর অন্য কোথাও। নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে তখনকার ফায়সাল মাওলানা রবিউল হক সাহেব এবং ওনার সাথিরা টঙ্গী ময়দানে জামাতকে যেতে বাধা দেন। এমনকি তারা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকেও কাজে লাগান। পরবর্তীতে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুমোদন পেয়ে জামাতকে মাঠে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এটিকে ঠেকানোর জন্য অতি গোপনে ৫ দিনের জোড়কে ৪ দিনের মাথায় হঠাৎ দোয়ার মাধ্যমে শেষ করা হয় যা নজিরবিহীন। ফলে ৫ দিনের জোড়ে লক্ষ লক্ষ পুরানা সাথি রুহানী খোরাক থেকে বঞ্চিত হয়। জোরের বিস্তারিত কারগুজারী নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

মাওলানা যুবায়ের সাহেব, মাওলানা রবিউল হক সাহেব, মাওলানা ওমর ফারুক সাহেব পাকিস্তান ইজতিমা থেকে এসে বাংলাদেশে পাকিস্তানের ফায়সালাকৃত International Shura পদ্ধতি কায়েম করার পায়তারা করেন। তাই জোড়ের ২ দিন আগে নিজামুদ্দিনের ফায়সালা করা জামাতের প্রথম অংশ এয়ারপোর্ট পৌছালে প্রশাসনকে ব্যবহার করে ওনাদের ৪ ঘন্টা আটকিয়ে রাখা হয়। ২/১ জন শূরা ছাড়া তাদের সাথে কেউ সৌজন্য সাক্ষাত পর্যন্ত করেননি। মাওলানা শামীম সাহেব সাক্ষাৎ করতে মাওলানা যুবায়ের সাহেবের কামরায় গেলে তিনি কথা বললেও সাধারণ সৌজন্যতা দেখিয়ে বসতেও বলেননি। এই কথা বলে মাওলানা শামীম সাহেব খুবই দুঃখ প্রকাশ করেন।

তাবলিগের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কোনো জোড়, ইজতিমায় নিজামুদ্দীনের কোনো জামাত গেলে সেই জামাতের জিম্মাদারই ঐ জোড় বা ইজতিমার জিম্মাদার হয়ে থাকেন। সেই হিসেবে এই জোড়ের জিম্মাদার ছিলেন হযরত মাওলানা শামীম সাহেব। যিনি নিজামুদ্দীনের জামাতের জিম্মাদার। 'ওনারা মাঠে গেলে বিশৃঙ্খলা হবে' এই আওয়াজ তুলে প্রশাসনকে ব্যবহার করে ওনাদেরকে কাকরাইলে থাকতে বাধ্য করা হয়। উক্ত সময় মাওলানা রবিউল হক সাহেব ওনাদের ময়দানে নেয়ার ব্যবস্থা না করে জোড়ের মধ্যে জিম্মাদার হিসেবে ফায়সালা করে চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দেন। যার উদাহরণ বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল। প্রকৃতপক্ষে তিনি আলমি শূরার মতাদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ কাজ করেন। যে দেশে জোড় বা ইজতিমা হবে সেই দেশের আমির বা ফায়সালই ঐ জোড়ের ফায়সাল হবে-এটাই হলো আলমি শূরা বাস্তবায়নের কৌশল। এছাড়া তিনি নিজেও আমলি শূরার একজন।

সুতরাং তিনি এতদিন যে বলেছেন, নিজামুদ্দীনই আমাদের মার্কাজ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ এর দুইটি শাখা। এগুলো সবই ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই না।

নজম থেকে নিজামুদ্দীনের এতেয়াত করনেওয়ালাদের বের করে দেয়া

টঙ্গীর জোড় ২০১৭ উপলক্ষে নজমের সাথিরা বৃহস্পতিবার এবং আ'ম মজমা শুক্রবার সকালে ময়দানে পৌঁছতে শুরু করে। এবার জোড়ে নজমের একটি ব্যতিক্রম জামাত ছিল, বাংলাদেশের শূরার খেদমতের জামাত। যেখানে ৭ জন শূরা হযরতের খেদমতে ছিল ৮ কামরায় প্রায় ২০০-৩০০ সাথি অথচ তারা সকলে তিন চিল্লার সাথি বা মোনাসেব সাথিও ছিলেন না। আসলে তাদের রাখা হয়েছিল বিশেষ কাজে–যাতে নিজামুদ্দীনের হযরতদের জামাত ময়দানে ঢুকতে না পারে।

এই সময় ঐ জামাতের সাথিরাও বিভিন্ন কামরায় জমা হতে শুরু করে। তারা মাশোয়ারার কামরাসহ বিদেশী খিমার প্রায় পুরোটিই দখল করে নেয়। ফলে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার সকালের মাশোয়ারায় সাথিরা নিজামুদ্দীনের বড়দের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে অপমানি হোন। মাশোয়ারার পরিবেশ দেখে মনে হয়েছিল বন্দুকের নল তাক করা হয়েছে। মাওলানা রবিউল হক সাহেব ১০ মিনিটে মধ্যে মাশোয়ারায় প্রতিদিনের আমল ফায়সালা করে ফেলেন । এসবের প্রতিবাদে ঢাকাসহ কয়েকটি জেলা আমলে অংশগ্রহণ করেনি এমনকি কারগুজারীও শোনায়নি। যদিও কয়েকবার মাইকে এসব জেলাকে কারগুজারী শুনানোর জন্য ডাকা হয়।

জুম্মার আগে বিনা অপরাধে উত্তরার মাওলানা আব্দুর রহমানকে প্রহার করে ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ, হাজি সেলিম, ডা. আজগরের নেতৃত্বাধীন বাহিনী। এরপর দীর্ঘ সময় আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তার উপর চলে মানসিক অত্যাচার। একই আচরণ করা হয় কবি নজরুল কলেজের ভাই আবু সাঈদ এর সঙ্গে। প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে বিছানায় কাতরিয়েছে পুরো জোড়ের সময় হাজি সেলিম গংদের তৈরি বন্দিশালায়। এমন আরো কয়েকটি ঘটনার কথা শোনা যায়।

জুম্মার পর শুরু হয় ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজের নেতৃত্বে সমস্ত নজম থেকে নিজামুদ্দীনের এতেয়াত করনেওয়ালাদের বের করার কার্যক্রম। দুপুরের খানা শেষ করেই বের হয়ে যেতে বলে নিজামুদ্দীনের হযরতদের পাহারা ও

গেইটের পাহারার জামাতের সাথিদের। গ্রহণ করা হয়নি নজমের জামাতের ১০ সাথিকেও। যার তালিকা মাশোয়ারার খাতায় আছে।
নজমের জামাত থেকে বাদ দেয়া হয় ইঞ্জিনিয়ার রওশন মনিকে। এভাবে প্রত্যেক জামাত থেকে নিজামুদ্দীনের এতেয়াত করনেওয়ালা সাথিদের বাদ দেয়া হয়। অথচ এগুলো সবই ছিল কাকরাইলের ফায়সালাকৃত। যার প্রমাণ মাশোয়ারার খাতা থেকে পাওয়া যাবে।
বিদেশী খিমার ভিতরের ফটকের পাহারার জামাতের জিম্মাদার সরদার জাকিরকে ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ সাথে ইয়াহিয়াকে নিয়ে গিয়ে বলে, "তোমাকে পাহারার জামাতের জিম্মাদার বানিয়েছি। তুমি নিজামুদ্দীনের জামাতকে ভিতরে ঢুকতে দিবে না। তাদের আটকাবে।" সে অস্বীকৃতি জানিয়ে ময়দান থেকে চলে আসে।
নিজামুদ্দীনের হযরতদের ময়দানে আনার প্রচেষ্টায় এসব কিছুকে মেনে নিয়ে, বিনা বাক্যব্যয়ে নিজামুদ্দীনের এতেয়া'ত করনেওয়ালা সাথিরা নজম ছেড়ে যার যার এলাকার জামাতের কাছে চলে আসে। কিন্তু তারপরও উক্ত সাথিদের উপর চলতে থাকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি-ধমকি, প্রশাসনিক নির্যাতন। তাছাড়াও ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ ঢাকা শহরের বেশ কয়েক জন জিম্মাদার সাথিকে পুলিশে দেয়ার ব্যবস্থা করে।
"নিজামুদ্দীনের হযরতদের ময়দানে আসার সম্ভাবনা আর নেই"-এমন অবস্থার উপর সাথিরা ময়দান ছেড়ে নিঃশব্দে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এটি অবশ্য নিজামুদ্দীনের হযরতদের ফায়সালা ছিল। যা আমাদের শূরা, ফায়সাল ভাই নাসিম সাহেবের কণ্ঠে ২ দিন পর শুনতে পাওয়া যায়। এই সময় ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ, ইঞ্জি আনিস, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ, তাজুল, মোল্লা, হাজি সেলিম, ডা. শাহাবুদ্দিনসহ ঢাকা জেলার কিছু জিম্মাদার সাথীও ঢাকার সাথিদের আসতে বাধা দিতে থাকে। কোথাও কোথাও শক্তি প্রয়োগ করে ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ আর হাজি সেলিমের লোকজন। এসব বাধা অতিক্রম করে সাথিরা কাকরাইলে অবস্থানরত বড়দের সাথে মুলাকাত এবং মুসাফাহ করতে থাকে শনিবার থেকে। রবিবার সকালে প্রশাসনের লোকজন ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে কাকরাইল মসজিদে প্রবেশে বাধা দেয়া শুরু করে। বিকালে গেইট প্রায় বন্ধ করে দেয় এবং মসজিদে আমলেও বাধা দেয়। এমতাবস্থায়, মসজিদে আমল না করে মাশোয়ারার কামরায় মজমা

বানানো হয়। ভরা মজমায় কথা বলেন, মাওলানা শামীম সাহেব এবং ভাই নাসিম সাহেব। সেখানে জিম্মাদার সাথিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্য করার মতো। কারণ এর মধ্যেই ময়দান ছেড়ে চলে আসেন প্রফেসর আনোয়ার সাহেব। যিনি ছিলেন খাওয়াজদের জিম্মাদার। বিদেশী তাশকিলের পুরো জামাত। মিম্বরের পাহারার পুরো জামাত। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার অনেক জিম্মাদার সাথি এবং শূরা হযরতগণ। ফলে টঙ্গী ময়দানের জোড়ের মজমা জিম্মাদার সাথি শূন্য হয়ে কার্যত রবিবারই জোড় শেষ হয়ে যায়।

উলামা হযরতদের ধুয়ো তুলে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবসহ অন্যদের ব্যাপারে আপত্তির কথা বলা হয় ময়দানে সেই উলামা হযরতদেরও উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল না। বিদেশী মেহমানদের খেদমতের জিম্মাদার রেদোয়ান এলাহী ভাই জানান, "হাজি সেলিম আমাকে ১৫০০ উলামা হযরতের দুপুরে খাওয়ার ইন্তেজাম করার কথা বলে। আমি সে অনুযায়ী ইন্তেজাম করি। কিন্তু খানা খেয়েছে মাত্র ১৫০-এর মতো সাথি। এখন এত খাবার আমি কী করব?"

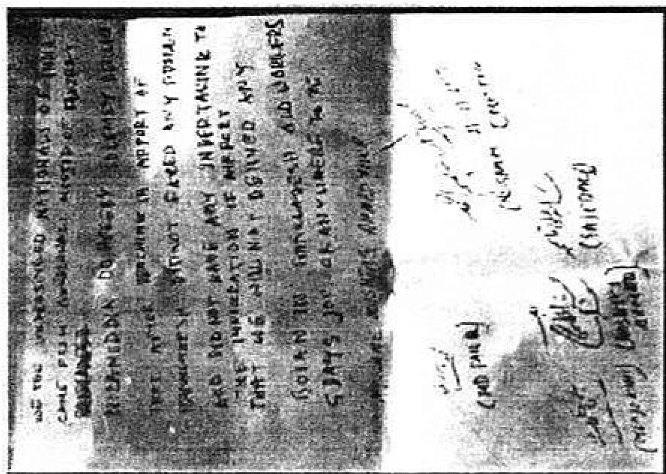
বড়দের ময়দানে নেয়া প্রসঙ্গ

প্রথম দিন থেকেই ময়দানে ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ এবং তার লোকজন ময়দানে কথা ছড়ায় যে, 'নিজামুদ্দীনের জামাত কথা বলবেন না'–এই আন্ডারটেকেন দিয়ে ওনারা বাংলাদেশে এসেছেন। বাস্তব কথা হলো, ওনাদের এই ধরনের কোনো অবস্থার সম্মুখীনই হতে হয়নি। যে কথা ওনারা কাকরাইলের প্রতিদিনের নিয়মিত মাশোয়ারায় স্পষ্ট বলেছেন। লিখিতও দিয়ে গেছেন।

বাংলা অনুবাদ

"আমরা নাম স্বাক্ষরকারী ভারতীয় নাগরিকরা বাংলাওয়ালী মসজিদ নিজামুদ্দীন থেকে আগত। স্বজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, বাংলাদেশের বিমান বন্দরে পৌছার পর আমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হইনি। এবং কোনো মুচলেকা এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশনকে দেইনি। এই মর্মে কোনো মুচলেকা দেইনি যে, বাংলাদেশের পুরোনোদের ৫ দিনের জোড় বা অন্য কোথাও বয়ান করব না।

স্বাক্ষর–মোস্তাক আহম্মদ ইউসুফ, মো ফারুক, মাওলানা শামীম, সাজিদ আলী, মিয়াজি আজমত এবং হাশিম আহম্মদ।"



অন্যদিকে জোড়ের শুরুতেই মজমাকে ধোঁকা দিয়ে বলা হয়, হযরতদের জামাতকে ময়দানে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে ওনারা যাতে ময়দানে আসতে না পারে সেজন্য চেষ্টা করা হচ্ছিল। তাই নিজামুদ্দীনের এতেয়া'ত করনেওয়ালা সাথি এবং ভাই ওয়াসিফ সাহেবের বিভিন্ন চেষ্টা ব্যর্থ হয়। যেমন সরকার সব শূরার ঐক্যমতের ভিত্তিতে উনাদের ময়দানে পাঠানোর এজাজত দিলে মাওলানা যুবায়ের সাহেব, মাওলানা রবিউল হক সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, মাওলানা ওমর ফারুক সাহেব তাতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

বরং যে ৭ শূরা তাতে স্বাক্ষর দিয়েছে ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজের নেতৃত্বে হাজি সেলিম, ডা. আজগর, ইয়াহিয়াসহ প্রায় ৩০ জন সাথি তাদের কাছে যেয়ে চাপ সৃষ্টি করে আগের স্বাক্ষর প্রতারণামূলক বলে জোর করে স্বাক্ষর নেয়। কেউ দিতে অস্বীকার করলে হুমকি, ধমকি দিয়ে অপমান করা হয়।

গত ১৭/১১/২০১৭ ইংরেজি তারিখ রাতে মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবের মাওলানা যুবায়ের সাহেব এবং জনাব ওয়াসিফ সাহেবকে নিয়ে একটি বৈঠকে বসার কথা ছিল । মাওলানা যুবায়ের সাহেব মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের মাধ্যমে জানান যে, শুধু ৩ জন বসলে হবে না ৫ উপদেষ্টা

বসতে হবে। এভাবে বৈঠকটি বাতিল করে দেয়া হয়। ফলে হযরতদের ময়দানে যাওয়ার সম্ভাবনা আরো কমে আসে। তারপরও হযরতরা ময়দানে যাওয়ার জন্য আশা ছাড়েন নি।

জোড়ের তৃতীয় দিন রাতে গাজীপুরের পুলিশ সুপার জনাব হারুন সাহেব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট থেকে নিজামুদ্দীনের মুরব্বিদেরকে দিয়ে টঙ্গীর ময়দানে বয়ান করানোর অনুমতি নেয়। সে মোতাবেক জোড়ের চতুর্থ দিন (সোমবার) নিজামুদ্দীনের হযরতরাও তৈরি হতে থাকেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ওনাদের ময়দানে নিয়ে বয়ান করানোর জন্য ব্যবস্থা করতে পুলিশকে নির্দেশ দেয়। একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে এবিষয়ে সমন্বয় করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এমতাবস্থায় ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ গং বাহিরের মাদ্রাসার কিছু ছাত্র-উস্তাদ এবং কাকরাইল মাদ্রাসার প্রায় ১৫০ জন ছাত্রের হাতে লাঠি দিয়ে গেটে দাঁড় করান যাতে প্রমাণ হয় যে, মেহমান আসলে হাঙ্গামা হবে। এক পর্যায়ে পুলিশ প্রশাসন মাওলানা যুবায়ের সাহেবকে মেহমানদের দ্বারা ময়দানে বয়ান করানোর জন্য চাপ দেয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মাওলানা যুবায়ের সাহেব নিজেই কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ করে চতুর্থ দিন আছর নামাজের পর দোয়া করে একদিন পূর্বেই জোড় শেষ করে দেয়।

উল্লেখ্য যে, হযরতজী হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব উক্ত সময় কয়েকবার ইঞ্জিনিয়ার রওশন মনিরের মোবাইলের মাধ্যমে মাওলানা যুবায়ের সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান। মাওলানা যুবায়ের বলেন যে, "আমি অসুস্থ কথা বলবো না।" হযরতজি হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব মাওলানা যুবায়েরের ছেলের সঙ্গে কথা বলতে চান। কিন্তু সেও ফোন রিসিভ করেনি।

তখন নিজামুদ্দীনের জামাতের কাছে উনি ফোন করে বলেন, 'মাওলানা যুবায়ের সাহেবকে বলো, কোনো অন্যায় হয়ে থাকলে মাফ করে দিতে এবং আমার ফোন রিসিভ করতে।' সে কথা জানানোর জন্য মাওলানা শামীম সাহেব কাকরাইল মসজিদ হতে মাওলানা যুবায়ের সাহেব এবং মাওলানা রবিউল হক সাহেবের সাথে বিভিন্ন মোবাইল নম্বর দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে মাওলানা রবিউল হক সাহেবের সাথে কথা হয়। তখন তিনি তার সাথে বিভিন্ন সফর আর বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ময়দানে যেতে চান। এই সময় মাওলানা রবিউল হক সাহেব আবারও বিশৃঙ্খলার কথা জানায়। তখন মাওলানা শামীম সাহেব বলেন, কিছু হবে না। সে সময় তিনি এও বলেন যে, আমাদের সাথে দেখা করলে না। খবরও

নিলে না। ময়দান থেকে কাকরাইল কত দূর? তুমি একবার এসে আমাদের দেখে গেলে না? শোনো! নিজামুদ্দীন থেকে যারা ছুটে গেছে তারা মেহনত থেকে দূরে চলে গেছে...... শোনো! আমরা ময়দানে আসছি। আমরা কোনো আমল করব না। শুধু বসে বসে জিকির করব। এভাবে প্রায় ১১ মিনিট কথা হয় মাওলানা রবিউল হক সাহেবের সাথে। এর কিছুক্ষণ পরেই খবর আসে, ময়দানে মাগরিবের পর দোয়া হবে। আবার খবর আসে আসরের পরেই দোয়া শেষ করে ৫ দিনের জোড় ৪ দিনেই শেষ করে দেয়া হয়।

এখন আমাদের সামনে প্রশ্ন, আমরা কি নিজামুদ্দীনের হযরতদের এতেয়া'তে তাবলিগ করব না-কি পাকিস্তানের তৈরি এবং পাকিস্তান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তথাকথিত আলমি শূরার এতেয়া'ত করব? তথাকথিত আলমি শূরা বাংলাদেশে কী তাবলিগ চালাবে? তার নমুনা এবারের জোড়ে পরিষ্কার হয়েছে।

সরকার কর্তৃক গঠিত প্রতিনিধি দলের ভারত সফরের কারগুজারি

গত ৫ দিনের জোড়ে নিজামুদ্দীনের জামাত বাংলাদেশ থেকে ফিরে যাওয়া এবং মিয়াজী আজমতউল্লাহ সাহেবের কান্না আমাদেরও কাঁদিয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের কাফেলার বাংলাদেশে আসা নির্বিঘ্ন করতে এবং ইজতিমা সফল করতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মেহনত করা হয়।

গত ২৯ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকাররে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বাসভবনে আলেম-উলামা ও কাকরাইলের মুরব্বিদের সমন্বিত বৈঠকে একটি প্রতিনিধি দল ভারত সফরের সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহফুজুল হক, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারার মুহাদ্দিস মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক, কাকরাইলের শূরার মুরব্বি মাওলানা যুবায়ের সাহেব, কাকরাইলের শূরা জনাব সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম ও ঢাকার সাভারের মাওলানা জিয়া বিন কাসেম। জামাতের আমির করা হয় মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক সাহেবকে।

দু'টি বিষয়কে সামনে রেখে প্রতিনিধি দলের ভারত সফর। বিষয় দুইটি হলো–

১। হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.-এর রুজু দারুল উলুম দেওবন্দ এর কাছে গ্রহণ হয়েছে কি-না? এই বিষয়ে তাহকিক বা তদন্ত রিপোর্ট।

২। আগামী জানুয়ারিতে টঙ্গীর বিশ্ব ইজতিমায় উভয় ধারার শীর্ষ মুরব্বিদের উপস্থিত থাকার মতো পরিবেশ তৈরি করা।

গত ২৪ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় সকাল ১০.১৫ মিনিটে প্রতিনিধি দল দিল্লীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করার কথা থাকলেও কিছু দেরিতে যাত্রা করেন। স্থানীয় সময় রাত সাড়ে এগারটায় দেওবন্দে পৌঁছেন। প্রতিনিধি দল দেওবন্দ পৌঁছানোর পরপরই দারুল উলুম দেওবন্দের দায়িত্বশীল শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকের কথা ছিল। কিন্তু সফরের ক্লান্তির দরুন তা হয়নি। বিশ্রামের পর ফজরের আগেই প্রতিনিধি দল দেওবন্দের মুহতামিম মুফতি আবুল কাসেম নোমানী এবং দেওবন্দের সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ মাদানির সাথে বৈঠকে বসেন। দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর প্রতিনিধি দল দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক (সদরুল মুদাররিসিন) মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরীসহ অন্যান্য শিক্ষকদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন।

প্রতিনিধি দলে কাকরাইল শূরার সদস্য জনাব সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব বলেন, আমরা সরাসরি দারুল উলুম দেওবন্দে যাই। ফজরের সময় দেওবন্দের মুহতামিম মুফতি আবুল কাসেম নোমানী ও সিনিয়র মুহাদ্দিস সাইয়েদ আরশাদ মাদানীর সঙ্গে বৈঠক হয়। সেখানে আমরা ওনাদের জিজ্ঞেস করি, হজরত মাওলানা সা'দ বাংলাদেশের টঙ্গী ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলে আপনাদের কোনো আপত্তি আছে কি? উনারা বলেন, আমরা এগুলোর পেছনে পড়তে চাই না। এটি একান্তই তাবলিগের দুই পক্ষের ব্যাপার। আমাদের কোনো অসুবিধা নেই এবং এ বিষয়ে কিছু বলতেও চাই না।

বৈঠকে দেওবন্দের মোহতামিম সাহেব ও আরশাদ মাদানী সাহেব বলেন যে, মুসা আ. এর বিষয়টি প্রকাশ্যে এলানি রুজু করলে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না।

মাওলানা সাদ এর বয়ান, বক্তৃতা ও দারুল উলুম দেওবন্দের ইতমিনান বা সন্তুষ্টির ব্যাপারে জানতে চাইলে উনারা বলেন, আমরা উনাকে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে এবং বয়ানে এলান (ঘোষণা) করতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি কোথাও কোনো এলান করেন নি। তাই আমরা ওনার উপর সন্তুষ্ট হতে পারছি না। ওনার পক্ষ থেকে কেউ কেউ কোনো কোনো বিষয়ে দলিল প্রমাণ দেয়া বা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছে। আমরা মনে করেছিলাম তিনি নিজেই বিষয়গুলো তাওজিহ বা স্পষ্ট করবেন অথবা বিষয়গুলো অস্বীকার করে রুজু করবেন।

সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব বলেন, আমি বললাম তিনি যদি কোনো মজমা বা সভা-সমাবেশে এসব বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করেন তাহলে কি আর

কোনো অসুবিধা থাকবে? দেওবন্দের দায়িত্বশীলরা বলেন, তিনি যদি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন তবে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। এসব বিষয়ে দেওবন্দ আমাদের প্রতিনিধি দলকে একটি লিখিত পত্র দেন।

সে প্রেক্ষিতে ২৫ ডিসেম্বর রাতেই বাংলাদেশের উক্ত জামাত নিজামুদ্দীন মার্কাজে পৌঁছে। সেখানে পৌঁছেই হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের সাথে দেখা করেন। ওনাকে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রস্তাব দেয়া হয়। উনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে দারুল উলুমের প্রস্তাব বাস্তবায়নে আগ্রহ দেখান। তাই ঐ দিনই এশার নামাজের পর হায়াতুস সাহাবার তালিমের পর ১০০০-১৫০০ জনের মজমায় (সেখানে ১০-১২ টি দেশের মেহমানও উপস্থিত ছিলেন) প্রকাশ্যে এলানি রুজু করেন। এবং এই বিষয়ে যারা উনার পক্ষে বিভিন্নভাবে লেখালেখি করছেন তাদের বিরত থাকতে বলেন। এই এলানী রুজুতে এই জামাত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

এই বিষয়ে প্রতিনিধি দলের সদস্য মুফতি জিয়া বিন কাশেম সাহেব বলেন, হায়াতুস সাহাবার পর রুজুনামা পেশ হয়। এতে আমরা সবাই এতমিনান হই। মাওলানা শওকত সাহেব আমাকে নিয়ে মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক সাহেব এবং মাওলানা মাহফুজ সাহেবের কামরায় গিয়ে ওনাদের সাথে দেখা করেন। ওনাদের জিজ্ঞেস করেন, এই রুজুতে ওনারা এতমিনান কি-না? হযরতরা রুজুতে এতমিনান হয়েছেন বলে জানান।

পরদিন জামাতটি গুজরাট অভিমুখে রওয়ানা হয়। গুজরাটে একটি মাদ্রাসার মেহমানখানায় নিজামুদ্দীন ছেড়ে যাওয়া মাওলানা ইব্রাহিম, মাওলানা ফারুক, ডক্টর সানাউল্লাহ, মাওলানা ইসমাইল গুজরাটি, হাকিম আবদুল মান্নান প্রমুখের সাথে দেখা হয়। সেখানে চলমান সংকট নিয়ে আলোচনা হয়। সাথে সাথে টঙ্গী ইজতিমাতে আসার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। ওনারা ইজতিমাতে আসার বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করেন। সাথে সাথে চলমান সমস্যা সৃষ্টি ও এর সমাধানের বিষয়ে যথেষ্ঠ আলোচনা হয়।

সেখান হতে জামাত আবার নিজামুদ্দীন মার্কাজে ফেরৎ আসে। হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.কে টঙ্গী ইজতিমায় আসার দাওয়াত দেয়া হয়। তিনি আন্তরিকতার সাথে দাওয়াত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, টঙ্গী ইজতিমার শুরুর দিন থেকে নিজামুদ্দীন হতে জামাত যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ এই বছরও যথানিয়মে যাবে। বিষয়টি তিনি লিখিত আকারেও দেন।

প্রতিনিধি দলটি ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ দেশে ফিরে আসে।

প্রতিনিধি দলের ভারত সফরের প্রতিবেদন

গত ২৯ অক্টোবর ২০১৭ইং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাস ভবনে মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে কাকরাইল মারকাযের শুরা সদস্যবৃন্দ, বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম ও সরকারের গুরুতপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে তাবলিগ জামাতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিরসনে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনার পর দুটি সিদ্ধান্ত হয়-

২ নং **সিদ্ধান্ত:** কাকরাইল মারকাজের শুরার পক্ষ থেকে দুইজন এবং ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে তিনজন মোট পাঁচজন ভারতে গমনপূর্বক মাও. মুহা. সাআদ ও নেযামুদ্দিনের অপর মুরুব্বিগণ-যারা নেযামুদ্দিন মারকায ত্যাগ করেছেন, যেমন-মাওলানা ইবরাহীম দেওলা, মাওলানা আহমদ লাট প্রমুখকে ২০১৮ সালের বিশ্ব ইজতেমায় দাওয়াত দিবেন এবং বিশ্ব ইজতেমায় উভয় গ্রুপ একত্রে আসবেন। এক গ্রুপ না আসলে অপর গ্রুপও আসতে পারবেন না মর্মে উভয় গ্রুপকে অবহিত করবেন।

দ্বিতীয়ত মাও. মুহা. সাআদ কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে ইতোপূর্বে যে সকল ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সে বিষয়ে মাও. মুহা. সাআদ সাহেব যে রুজ (ভুল স্বীকার) করেছেন, সে রুজু দেওবন্দ কর্তৃক গৃহিত হয়েছে কিনা মর্মে দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে নিশ্চিত হবেন।

উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা পাঁচ জন তথা-১. মাও. উবায়দুল্লাহ ফারুক ২. মাও. মুহাম্মদ যোবায়ের ৩. জনাব ওয়াসিফুল ইসলাম ৪. মাও. মাহফুজুল হক ৫. মাওলানা জিয়া বিন কাসিম গত ২৪/১২/১৭ ইং ভারত সফর করি। সফর শুরুর প্রাককালে আমরা পরামর্শের মাধ্যমে আমাদের জামাতের জিম্মাদার নির্ধারণ করি মাও. উবায়দুল্লাহ ফারুক সাহেবকে। ভারত পৌঁছে আমরা প্রথমে যাই দারুল উলুম দেওবন্দে।

২৫/১২/১৭ ইং ভোর ৬ টায় দারুল উলুম দেওবন্দের মোহতামিম হযরত মাও. আবুল কাসেম নোমানী এবং অন্যতম মুরুব্বি হযরত মাও. সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানী এর সাথে আমরা বৈঠকে মিলিত হই। বৈঠকে প্রথমেই আমাদের উপস্থিতির উদ্দেশ্য উপস্থাপন করেন প্রতিনিধি দলের জিম্মাদার মাও. উবায়দুল্লাহ ফারুক।

প্রতি উত্তরে শুরুতেই ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা বলেন হযরত মাও. সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানী। অতঃপর মূল বক্তব্য রাখেন মুহতামিম হযরত মাও. আবুল কাসেম নোমানী।

মুহতামিম সাহেব মৌখিকভাবে বিস্তারিত আলোচনার পর তার সার-সংক্ষেপ লিখিতভাবে আমাদেরকে প্রদান করেন, যার বিবরণ নিম্নরূপ–

মাও. মুহা. সাআদ সাহেব প্রদত্ত আহলুস্‌সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থি কতক অসতর্ক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ)-এর প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে দারুল উলুম দেওবন্দ দীনি দৃষ্টিকোণ থেকে নিজ বক্তব্য ও অবস্থান স্পষ্ট করেছিল (যা এখনো দেখা যেতে পারে)। দারুল উলুম দেওবন্দের সুস্পষ্ট বক্তব্য জনসম্মুখে আসার পর মাও. মুহা. সাআদ সাহেব স্বাক্ষরিত রুজুনামা (বক্তব্য ও মতামত প্রত্যাহারপত্র) দারুল উলুম কর্তৃপক্ষের হস্তগত হয়। কিন্তু প্রত্যাহারপত্র লাভের কিছুদিন পরই মাও. সাহেবের কতিপয় ভক্তবৃন্দ বিশেষত মাও. সাহেবের নিকটাত্মীয় ও মাযাহেরে উলুম সাহারানপুরের নাযেম মাও. সালমান সাহেবের পক্ষ থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের বক্তব্য খন্ডন করে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এবং তাদের খন্ডনমূলক বক্তব্যের এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

উপরন্তু মাও. মুহা. সাআদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল যে, আল্লাহর পয়গাম্বর হযরত মুসা (আ.) সম্পর্কে (ভুল) বক্তব্য যেভাবে তিনি সর্বসাধারণের মাহফিলে দিয়েছেন, তেমনিভাবে সর্বসাধারণের মাহফিলে তিনি এ বক্তব্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হলো মাও. মুহা. সাআদ সাহেবের পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের মাহফিলে এ জাতীয় প্রত্যাহারমূলক কোনো বক্তব্য সম্পর্কে আমরা এখনও অবগত হতে পারিনি।

সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দারুল উলুম কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ মূল্যায়ন হলো, মাও. মুহা. সাআদ সাহেব এবং তার মতাদর্শী ভক্তবৃন্দ নিজেদের পূর্বের বক্তব্যের (যার অসারতা ও ভ্রান্তি সম্পর্কে দারুল উলুম দেওবন্দ ইতোপূর্বেই দলিল ভিত্তিক বক্তব্য প্রকাশ করেছে) ওপর অটল অবিচল রয়েছেন বিধায় দারুল উলুম দেওবন্দও নিজ বক্তব্যের ওপরই দৃঢ় রয়েছে।

দারুল উলুম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার পর আমরা দিল্লি নেযামুদ্দিন মারকাজে আসি এবং ২৫/১২/১৭ ইং রাতে হযরত মাও. মুহা. সাআদ সাহেবের সাথে প্রথম দফা বৈঠকে মিলিত হই। পরে ২৮/১২/১৭ ইং তারিখ রাতে দ্বিতীয় দফা বৈঠক করি। উভয় বৈঠকে প্রতিনিধি দলের জিম্মাদার মাও. উবায়দুল্লাহ ফারুক মূল বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন, আমাদের আসার উদ্দেশ্য হলো আগামী ২০১৮ সালের বিশ্ব ইজতেমায় নেযামুদ্দিনের মুরুব্বিদের মধ্যে যে দুই গ্রুপ হয়েছে উভয় গ্রুপতে দাওয়াত দেওয়া এবং একথাও জানিয়ে দেওয়া যে, আসতে হলে উভয় গ্রুপ আসবে, অন্যথায় কেউ না আসা। এ বিষয়ে আমরা তার কাছে লিখিত বক্তব্যও চাই। সে প্রেক্ষিতে তিনি মৌখিকভাবে আলোচনা করেন এবং লিখিত বক্তব্যও দেন। যার বিবরণ নিম্নরূপ–'ওলামায়ে কেরাম ও কাকরাইলের শুরার সাথীবৃন্দের এক বরকতময় প্রতিনিধি দল টঙ্গী ইজতেমার দাওয়াত নিয়ে নেযামুদ্দিনে হাজির হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ শুরু থেকেই নেযামুদ্দিন থেকে টঙ্গী ইজতেমায় শরিক হওয়ার ধারাবাহিকতা চলে আসছে। সে ধারায় এ বছরও বান্দা টঙ্গী ইজতেমায় হাজির হবে ইনশাআল্লাহ।'

তাছাড়া প্রতিনিধি দল দেওবন্দ থেকে নিজামুদ্দিনে আসার পর মাওলানা মুহা. সা'আদ সাহেবের সাথে বৈঠকে দারুল উলূম দেওবন্দের বর্তমান অবস্থান ও মতামতও আলোচনায় আসে। সে প্রেক্ষিতে মাও. মুহা. সা'আদ সাহেব ঐ দিন তথা ২৫/১২/২০১৭ ইং বাদ ঈশা হায়াতুস সাহাবার আলোচনায় হযরত মূসা আ. এর বিষয়ে আমাদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যভাবে রুজুর ঘোষণা করেন এবং অন্যদেরকেও তাঈদ না করার কথা বলেন।

নেযামুদ্দিনের প্রথম দফা বৈঠকের পর ২৬/১২/২০১৭ ইং আমরা (প্রতিনিধি দল) গুজরাটে উপস্থিত হই এবং মাওলানা ইবরাহীম দেওলা ও মাওলানা আহমদ লাট প্রমুখদের সাথে বৈঠক করি। বৈঠকে প্রতিনিধি দলের জিম্মাদার মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক আমাদের আসার মূল উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে বলেন, আমাদের আসার উদ্দেশ্য হলো আগামী ২০১৮ সালের বিশ্ব ইজতেমায় নেযামুদ্দিনের মুরুব্বিদের মধ্যে যে দুই গ্রুপ হয়েছে উভয় গ্রুপকে দাওয়াত দেওয়া এবং এ কথাও জানিয়ে দেওয়া যে, আসতে হলে উভয় গ্রুপ আসবে, অন্যথায় কেউ না আসা। এ বিষয়ে আমরা তাদের কাছে লিখিত

বক্তব্যও চাই। সে প্রেক্ষিতে তারা মৌখিকভাবে আলোচনা করেন এবং লিখিত বক্তব্যও দেন। যার বিবরণ নিম্নরূপ–

‘এ বছর অনুষ্টিতব্য টঙ্গী ইজতেমায় আমাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে কথা হলো– আমাদের কাছে মনে হচ্ছে–আমাদের পারস্পরিক ঐকমত্য প্রতিষ্টিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের ইজতেমায় আমাদের অংশগ্রহণ সেখানকার কাজের জন্য কল্যাণকর কোনো ফলাফল বয়ে আনবে না। উপরন্তু এর দ্বারা সেখানকার মতানৈক্য ও ফেতনা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিধায় অনুষ্টিতব্য টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমায় অংশগ্রহণে আমরা অপারগতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সারা পৃথিবীর হেদায়েতের ওসীলা হিসাবে বিশ্ব ইজতেমাকে কবুল করে নিন। আমীন।’

অত:পর ২৯/১২/২০১৭ ইং প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে আসে।

স্বাক্ষর

১. মাও. উবায়দুল্লাহ ফারুক, ২. মাও. মুহাম্মদ যোবায়ের, ৩. জনাব ওয়াসিফুল ইমলাম, ৪. মাও. মাহফুজুল হক, ৫. মাওলানা জিয়া বিন কাসিম

(মূল চিঠি হুবাহু কম্পোজ করে দেওয়া হলো। কিছু বানান ভুল আছে। তা-ও ঠিক করা হয়নি।)

প্রতিনিধি দলের দেশে ফেরার পর ঘটনাপ্রবাহ

বাংলাদেশে ফেরার পর যাত্রাবাড়ীতে অবস্থিত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবের মাদ্রাসায় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় শূরা হযরতদের মধ্যে মাওলানা যুবায়ের সাহেবসহ মাওলানা ওমর ফারুক, মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন এবং মাওলানা রবিউল হক সাহেব হজরত মাওলানা সা'দ কান্ধলভী সাহেবের ইজতিমায় আসার ব্যাপারে আপত্তি জানান এবং বাকি ৬ জন শূরা ওনার ইজতিমায় আসার পক্ষে জোরালো মতামত দেন। তারপরও যাত্রাবাড়ীতে মাশোয়ারায় ফায়সালা হয় উনি বাংলাদেশে আসতে পারবেন না। এরপর সরকারই ওনাকে বাংলাদেশে আসার জন্য ভিসার ব্যবস্থা করেন। অপরদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশে ওনার আসার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লীর হাইকমিশনের Frist Secratary হতে নিশ্চিত হয়ে তিনি বাংলাদেশ আসেন। এখানে

উল্লেখ্য, হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে বাংলাদেশে আসার ব্যাপারে কোনো শূরার পক্ষ থেকে আলাদাভাবে দাওয়াত দেয়া বা টঙ্গী ইজতিমায় আনার ব্যাপারে কোনো প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি।

বাংলাদেশে আসার পূর্বে তিনি তার আসার ব্যাপারটি শূরাদের জানান। ফলে প্রতিবারের মতো এবারও উনার এস্তেকবালের জন্য মাশোয়ারা সাপেক্ষে দুই জন শূরা এয়ারপোর্টে যান। কিন্তু তিনি বাংলাদেশে আসার পর কওমি উলামাদের একাংশের বিরোধীতা বা প্রতিরোধের মুখে ওনাকে কাকরাইলে আনা হয়।

এহেন অবস্থায় সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় যে, পরিবেশ শান্ত হলে ওনাকে ইজতিমা ময়দানে নেয়া হবে। এ বিষয়ে ১১ জানুয়ারি ২০১৮ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মিটিং হয়। উক্ত মিটিং-এ হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে ইজতিমা ময়দানে নেয়ার পক্ষে কেবল ৬ জন শূরা যোগদান করেন। পক্ষান্তরে বিরোধীতাকারী আলেমসহ তারা প্রায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। গত ১০ জানুয়ারি রাতে ইজতিমার ময়দানে পরামর্শ হয় যে, ১১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে ইজতিমার ময়দানে নেয়ার জন্য মাঠে অবস্থানরত শূরার সাথিরা কাকরাইলে আসবেন। কিন্তু পরদিন সকালে খান শাহাবুদ্দিন নাসিম ও প্রফেসর ইউনুস শিকদার ছাড়া আর কেউই কাকরাইলে আসেন নি বা ইজতিমায় নেয়ার ব্যাপারে কোনো চেষ্টা করেন নি। এমনকি মাওলানা মোশাররফ সাহেব ছাড়া মাঠে অবস্থানরত শূরার সাথিরা কেউই হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেও আসেন নি। এদিকে ১২ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ কাকরাইলে বিভিন্ন দেশের শূরা এবং জিম্মাদার সাথিরা হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের নিকট জমা হন। সেখানে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের মাসায়েলের বিষয়ে ফায়সালা হয় এবং আগামী ইজতিমা ও জোড়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। এ সংক্রান্ত চিঠি সব জেলায় ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে।

টঙ্গী ইজতিমা-২০১৮-এ সংগঠিত কিছু অনাকাঙ্খিত ঘটনাবলী

❐ বাংলাদেশের শূরা খান শাহাবুদ্দিন নাসিমকে টঙ্গীর ময়দান থেকে কাকরাইল মসজিদে ফিরে আসতে বাধা প্রদান করা হয় এবং জোরপূর্বক আটকে রাখা হয়। এক পর্যায়ে মাদ্রাসার ছাত্ররা ওনাকে ঘিরে ফেলে এবং গাড়ি থেকে জোরপূর্বক নামিয়ে ওনার ইজতিমার ময়দানের কক্ষে প্রবেশ করানো হয়। পরবর্তীতে একই দিনে তিনি পুলিশ পাহারায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মিটিং এ যোগদান করেন। পুনরায় হয়রানির ভয়ে তিনি আর ইজতিমার ময়দানে যেতে পারেন নি।

❐ বিদেশী শূরা এবং মেহমানরা হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব-এর অবস্থান স্থল কাকরাইল মসজিদে আসতে চাইলে তাদেরকে আসতে বাধা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ইজতিমার ময়দানে তাদেরকে বিভিন্ন হয়রানিসহ ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। মাদ্রাসার ছাত্রদের দ্বারা গেট আটকে রাখা এবং পুলিশ তাদেরকে উদ্ধার করতে গেলে এমন মিথ্যা কথা বলা হয় যে, "বিদেশী মেহমান চলে গেছে"। নিজামুদ্দীনের একটি জামাতকে আন্তর্জাতিক শূরাদের ২০ নং কক্ষে আটকে রাখা হয়। পরবর্তীতে পুলিশের সহায়তায় রাত ২টায় তাদেরকে কাকরাইলে নিয়ে আসা হয়। জানা গেছে যে, বিদেশি মেহমানদের সাথে এ ধরনের আচরণে অনেকেই বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছেন যে, ভবিষ্যতে তারা আর টঙ্গী ইজতিমায় আসবেন না।

❐ ইজতিমার মাঠের ভিতরের ইন্তিজামের দীর্ঘদিনের জিম্মাদার ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মতিন সাহেবকে ইজতিমার ময়দান থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হয়।

❐ কাতারের প্রিন্স শেখ জাসেমের গাড়ির চাবি মাদ্রাসার ছাত্রদের দ্বারা সরিয়ে রেখে উনাকে কয়েক ঘন্টা হয়রানি করা হয়।

❐ গুলশানের মুরুব্বি মহিউদ্দিন সাহেবকে (চট্টগ্রাম) মাদ্রাসার ছাত্রদের দ্বারা হয়রানি করে ইজতিমার ময়দান থেকে বের করে দেয়া হয়।

❐ ইন্তিজামের জিম্মাদার মেজর জেনারেল (অব.) রফিক সাহেব মাদ্রাসার ছাত্রদের উগ্র কার্যকলাপের ভয়ে অনেক চেষ্টা করে ইজতিমার ময়দান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হোন।

❒ ইন্তিজামের দীর্ঘদিনের জিম্মাদার গিয়াসউদ্দিন সাহেবকে ১৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ ধাক্কা দিয়ে ফেলে লাঞ্ছিত করা হয়।

❒ বিদেশী মেহমানদের পাহারার জন্য কাকরাইলের সব শূরা হযরত কর্তৃক মাশোয়ারাকৃত পাহারার জামাতের জিম্মাদার সরদার জাকিরুল আলমের জামাতকে পাহারার ঘরে থাকতে এবং পাহারা দিতে দেওয়া হয়নি।

এসব ঘটনার পরও ইজতিমার ময়দানে অবস্থানকারী শূরার সাথিরা সেখান থেকে কোনো রকম বাধা বা প্রতিরোধ ছাড়াই স্বাচ্ছন্দে কাকরাইল মসজিদে প্রবেশ করেন। এরপর ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ মঙ্গলবার আসরের নামাজের সময় নিজামুদ্দীন ইত্তেবাকারী হযরতদের (খান শাহাবুদ্দিন নাসিম, প্র. ইউনুস শিকদার ও অন্যান্য সাথি) উপর কওমি উলামাদের একাংশ, বাইরের মাদ্রাসার ছাত্র এবং কাকরাইলসহ টঙ্গী-যাত্রাবাড়ীর কিছু সাথির হামলায় মাশোয়ারা ভন্ডুল হয়ে যায়। এক পর্যায়ে ঐদিনের ফয়সাল খান শাহাবুদ্দিন নাসিম সাহেবের হুইল চেয়ারে লাথি মারে এবং চুল ধরে টানার চেষ্টা করলে টুপি পড়ে যায়। ২৪ জানুয়ারি ২০১৮ বুধবার নিজামুদ্দীন ইত্তেবাকারী শূরাগণ অন্যান্য শূরাদের একত্রে মাশোয়ারায় বসার লিখিত ও মৌখিকভাবে অনুরোধ জানানো হলেও ওনারা মাশোয়ারায় বসেননি বরং আলাদাভাবে মাশোয়ারা করেন।

বিভিন্ন জেলায় ইজতিমা

টঙ্গী ইজতিমার পর বিভিন্ন জেলার ইজতিমা শুরু হয়। ইজতিমা শেষে ১ম সপ্তাহে চট্টগ্রাম, নাটোর, মৌলভীবাজার এবং বরিশাল জেলায় ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সপ্তাহে ইজতিমা হয় কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি, রংপুর জেলায়। এই সময়ে কাকরাইলের ফায়সাল ছিলেন যথাক্রমে জনাব খান শাহাবুদ্দিন নাসিম সাহেব এবং জনাব সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব। ইজতিমাগুলোতে ঐ সময়ের ফায়সালাকৃত জামাতকে উপেক্ষা করে মাওলানা যুবায়ের ও ওনার অনুসারীরা নিজেরা জামাত বানিয়ে বিভিন্ন ইজতিমায় শরিক হোন। এমনকি কাকরাইল থেকে ফায়সালাকৃত জামাতকে ইজতিমায় অংশগ্রহণে বাধা প্রদান এবং বিভিন্ন হয়রানিমূলক কাজ করা হয়। ফলে অনেক জামাত ফিরে আসতে বাধ্য হয়। কুষ্টিয়ায় ১-৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ অনুষ্ঠিত ইজতিমায় মাশোয়ারার মাধ্যমে প্রেরিত কাকরাইলের জামাতকে ফেরত পাঠানো হয় কিন্তু মাশোয়ারা ছাড়া মাওলানা যোবায়ের সাহেব নিজেই উক্ত ইজতিমায় শরিক হয়।

বিশিষ্ট শূরা কর্তৃক সত্যকে গোপন

মুমিন কাপুরুষ হতে পারে-কৃপণ হতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদী হতে পারে না (মুন্তাখাব হাদিস এর অহেতুক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা অংশের ৪০ নং হাদিস দ্রষ্টব্য)।

এ বিষয়টি সকলেই অবহিত যে, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল ২৪-২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ ভারত সফর করেন। উক্ত পাঁচ সদস্যের মধ্যে কাকরাইলের শূরা মাওলানা যুবায়ের অন্যতম। পাঁচ সদস্যের স্বাক্ষর বিশিষ্ট তিন পাতার প্রতিবেদন তাঁরা সরকারের নিকট লিখিত আকারে দাখিল করেন যা দলিল হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষিত আছে। পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলের সফর উপলক্ষে মাওলানা যুবায়ের সাহেব বিগত ১৯ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে টঙ্গী ময়দানে ইজতিমার দ্বিতীয় ধাপে ২৭ মিনিট ৩২ সেকেন্ডের বক্তব্যের এক পর্যায়ে যেসব বর্ণনা দেন তাতে নিম্নলিখিত অসত্যের অবতারণা করেন এবং সত্য গোপন করেন।

নং	প্রতিনিধি দলের তিন পাতার প্রতিবেদনের তথ্য	১৯.০১.১৮ তারিখে মাওলানা যুবায়ের কর্তৃক বিবৃত বিষয়	মন্তব্য
১.	হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব "সর্বসাধারণের মাহফিলে" রুজু করবেন।	হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব "লাখো মজমায়" রুজু করবেন।	সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে।
২.	হযরত হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব ২৫-১২-১৭ তারিখ বাদ এশা হায়াতুস সাহাবা পড়ার পর আলোচনায় প্রকাশ্যভাবে রুজু করেন।	রুজুর বিষয়টি একেবারেই উল্লেখ করেননি।	সত্য গোপন করা হয়েছে।
৩.	২০১৮ সালের বিশ্ব ইজতিমায় "উভয় গ্রুপ আসবে,অন্যথায় কেউ না আসা" উল্লেখ রয়েছে।	"উভয় গ্রুপের প্রতিনিধি আসবে" উল্লেখ করা হয়েছে।	অসত্য তথ্য। যা প্রতিবেদনে উল্লেখ নেই।

যিনি সত্যকে গোপন ও বিকৃত করতে পারেন তিনি কখনই শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারেন না। এখানে উল্লেখ্য যে, "উভয় গ্রুপের প্রতিনিধি আসবে" উল্লেখ তিনি এজন্য করেছেন যে, মাদ্রাসার ছাত্রদের লেলিয়ে দিয়ে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে ১৩.০১.২০১৮ তারিখ শনিবার বিতাড়ন করার পর নিজামুদ্দীন মার্কাজ মসজিদ ছেড়ে যাওয়া মাওলানা আহমদ লাট ও মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা গ্রুপের লোকজনকে তিনি দাওয়াত দেন (দাওয়াতনামা Our Islam-এর Website এ পাওয়া যাবে)। দাওয়াতনামা পেয়ে উক্ত গ্রুপের লোকজন যথারীতি টঙ্গী ইজতিমার দ্বিতীয় পর্বে (১৯-২১ জানুয়ারি ২০১৮) শরীক হন। এটিকে জায়েজ করার জন্য তিনি উক্তরূপ মিথ্যাচার করেন। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, মাওলানা জুবায়েরের ২৭ মিনিট ৩২ সেকেন্ডের বক্তব্য Youtube-এ Ijtema 2018-Special conference এ সার্চ দিলে পাওয়া যাবে।

নিজামুদ্দীন অমান্যকারী শূরাদের বিভ্রান্তিকর পত্রের জবাব

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ নিজামুদ্দীন অমান্যকারী বাংলাদেশী শূরাগণ সকল জেলা ও ঢাকা শহরের হালকার শূরা ও জিম্মাদার সাথিদের নিকট একটা বিভ্রান্তিকর চিঠি পাঠান। একদিন পরই ঐ চিঠিটির আরেকটি সংশোধনী পাঠান।। এর পরিপ্রেক্ষিতে নিজামুদ্দীন এতেয়াতকারী শূরাগণে পক্ষে উক্ত চিঠির জবাব দেন জনাব সৈয়দ ওয়াসিফ সাহেব। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

মোহতারামি ও মোকাররামি
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
আশাকরি আল্লাহর ফজলে খাইরিয়াত ও আফিয়াতে থেকে দ্বীনের মোবারক মেহনতে মশগুল আছেন এবং দোয়া ও রোনাজারীর মধ্যে আমাদেরকে শামিল করছেন।
আপনারা একমত হবেন যে, ইসলামের দুশমনদের চক্রান্ত সফল হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হলো-মুসলমানদেরকে মার্কাজ বা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা। আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগের মার্কাজ হলো নিজামুদ্দীন। এ মার্কাজ থেকে সাথি ভাইদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য বিভিন্ন অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যা আমাদের সরলমনা মুরুব্বি ও উলামায়ে কেরামগণের অনেকেই বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন না বলে আশংকা করছি। এরই জের ধরে নিজামুদ্দীনের হজরতগণের ফায়সালাকৃত উমুরগুলো অমান্য করা হচ্ছে।

আপনারা অবগত আছেন যে, গত ১২ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.-এর ফায়সালা করা 'উমুরে বাংলাদেশ' নামে একটা চিঠি আপনাদের কাছে পাঠানো হয়। যার মধ্যে ২০১৯ সালের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের ইজতিমার তারিখ এবং ২০১৮ সালের ৫ দিনের জোড়ের তারিখ উল্লেখ রয়েছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখ কাকরাইল থেকে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা. বা.-এর ফায়সালা করা তারিখের খেলাফ ভিন্ন তারিখ ঠিক করে আরেকটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠির বেশিরভাগ বিষয়বস্তু বিভ্রান্তিকর ও প্রশ্নবিদ্ধ- যা খোলাসা হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি।

১. আনীত অভিযোগ: টঙ্গীর ময়দানে সকল জেলা ও খিত্তার প্রতিনিধি সাথিদের উপস্থিতিতে আগামী ৫ দিনের জোড় ও টঙ্গী ইজতিমা ২০১৯-এর তারিখ তাজবিজ করা হলে উপস্থিত সকলেই তাতে সম্মতি দেন।

প্রকৃত তথ্য: হজরতজির ফায়সালাকৃত তারিখ পরিবর্তনের জন্য তখন বলা হয়েছে যে, সরকার জানতে চেয়েছে "ইজতিমার তারিখ পরিবর্তন করা সম্ভব কিনা?" এমন কথার বিপরীতে টঙ্গীর ময়দানে মাওলানা যোবায়ের সাহেব বলেছিলেন, "কাকরাইলে সকল শূরার উপস্থিতিতে আমরা ফায়সালা করব"। (যার অডিও রেকর্ড সংরক্ষিত আছে)। অথচ এধরনের কোনো মাশোয়ারা না করেই আপনাদের নিকট চিঠি পাঠানো হয়েছে।

২. আনীত অভিযোগ: চিঠিতে বলা হয়েছে যে, শুধু তিন জন শূরার উপস্থিতিতে 'উমুরে বাংলাদেশ' ফায়সালা করা হয়েছে।

প্রকৃত তথ্য: সেই মাশোয়ারার আগে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা. বা. চিঠি (সংযুক্ত) পাঠিয়ে সকল শূরা হজরতকে কাকরাইলে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু হজরত মাওলানা মোশাররফ হোসেন, সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব, খান সাহাবুদ্দিন নাসিম সাহেব ও প্রফেসর ইউনুস শিকদার সাহেব ছাড়া অন্য শূরাগণ উপস্থিত ছিলেন না (হজরত মাওলানা মুজাম্মিলুল হক ও শেখ নূর মোহাম্মদ সাহেব অসুস্থ থাকায় আসতে পারেননি)। ময়দানে থাকা অন্যান্য শূরাগণ হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.-কে টেলিফোন করে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার মতো সাধারণ সৌজন্যতাটুকুও দেখাননি। এমনকি মাওলানা যোবায়ের সাহেবের সাথে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. ফোনে কথা বলতে চাইলে, মাওলানা যোবায়ের তাতেও রাজী হোননি। আলোচ্য চিঠি পাঠানোর বিষয়ে বর্তমান

ফায়সাল হজরত মাওলানা ফারুক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নিজ জবানে বলেন যে, "এটি নিয়ে কোনো মাশোয়ারা হয়নি। আমাকে স্বাক্ষর দিতে বলা হলে আমি শুধু স্বাক্ষর দিই"।

৩. আনীত অভিযোগঃ চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে যে, সরকার তাকে [হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.] ভিসা দেয়নি বরং সরকারের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে চুপিসারে তাকে বাংলাদেশে আনা হয়। চিঠিতে আরো লেখা হয়েছে যে, তিনি TI (তাবলিগ ইজতিমা) ভিসার পরিবর্তে T (টুরিস্ট) ভিসায় বাংলাদেশে এসেছেন।

প্রকৃত তথ্যঃ সরকার ওনাকে ভিসা দেয়নি? তাহলে ওনাকে ভিসা দিল কে? কারণ ভিসা দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র সরকারেরই। আর ওনাকে বাংলাদেশে আসতে না দেয়ার ব্যাপারে কখনোই সরকারের এমন কোন সিদ্ধান্ত ছিল না। সকলেই অবগত যে, সরকারের অনুমতি ছাড়া এক দেশের নাগরিক অন্য দেশে যেতে পারেন না। হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.-এর মতো আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব টঙ্গী ইজতিমায় আগমনের বিষয় সরকার ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তাছাড়া সরকারের অজান্তে কোনোভাবেই কোনো ব্যক্তির বাংলাদেশে প্রবেশ সম্ভব না। কারণ সরকার কাউকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলে সকল এয়ারলাইন্সকে বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হয়। অতএব হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. যে কোনো বিমানবন্দর হতে, যে কোনো উড়োজাহাজেই আসার চেষ্টা করতেন, সেখানেই উনাকে নামিয়ে দেয়া হতো। তাছাড়া তিনি অবাঞ্ছিত হলে ওনাকে বিমানবন্দর থেকেই ফিরিয়ে দেয়া হতো। উনার ইমিগ্রেশনই হতো না। কাকরাইলেও আসতে দেয়া হতো না। প্রকৃত সত্য হলো, তিনি টঙ্গী যাবেন–এতে সরকারের সায়ই ছিল।

কিন্তু কিছু মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের লাঠিসোঁটা নিয়ে বিমানবন্দরের রাস্তায় মহড়া দেয়া এবং নিজামুদ্দীন অমান্যকারী তাবলিগের কিছু মুরুব্বি ও শূরার অপতৎপরতার কারণেই হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.-কে টঙ্গীর ময়দানে নেয়া সম্ভব হয়নি। যারা বলেন, সরকারকে ফাঁকি দিয়ে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. বাংলাদেশে এসেছেন বা তাঁকে আনা হয়েছে, তারা হয় ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যকে গোপণ করছেন অথবা সরকারের গোয়েন্দা সক্ষমতার বিষয়ে তাদের কোন ধারণাই নেই। প্রকৃতপক্ষে তিনি TI ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আসেন (ভিসার কপি সংযুক্ত)। উল্লেখ্য তাবলিগ জামাতে অংশগ্রহণকারী সাথিদেরকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে T-ও আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন কোলকাতা) TI ভিসা ইস্যু করা হয়।

৪. আনীত অভিযোগ: "তাকে টঙ্গী ইজতিমায় আনার ব্যাপারে একজন শূরা কাজ করেছেন"।

প্রকৃত তথ্য: বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইজতিমার পূর্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলকে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা., মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব এবং মাওলানা ইব্রাহিম দেউলা সাহেবকে দাওয়াত দিতে ভারতে পাঠানো হয়। প্রতিনিধি দলের দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. তা সেই দাওয়াত কবুল করেন ও এর স্বপক্ষে লিখিত বক্তব্য দেন, যা ভারত সফরকারী প্রতিনিধিদলের প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, "উলামায়ে কেরাম ও কাকরাইলের শূরার সাথিবৃন্দের এক বরকতময় প্রতিনিধি দল টঙ্গী ইজতিমার দাওয়াত নিয়ে নেযামুদ্দীনে হাজির হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ শুরু থেকেই নেযামুদ্দীন থেকে টঙ্গী ইজতিমায় শরীক হওয়ার ধারাবাহিকতা চলে আসছে। সে ধারায় এবছরও বান্দা টঙ্গী ইজতিমায় হাজির হবে ইনশাল্লাহ"।

অতএব হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. যে সরকারের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধিদলের দাওয়াতেই বাংলাদেশে এসেছেন-তা পরিষ্কার। আপনারা এটাও জানেন যে, মাওলানা যোবায়ের সাহেব ১৯.০১.২০১৮ তারিখ টঙ্গী ময়দানে জেলার সাথিদের সামনে বলেছিলেন, হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে ইস্তিকবাল করার জন্য দুইজন শূরাকে মাশোয়ারা সাপেক্ষে এয়ারপোর্টে পাঠানো হয়। এমতাবস্থায় তাঁকে "চুপিসারে বাংলাদেশে" আনার অপবাদ দেয়া কি ঠিক?

৫. আনীত অভিযোগ: তিনি সরাসরি ঢাকা না এসে, কেন ব্যাংকক হয়ে আসলেন? এমন হাস্যকর অভিযোগও ঐ চিঠিতে করা হয়েছে।

প্রকৃত তথ্য: উড়োজাহাজে সরাসরি আসার টিকেট পাওয়া না গেলেতো ঘুরেই আসতে হবে! যেভাবেই তিনি আসুন না কেন, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিয়ম-কানুন মেনেই তিনি ঢাকা এসেছেন।

৬. সংশোধিত চিঠিতে আনীত অভিযোগ: এই চিঠিতে "নিজামুদ্দীন দুই ভাগ" হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রকৃত তথ্য: নিজামুদ্দীন মার্কাজ দুই ভাগ হওয়ার কথা সম্পূর্ণ অসত্য! নিজামুদ্দীন আগের মত পরিপূর্ণই আছে। তবে কিছু সাথি নিজেরাই সেখান থেকে বের হয়ে গেছেন, যাদেরকে আজ থেকে প্রায় ৪৩ বছর আগে হজরত মাওলানা সাঈদ আহমেদ খান রহ. চিঠির মাধ্যমে সতর্ক করেছিলেন (চিঠি সংযুক্ত)। নিজামুদ্দীন আগের মতই সারা দুনিয়ার মার্কাজ হিসেবে দাওয়াতের

মহান কাজকে পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং সারা পৃথিবী থেকে নতুন ও পুরানো সাথিরা এসে কাজের সহি তারতিব শিখে যাচ্ছেন। বাস্তবতা হলো: পূর্বের তুলনায় নিজামুদ্দীনে দেশ-বিদেশ থেকে তাবলীগের সাথিদের সমাগম আরো বেশি হচ্ছে। নিজামুদ্দীন 'দুইভাগ হওয়া'র অভিযোগ নিজামুদ্দীন মার্কাজকে না মানার অজুহাত মাত্র!

৭. সংশোধিত চিঠিতে আনীত অভিযোগ: চিঠিতে বলা হয়েছে, "যতদিন নিজামুদ্দীনে বিভেদ ও কলহ নিস্পত্তি না হয় ততদিন বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের কাজ কাকরাইলের মাশওয়ারা অনুসারে চলা উচিৎ বলে আমরা মনে করি"।

প্রকৃত তথ্য: নিজামুদ্দীনে বর্তমানে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই। যারা নিজামুদ্দীন থেকে বের হয়ে গেছেন, তারা নিজামুদ্দীন থেকে বের হওয়ার পর কখনই নিজামুদ্দীনে আর ফিরে আসেননি। বর্তমানে নিজামুদ্দীন সম্পূর্ণভাবে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। যেখানে ঝগড়া-বিবাদই নেই, সেখানে তা নিস্পত্তি হবে কিভাবে? যাঁরা নিজামুদ্দীন থেকে বের হয়ে গেছেন এবং যাঁরা নিজামুদ্দীনে আছেন- তাঁরা সবাই অত্যন্ত জ্ঞানবান ও সমঝদার ব্যক্তিত্ব এবং তাঁরা তাঁদের সর্বোচ্চ বিবেচনাবোধ ও জ্ঞান প্রয়োগ করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাংলাদেশের কোনো মুরুব্বি/শূরা কর্তৃক তাঁদের (নিজামুদ্দীনের হজরতগণের) ইসলাহের দায়িত্ব নেয়া শুধু বোকামিই নয়, ধৃষ্টতাও বটে!

বাংলাদেশ ১৯৭১ সাল থেকেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এত বছর পর 'স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের' দোহাই দিয়ে নিজামুদ্দীনকে অস্বীকার করে নিজামুদ্দীনের বানানো শূরাগণের 'কাকরাইলের মাশোয়ারা অনুযায়ী চলা'র উপদেশ দেয়া বিভ্রান্তিপূর্ণ ও ঔদ্ধ্যত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। গাছের মূলকে অস্বীকার করে মূল হতে উদগত কাণ্ড কিভাবে নিজে নিজে চলবে?! 'নিজামুদ্দীন বিশ্ব মার্কাজ' এবং 'মার্কাজের ফায়সালা মানাই তাবলীগের উসুল'। হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. আমাদের জিম্মাদার/আমির। তিনি যা ফায়সালা করবেন-সেটাই আসল ফায়সালা। যারা নিজামুদ্দীনের ফায়সালাকে অমান্য করল, তারা কি ইতায়াত থেকে বেরিয়ে গেলো না? নিজামুদ্দীন কর্তৃক বানানো শূরা যদি নিজামুদ্দীনের ফায়সালা অমান্য করে, তাহলে তারা শূরা থাকেন কিভাবে? উল্লেখ্য, বর্তমানে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.-ই নিজামুদ্দীনের আমির এবং তিনি নিজামুদ্দীনের মাশোয়ারাতেই ঢাকা এসেছেন।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্ব ইজতিমায় নিজামুদ্দীনের হজরতগণের জিম্মাদার কর্তৃক পুরা আলমের তাকাজাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের পুরানো সাথিদের জোড় ও ইজতিমার তারিখসহ অন্যান্য দেশেরও জোড় ও ইজতিমার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। এ বছর হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.-কে অমান্য করে কতিপয় শূরা নিজেরাই সেই সব তারিখ ঘোষণা করেছেন! অথচ হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. জোড় ও ইজতিমার যে তারিখগুলো নির্ধারণ করেছেন- সেগুলো মানাই আমাদের কাম্য। এমতাবস্থায়, নিজামুদ্দীনের খেলাফ এবং নিজামুদ্দীনের ইতায়াতের বাইরের শূরাগণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের মঈন শূরার কিছু সাথি কাকরাইলের শূরাদেরকে একত্রে মিলানোর জন্য চেষ্টা করছেন। আলোচ্য চিঠি দু'টি সে প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্থ করল এবং হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.-সহ নিজামুদ্দীন মার্কাজ অনুসারীদের আলাদা করার প্রয়াস চালালো এবং প্রকারান্তরে আলাদাই করে দিল! আফসোস!

হজরত মাওলানা ইলিয়াছ সাহেব রহ. এ মোবারক কাজের মেহনতকে চালু করেছেন। হজরত মাওলানা ইউছুফ সাহেব রহ. ও হজরত মাওলানা এনামূল হাসান সাহেব রহ. নিজামুদ্দীনে থেকেই তাবলীগের কাজে বিশ্বকে পরিচালনা করেছেন। বর্তমানেও আমাদের নিজামুদ্দীনকেই মানতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ, শুরু থেকেই হজরত উলামায়েকেরামগণ নিজামুদ্দীনে জুড়ে-মিলে থেকে এ মহান কাজে আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন। ইনশা-আল্লাহ, বাংলাদেশেও আওয়াম ও উলামায়ে কেরামগণ আপোষে মিল-মুহাব্বাতের সাথে এ কাজকে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। স্মরণ করা দরকার যে, হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.-এর বাংলাদেশে আসা, অবস্থান করা এবং সম্মানের সাথে বিদায় গ্রহণের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমরা সরকারের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করুন ও দ্বীনের সঠিক মেহনত বোঝার ও সেই অনুযায়ী আ'মাল করার তৌফিক দান করুন। সকল সাথির প্রতি সালাম ও দোয়ার দরখাস্ত রইল।

ওয়াসসালাম

নিজামুদ্দীনের ইতায়াতকারী শূরাগণের পক্ষে

(সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম)

তারিখঃ ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

ঢাকা শহরের জিম্মাদার ও কাম করনেওয়ালা সাথীগণের তরফ থেকে

৭ শূরা হজরতের চিঠির জবাব

বিসমিহি তা'আলা

তারিখঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী -২০১৮

মোহতারমী ওয়া মুকররমী, কাকারাইলের শূরা ও ফায়সাল হজরতগণ
আসসলামু আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আশাকরি দ্বীনের উঁচু মেহনতে মশগুল থেকে আমাদের দোয়ার শরিক রাখছেন।

গত ১৭ তারিখ এবং পরবর্তীতে ১৯ তারিখে (সংশোধন কপি) কাকরাইলের ৭ শূরা হযরতের স্বাক্ষরে একটি চিঠি আপনাদের তরফ থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এবং ঢাকার হালাকার প্রচার হয়েছে। যেখানে **"বাংলাদেশের সকল জিলার শূরার হাযরাত ও জিম্মাদার সাথীগণ এবং ঢাকা শহরের জিম্মাদার ও কাম করনেওয়ালা সাথীগণ"**-কে খেতাব করা হয়েছে। আমরা ঢাকার ৮ শবগুজারী এলাকার সাথীরা গত মঙ্গলবারের (২০/২/২০১৮) ঢাকার মাশোয়ারায় এই চিঠি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে ফায়সালা হয়েছে ঢাকার তরফ থেকে উক্ত চিঠির জবাব দেওয়ার। সে মোতাবেক আমার কিছু বিষয় আপনাদের সামনে পেশ করছি।

১. এই চিঠির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন অসঙ্গতি এবং ভুল তথ্য ভরপুর। যার কারণে এই চিঠি শূরা হজরতরা কেউ লিখেছে বা কাকারাইলের অফিসিয়াল চিঠি বলে আমাদের সন্দেহ আছে। তারপরও যেহেতু আমাদের শূরা হজরতরা কেউ একে অস্বীকার করে চিঠি দেননি তাই আমরা আমাদের মতামত তুলে ধরছি।

প্রথম সাধারণভাবে আমাদের জেলাসমূহের চিঠিতে কাকরাইলের কোনো প্যাড ব্যবহার হয় না। কখনো ব্যবহার হলে ইমেইলে সবুজ রং-এর মূল প্যাডই দেখা যায়। কালো রং-এর কোনো প্যাড না। এই চিঠিতে কালো রং-এর প্যাড ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় এই পর্যন্ত আমাদের জেলার কোনো চিঠিতে সব শূরা বা একাধিক শূরা ফায়সালের নামে কোনো চিঠি গিয়েছে বলে আমাদের কাছে কোনো

কপি নেই। সাধারণত ফায়সাল শূরার স্বাক্ষরে চিঠি যায়। কিন্তু এখানে শূরা ও ফায়সাল মিলিয়ে মোট ৭ জনের স্বাক্ষর রয়েছে। যেসব স্বাক্ষরের বিষয়ে আমাদের অনেক সন্দেহ আছে। এর মধ্যে একটি মাওলানা মোশাররফ সাহেবের স্বাক্ষর। যার কোনো মতেই এই চিঠিতে একমত হওয়ার সুযোগ নেই। উনি উমুরে বাংলাদেশের ফায়সালার সময় নিজে উপস্থিত ছিলেন। যা শুধু ঢাকার সাথী না পুরো বাংলাদেশের জেলাসমূহের প্রতিনিধিরা দেখেছেন। তাই ৩ জন শূরা না; উনিসহ ৪ জন উপস্থিত ছিলেন কাকরাইলে উমুরে বাংলাদেশ ফায়সালার সময়।

তৃতীয় এই চিঠির বিষয়ে কাকরাইলের মাশোয়ারার খাতায় কোনো উমরই নাই। এই চিঠি প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী ফায়সাল ছিলেন মাওলানা ফারুক সাহেব। উনাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে উনি জানান এটির কোনো মাশোয়ারা হয়নি। আমাকে স্বাক্ষর দিতে বললে আমি শুধু স্বাক্ষর দিই।

চতুর্থ হলো চিঠির স্বাক্ষরকারীদের স্বাক্ষরের কোনো তারিখ নেই। যে তারিখে এই চিঠি প্রকাশিত সেই তারিখে মাওলানা ফারুক সাহেব ছাড়া কেউ কাকরাইলে ছিলেন না। বিভিন্ন জন বিভিন্ন ইজতেমায় ছিলেন। এরপর ১৯ তারিখে সংশোধন কপি প্রকাশ করা হলেও তারিখ দেখা যাচ্ছে ১৭ তারিখই।

এসব অসঙ্গতি এবং মিথ্যা ছাড়াও এই চিঠিতে এমন অপত্তিকর বিষয় আছে যেগুলো তাবলিগের মূলে আঘাত করে। তাই এসব বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট অবস্থান আপনাদের সামনে আবারও তুলে ধরছি।

১. চিঠির শুরুতে বলা হয়েছে

পূর্বের ন্যায় প্রতি বছরের নিয়ম অনুসারে এবারও টঙ্গীর ইজতেমার শেষের দিকে দোয়ার পূর্বে সমস্ত জেলা ও সকল খিত্তার প্রতিনিধি সাথীদের উপস্থিতিতে আগামী জোড় ও ইজতেমার তারিখ তাজবীজ করা হলে আপনারা সবাই তাতে সম্মতি জানিয়েছেন।

সমস্ত জেলা ও সকল খিত্তার প্রতিনিধি সাথীদের উপস্থিতি-র যে কথা আপনারা দাবি করেছেন। তা কতটুকু সত্য তা সবাই জানে। ঐ মজমায় আপনাদের কিছু নির্দিষ্ট লোক ছাড়া উল্লেখ করার মতো জিম্মাদার সাথীরা কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না। বিশেষ করে ঢাকার জিম্মাদার সাথী উল্লেখ করার মতো কেউ উপস্থিত ছিল না। অথচ কাকরাইলের দোতালায় উমুরে

বাংলাদেশের ফায়সালার সময় ঢাকা এবং পুরো বাংলাদেশের জিম্মাদার সাথী দিয়ে ভরা ছিল। ছিল আরবসহ সারা দুনিয়ার জিম্মাদার সাথীদের বিরাট বড় মজমা।

আপনারা দাবি করেছেন– *প্রতি বছরের নিয়ম অনুসারে এবারও টঙ্গীর ইজতেমার শেষের দিকে দোয়ার পূর্বে ....*

এটিও একটি ভুল তথ্য। প্রতি বছর নির্দিষ্ট কোনো এক সময় উমুরে বাংলাদেশ বা ইজতেমা এবং জোড়ের তারিখ ফায়সালা হয়নি। কখনো দুই ইজতেমার মাঝখানে, কখনও দুই ইজতেমার দোয়ার পর হয়েছে। দোয়ার আগে কখনও হয়নি। এতে বাংলাদেশের তরফ থেকে তারিখের তজবিজ পেশ করা হতো। নিজামুদ্দীনের হযরতরা সারা দুনিয়ার তাকাজাকে দেখে এসব তারিখ ফায়সালা করতেন। এখানে জেলা ও খিত্তার জিম্মাদারদের সম্মতির কোনো বিষয় কখনও ছিল না।

এবার কাকরাইলে তা-ই হয়েছে। বাংলাদেশের সাথীরা তারিখ তাজবিজ করেছে। উনারা কাকরাইলের নিচ তলার ভরা মজমায় জোড়-ইজতেমার তারিখসহ উমুরে বাংলাদেশ ফায়সালা করেছেন। আর এটি করার এখতিয়ার উনাদেরই। উনাদের কাছেই সারা দুনিয়ার তাকাজা আসে।

নিজামুদ্দীনের হজরতদের ফায়সালা করা জোড় এবং ইজতেমার তারিখ আপনারা পরের দিনই মাওলানা মোশাররফ সাহেবের কাছে শুনে থাকবেন। উনি টঙ্গী ইজতেমার ময়দানে পর দিন সকালে উপস্থিত হয়ে আপনাদের তা জানিয়েছেন বা আপনারা জেনেছেন। এরপর ইজতেমার ময়দানেই আপনাদের কিছু লোক বাংলাদেশের নির্বাচনের দোহাই দিয়ে সরকারের তরফ থেকে তা পরিবর্তন সম্ভব কি-না জানাতে চেয়েছেন–বলে মজমাকে জানিয়েছেন। সাথে এই চিঠিতে উল্লেখিত তারিখ প্রস্তাব করেছেন। তখন মাওলানা যুবায়ের সাহেব তার জন্য অনুপস্থিত শূরাদের সাথে মাশোয়ার কথা বলে জানাবেন বলেছেন। যার অডিও আমাদের কাছে মজুদ আছে। সুতরাং *সবাই তাতে সম্মতি জানিয়েছেন*–আপনাদের এই দাবি মিথ্যা। এটি নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তই হয়নি টঙ্গীর ময়দানে কিংবা ইজতেমার পর কাকরাইলে।

মূলত আপনাদের এই তারিখ পরিবর্তনের প্রস্তাব ছিল নিজামুদ্দীনের ফয়সালা না মানার একটি অপচেষ্টা ছিল। তা সবাই তখনই বুঝেছে। কারণ বাংলাদেশে নির্বাচনের তারিখ এখনো ঘোষণাই হয়নি। যেটি নির্বাচন

কমিশনও জানে না। তাহলে আপনাদের কে জানাল? আর সরকারের সে অনুরোধের চিঠিই কোথায়? এখন আপনারা আপনাদের লোকদের প্রস্তাবিত সেই তরিখকে টঙ্গীর ময়দানের ফায়সালা বলে পুরো বাংলাদেশকে ধোঁক দিতে চাচ্ছেন। যা ঢাকাসহ কোনো জেলাই মনে হয় মেনে নিবে না।

ইজতেমা এবং জোড়ের তারিখ পরিবর্তনের পাশাপাশি ঐ চিঠিতে ত্রি-মাসিক মাশোয়ারার তারিখও ঘোষণা করেছেন। এটিও আপনারা ঘোষণা করেছেন নিজামুদ্দীনের এতেয়াতকে নষ্ট করা জন্য। ত্রি-মাসিক মাশোয়ারার বিষয়ে নিজামুদ্দীনের হজরতরা ফায়সালা করে গিয়েছেন, নিজামুদ্দীনের আলমি মাশোয়ারার পরের সপ্তাহে বাংলাদেশের ত্রি-মাসিক মাশোয়ারা হবে। সে হিসাবে তারিখ আসে ১৬-১৭ মার্চ। তার মোকাবেলায় আপনারা আপনারা তারিখ দিয়েছেন পাকিস্তানের পুরানোদের জোড়ের পরের সপ্তাহে। যাতে আপনারা পাকিস্তান থেকে নতুন প্রেক্রিপশন এনে তা আমাদের ত্রি-মাসিক মাশোয়ারায় বাস্তবায়ন করতে পারেন। আবার নতুনভাবে কোন সংঘাত তৈরি করতে এই তারিখ প্রস্তাব করেছেন? তা আল্লাহ ভালো জানেন। কারণ ইতোপূর্বে পাকিস্তানের ইজতেমা শেষ করে এসে পরের দিনই আপনারা মাদ্রাসার ছাত্রদের দিয়ে যে তান্ডব চালিয়েছেন তা এখনও আমরা ভুলিনি।

এই তারিখের বিষয়েও কাকরাইলে কোনো মাশোয়ারা হয়নি। অথচ এই বিষয়সহ কাকরাইলের অন্যান্য বিষয়ে জরুরি মাশোয়ারায় বসার জন্য নিজামুদ্দীনের এতেয়াত করণেওয়ালা শূরা এবং ফায়সালদের তরফ থেকে আপনাদের লিখিত এবং মৌখিকভাবে বারবার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু আপনারা বসেননি।

দ্বিতীয়ত নম্বরে উমুরে বাংলাদেশের ফায়সালাগুলোর বিষয়ে বলা হয়েছে,
ইজতেমায় অবস্থানকারী ওরাদের মতামত না নিয়েই তা প্রচার করে দিয়েছেন। অতএব আমরা এ সকল বিষয়ের সাথে একমত নই বিধায়, আপনাদের খেদমতেও দরখাস্ত করছি যে আপনারাও এসকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকবেন।

আপনারা ভুলে যাবেন না; যে, আপনাদের সবাইকে নিজামুদ্দীনের হজরতরাই আমির, ফায়সাল বানিয়েছেন। মাওলানা সাআদ সাহেব উমুরে বাংলাদেশের ফায়সালার জন্য আপনাদের নাম উল্লেখ করে চিঠি দিয়েছেন। সে ডাকে সারা দিয়ে শুধু মাওলানা মোশাররফ সাহেবই এসেছেন। আপনারা

আসেন নি। বরং যারা এক সময় উনাকে হজরত বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলতেন তারা আজ উনাকে একবারও ফোন করার সৌজন্যবোধটুকু দেখাননি। উনি ফোন করলে তা-ও রিসিভ করে কেটে দেন। অথচ ইজতেমার ময়দানসহ পুরানো সাথিদের বিভিন্ন মজমায় আপনারা নিজামুদ্দীন এবং হজরত মাওলানা সাআদ সাহেবের মিথ্যা এতেরাতের দাবিও করেন।

মাওলানা সাআদ সাহেবের মূল উর্দু চিঠি

بسم سبحانہ

مکرمی و محترمی جناب قاری محمد زبیر صاحب و مولانا ربیع الحق صاحب و مولانا
و مولانا عمر فاروق صاحب و مولانا محمد حسین صاحب و مولانا اشرف صاحب و مولانا مزمل
و شیخ نور محمد صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بندہ اپنی جماعت کے ساتھ آپ کی دعوت پر بنگلہ دیش حاضر ہو گیا ہے۔ یہاں
کے بعد آپ حضرات کے پاس میدان میں آنے میں کچھ رکاوٹ پیش آئی جس پر میدان
آنے والے بیرون و اندرون کے احباب اپنے امور اور سوالات لے کر کاکرائیل مرکز تشریف
لے آئے بعد عشاء ان کے امور کے بارے میں مشورہ ہوگا۔ لہذا آپ حضرات یہاں
لے آئیں تاکہ بندہ آپ حضرات سے ملاقات بھی کر لے اور باقی امور پر غور بھی کر لیا
آپ کے مشورہ کے بعض حضرات کاکرائیل پہنچ چکے ہیں۔ آپ حضرات کا انتظار ہے
آپ کے ذمہ اگر اجتماع کے کچھ امور ہوں تو ان کے متبادل کا انتظام کر کے تشریف
بندہ ملاقات کا طالب و متمنی ہے ۔ فقط والسلام مع الاکرام

بندہ محمد سعد

مرکز جماعت نظام الدین بنگلہ والی مسجد
مقیم حال کاکرائیل مرکز ڈھاکہ

চিঠির বাংলা অনুবাদ

মুহতারামি ও মুকাররামি,
কারী জুবায়ের সাহেব, মাওলানা রবিউল হক সাহেব, মাওলানা ওমর ফারুক সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, মাওলানা মোশাররফ সাহেব, মাওলানা মুজাম্মেল সাহেব, শেখ নুর মোহাম্মদ সাহেব।
আস্‌সালামু আলাইকুম
বান্দা নিজের জামাত নিয়ে আপনাদের দাওয়াতে বাংলাদেশে উপস্থিত হয়েছে। এখানে আসার পর ময়দানে যাবার ব্যাপারে কিছু বাধা এসেছে। যার কারণে ময়দানে উপস্থিত দেশী-বিদেশী মেহমানরা নিজেদের উমুর ও প্রশ্ন নিয়ে কাকরাইল মার্কাজে উপস্থিত হয়েছেন। আজ বাদ ইশা ঐ সমস্ত উমুর নিয়ে মাশোয়ারা হবে। কাজেই আপনারা এখানে তাশরিফ আনবেন। যাতে আপনাদের সাথে সাক্ষাত হয়ে যায় এবং বাকি উমুর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করব।
আপনাদের মাশোয়ারার কিছু সাথী কাকরাইল পৌঁছে গেছেন। আপনাদের অপেক্ষায় আছি।
আপনাদের ইজতিমায় কোনো জিম্মাদারী থাকলে আপনাদের পরিবর্তে কাউকে জিম্মাদারী দিয়ে তাশরিফ আনবেন। বান্দা আপনাদের সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি। ফাকাত ওয়াসাল্লাম।

বান্দা মো. সা'দ

নিজামুদ্দীন আমাদের আলমি মারকাজ। আমাদের বড়দের দেখেছি এবং আপনাদেরও এতদিন দেখেছি; যে, নিজামুদ্দীন থেকে একটি চিঠি বা ইশারাই ছিল আপনাদের ফায়সালা মানার জন্য যথেষ্ট। আপনাদের রায় নিয়ে ফায়সালা করতে হবে বা উনাদের ফায়সালা আপনারা নিজেদের মাশোয়ারা ছাড়া চালাবেন না–এমন কথা আমাদের বড়দের থেকে কখনও শুনিনি। নতুন এই পদ্ধতি কবে আবিষ্কার হলো? তা আমরা জানি না। আমরা স্পষ্টভাবেই বলতে চাই, আপনারা ৭ শূরা না; বরং ১১ শূরাও যদি নিজামুদ্দীনের এতেয়াতের বাইরে চলে যান তবুও আমরা ঢাকার কামকরণেওয়ালা জিম্মাদার সাথিরা নিজামুদ্দীনের এতেয়াতে আছি এবং থাকব ইনশাআল্লাহ। সুতরাং আমরা নিজামুদ্দীনের সমস্ত ফায়সালার সাথে একমত এবং আমরা তা বাস্তবায়নে গুরুত্বের সাথে সচেষ্ট থাকব।

আপনাদের কাছেও আরজ করছি, এসব ফায়সালা মানতে সচেষ্ট হোন। এজন্য আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করি। কেননা আমাদের সবার জন্য জরুরি হলো, নিজামুদ্দীনকে মেনে কাজ করা। তবেই আমাদের কাজ সহি উসুল এবং রোখের উপর থাকবে।

আপনারা নিজামুদ্দীনের যেই জোড়ের কথা বলেছেন, সেটিও নতুন কোনো ফায়সালার বিষয় ছিল না। ২০০৩ সালের এমন এক জোড়েই মাওলানা মোজ্জাম্মেল হক সাহেব ছাড়া আপনারা সবাই শূরা বা ফায়সাল হয়েছেন। ভিসার কারণে এটি ২০০5 সাল থেকে তা বন্ধ হয়ে যায়। নিশ্চয় এগুলো ভুলে জাননি। ভিসার সহজ লভ্যতায় এখন আবার চালু করার বিষয়টি এবার **উমুরে বাংলাদেশে** রাখার বিষয়ে আগেই ফায়সালা হয়েছে। তা আপনাদের মনে না থাকলে ঢাকা শহরের মাশোয়ারার খাতা দেখলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবেন। সুতরাং এ জোড়ে আমরা ইনশাআল্লাহ যাব এবং বড় মজমাই নিয়ে যাব।

চিঠির তৃতীয়তে আপনারা বলেছেন,

সরকারী নিয়মের বহির্ভূতভাবে তাবলিগের জন্য নির্ধারিত TI(তাবলিগ-ইজতেমার ভিসা) ভিসা গ্রহণ না করে T (টুরিস্ট) ভিসা ব্যবস্থা করেন।

ওলামা পরিষদের উপদেষ্টানণ্ডলীর সভায় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে, হযরত মাওলানা সাআদ সাহেবকে বাংলাদেশের মাদ্রাসার ওলামা কেরামগণের কঠোর অবস্থানের কথা গোপন করে, তাঁকে আনার ব্যাপারে একজন শূরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। কাহাকও অবহিত না করে চুপিসারে দুইজন সাথীকে ইস্তেকবালের জন্য হিন্দুস্তানে পাঠিয়েছেন।

ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে আড়াল করা ও সর্বসাধারণকে ধোকা দেয়ার নিমিত্তে উনার জামাতকে দিল্লী-ঢাকা ফ্লাইটে না এনে, দিল্লী-ব্যাংকক-ঢাকা দীর্ঘপথ ঘুরিয়ে এনে ....

ভিসা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার দেয়। মাওলানা সাআদ সাহেবকে ভিসা বাংলাদেশ সরকারই দিয়েছেন। ভিসার ক্যাটাগরি কী হবে? সেটি ভিসা প্রার্থী এবং অ্যাম্বাসির বিষয়। এখানে আপনারা সরাসরি হজরত মাওলানা সাআদ সাহেব দোষারাপ করেছেন। বরং উনার উপর তোহমত দিয়েছেন। আমরা অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি–যারা সারা জীবন সাথিদেরকে তরগিব দিয়েছেন সাথিদের দোষ গোপন করতে, দোষের ভালো ধারণা করতে তার আজ নিজেরাই নিজের আমিরের উপর এবং সাথিদের উপর তোহমত দিচ্ছেন। জানিনা আপনরা কোন মাজুরিয়াতের কারণে এসব করেছেন?

A34
15 JAN 2018
ARRIVAL
HARIDASPUR LICP

[redacted] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
A0996452
Place of issue CALCUTTA INDIA
Date of issue 01 JAN 2018 08 FEB 2018
Type T1 Number of entries SINGLE Duration of each stay 30 DAYS
Surname LASKAR Given name MD ABDUL WODOD Passport number H5719196
Date of birth 20 NOV 1965 Sex M Nationality INDIAN
Authorized Signature
EMPLOYMENT PAID OR UNPAID PROHIBITED

ভিসা VISA
[redacted] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
A0990675
Place of issue CALCUTTA, INDIA
Date of issue 22 DEC 2017 Date of expiry 27 APR 2018
Type T1 Number of entries SINGLE Duration of each stay 125 DAYS
Surname SAAD Given name MOHD SAAD Passport number Z2867212
Date of birth 10 MAR 1965 Sex M Nationality INDIAN
Remark EMPLOYMENT PAID OR UNPAID PROHIBITED
Authorized Signature

আপনাদের এই তথ্যেও যে মিথ্যা তার জন্য এখানে দুইটি নমুনা দিলাম। প্রথমটি ভারতীয় এক মাওলানা সাহেবের। নাম মো. আব্দুল ওয়াদুদ লস্কর। উনি ১লা জানুয়ারী ইজতেমার ভিসা নিয়েছেন। ৯ জানুয়ারী উনি বাংলাদেশে

ইজতেমায় এসেছেন। প্রথম ইজতেমা শেষ করে ১৫ জানুয়ারী ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশনে ফেরত গিয়েছেন। উনার ভিসা টাইপ স্পষ্টই TI লেখা আছে। একইভাবে মাওলানা সাআদ সাহেবে ২২ ডিসেম্বর ইজতেমার ভিসা নিয়েছেন। উনার ভিসার টাইপেও স্পষ্টভাবেই TI-ই লিখা আছে। তাহলে আপনারা কোথায় পেলেন উনি সরকারী নিয়মের বহির্ভূতভাবে তাবলিগের জন্য নির্ধারিত TI (তাবলিগ-ইজতেমার ভিসা) ভিসা গ্রহণ না করে T (টুরিস্ট) ভিসা ব্যবস্থা করেন? ইজতেমায় সময় শুনেছি হেফাজাতের অনেক আলেম বলেছে, উনি ডিপ্লোমাটিক ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন। এসব মিথ্যা, তোহমতের জবাব আপনারা আল্লাহর কাছে কী দিবেন? আল্লাহই ভালো জানেন।

এই অংশে আপনাদের দ্বিতীয় অভিযোগের বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা, ওলামা পরিষদ এবং স্বারষ্ট্রে মন্ত্রনালয়ে সিদ্ধান্তের কথা এবং মাদ্রাসার কঠোর অবস্থানের কথা আপনারা কী হজরত মাওলানা সাআদ সাহেবকে জানিয়েছেন? আর উনাকে আনার চেষ্টাত সবার করা কথা। আপনারা সেপ্টম্বরের মাশোয়ারার লিখিত ফায়সালায় আমাদের তা-ই জানিয়েছেন। তাহলে আপনাদের কথা অনুযায়ী, **একজন শূরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন;** কেন? এসব কথা বলে আপনাদের আজকের অবস্থান পুরো দেশের কাছে আপনারাই পরিষ্কার করেছেন।

এখানে তৃতীয় অভিযোগে আপনারা বলেছেন, **ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে আড়াল করা ও সর্বসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার নিমিত্তে উনার জামাতকে দিল্লী-ঢাকা ফ্লাইটে না এনে, দিল্লী-ব্যাংকক-ঢাকা দীর্ঘপথ ঘুরিয়ে এনে ....**

এট হাস্যকর কথা; যে, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ দিল্লী থেকে কেউ এলে জানবে আর দিল্লী-ব্যাংকক-ঢাকা ঘুরে এলে ধোঁকায় পড়ে যাবে। যে যেখান থেকেই আসুক; ইমিগ্রেশন তার সম্পর্কে আগেই জানতে পারে। মূলত সরাসরি বাংলাদেশে আসার টিকেট না পাওয়ার কারণে তিনি থাই এয়ারওয়েজে টিকেট নেন। আর তৃতীয় দেশের টিকেটের সাধারণ নিয়মই হলো নিজের দেশ হয়ে আসে। যেমন আপনি পিআইএ-এর ফ্লাইটে দুবাইয়ের টিকেট কাটলে সে আপনাকে পাকিস্তান ট্রানজিট দিয়েই দুবাই নিবে। যারা উড়োজাহাজে সফর করেছেন তারা সবাই বিষয়টি জানেন। সুতরাং কাউকে ধোঁকা দেওয়ার কোনো বিষয় নেই।

চতুর্থ নম্বর-এ আপনারা লিখেছেন, *'বিগত ইজতেমায় সকল জেলাই অংশগ্রহণ করেছেন এবং ১৫ হাজারেরও অধিক বিদেশী মেহমান এসেছেন।'* বিগত ইজতেমার মাশোয়ারাই ছিল অর্ধেকের কম জেলা অংশগ্রহন করার। তাহলে সব জেলা কিভাবে অংশগ্রহন করল? ঢাকা, পটুয়াখালীসহ অনেক জেলা তো স্ব-ইচ্ছায়ই কিছু খুরুজও কাকরাইল নিয়ে এসেছে। তাই এসব জেলার খিত্তাগুলো প্রায় শূণ্য ছিল। বিদেশী দস্তরখানের কারগুজারী অনুযায়ী **'১৫ হাজারের বেশি বিদেশী মেহমানের ইজতেমায় অংশগ্রহণ'**-এর বিষয়টিও হাস্যকর।

এই নম্বরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মিথ্যাচার হলো–

৩ জন শূরা কাকরাইল অবস্থান করে ইজতেমাকে ভন্ডুল করার আপ্রান চেষ্টা চালিয়েছেন। লোকদের ময়দান ছেড়ে দিতে বলেছেন, অনেককে ময়দানে যেতে নিষেধ করেছেন, বিদেশী মেহমানদেরকে কাকরাইল ডেকে আনার চেষ্টা করেছেন, কাকরাইলে ইজতেমা হবে বলে অপপ্রচার করেছেন ইত্যাদি।

আমাদের জানা মতে, কোনো শূরাই কাউকে কাকরাইলে ডাকেন নি। বরং আমাদের জিম্মাদার সাথিসহ আমরা সবাই ইজতেমর প্রথম দিকে মঙ্গলবার বিভিন্ন নজমের জামাতে টঙ্গীতেই ছিলাম। যখন হজরত মাওলানা সাআদ সাহেবকে ইজতেমার ময়দানে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে তখন আমরা নিজেরই ইজতেমার ময়দান ছেড়ে চলে আসি। আমরা নিজেরদের ইজতেমার ময়দানে থাকা মোনাসেব মনে করিনি। শুধু আমরা না, বিদেশী অনেক মেহমানও হজরতের সাথে থাকতে কাকরাইল চলে এসেছেন। এখানে খেয়ে-নাখেয়ে পুরো সময় কাটিয়েছেন। যদিও ইজতেমার ময়দান থেকে বহু মেহমান হজরতের সাথে দেখা করতে আসতে চাইলে তাদের সাথে আপনারা এবং আপনাদের লোকজন চরম দুর্ব্যবহার করেছেন। ফলে কেউ ডিবি পুলিশের সহযোগিতায়, কেউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহযোগিতায় বের হয়ে এসেছেন।

পরিশেষে আপনাদের কাছে আরজ, এই ধরণের মিথ্যা, গিবত, তোহমত যুক্ত চিঠি লেখা বিরত থাকবেন। বিরত থাকুন নিজামুদ্দীনের এতেয়াত থেকে আমাদের দূরে সরাতে। আমরা স্পষ্টই বলতে চাই; এর আগেও বলেছি যে, নিজামুদ্দীনই আমাদের মারকাজ। আমাদের শতভাগ এতেয়াত নিজমুদ্দীন মারকাজের প্রতিই। চাই আপনারা ১১ জন শূরা না-মানতে চান নিজামুদ্দীনকে। প্রয়োজনে আমরা সরাসরি নিজামুদ্দীন মারকাজ হতে

তাজাকা নিয়ে চলব। তাই আপনাদের এই ৭ শূরার মিথ্যা, গিবত, তোহমত যুক্ত চিঠিকে আমরা স্বসম্মানে প্রত্যাখান করছি। পুরো বাংলাদেশের কাছে আমাদের আহবান আপনারাও এই চিঠিকে প্রত্যাখান করুন।

সাথে সাথে আমরা আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি, উনি যেন আমাদের এবং আমাদের শূরা হজরতদের মিথ্যা, তোহমত, গিবত থেকে বাঁচার তৌফিক দান করেন। উম্মতকে সহি রাহবারি করার তৌফিক দান করেন। আমিন।

ঢাকা সব শবগুজারি এলাকার প্রতিনিধির স্বাক্ষর

নং	পুরো নাম	শবগুজারি এলাকা	স্বাক্ষর
১	মোঃ মোস্তাক হোসেন	কাকরাইল শবগুজারী	[illegible]
২	মোঃ মাহবুবুর রহমান	কাকরাইল শবগুজারী	[illegible]
৩	সাইদুর রহমান	কাকরাইল শবগুজারী	Saidur Rahman
৪	মোঃ আব্দুল হান্নান	টঙ্গী শবগুজারী	[illegible]
৫	কাজী মাহফুজুল হক	মিরপুর শবগুজারী	[illegible]
৬	মোঃ সাঈদ [illegible]	কেরাণীগঞ্জ শবগুজারী	মোঃ সাঈদ
৭	মুফতী মোঃ মুজিবুর রহমান	মোহাম্মদপুর শবগুজারী	[illegible]
৮	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	ডেমরা শবগুজারী	[illegible]
৯	কাজী মাহফুজুল হক	যাত্রাবাড়ি শবগুজারী	[illegible]
১০	মোঃ মাসিহুর রহমান	সাভার শবগুজারী	[illegible]
১১	ছানাউল্লাহ	যাত্রাবাড়ী শবগুজারী	[illegible]

যুগে যুগে মুজাদ্দিদগণের উপর কুফরি ফতোয়া

প্রত্যেক যুগেই মুজাদ্দিদগণ সময়ের অদূরদর্শী আলেমদের "ভয়ঙ্কর কুফরি ফতোয়া"র শিকার হয়েছেন। বিশ্বের সকল মুসলিম মনিষীর বিরুদ্ধেই ফতোয়ার কলম গর্জে উঠেছিল। বিশ্বের অসংখ্য আহলেহক উলামায়ে কেরাম এই স্বগোত্রের প্রতিক্রিয়াশীল অদুরদর্শী মুফতিয়ানে কেরামের কলমের খোঁচায় নাজেহাল হয়েছেন। আরো মজার বিষয় হলো, এসব ফতোয়া কিন্তু কুরআন হাদিসের দলিল দিয়েই দেয়া হয়েছিল।

ইতিহাস আমাদের যে চমকপ্রদ তথ্যটি দিচ্ছে তা হলো, মানুষ এসব মুফতিয়ানে কেরামের নাম মনে রাখেনি বরং কালের গর্ভে তারা হারিয়ে গেছেন। কিন্তু ফতোয়ার শিকারি মনিষীদের নাম ইতিহাসের পাতায় আজও জ্বলজ্বল করছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ:, মাওলানা কাশেম নানুতবী রহ:, মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন মাদানী রহ:, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি রহ:, আল্লামা ইকবাল রহ:, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রহ:সহ প্রত্যেক যুগের নকীবদের উপর ক্ষণে ক্ষণে ভয়ংকর কুফরী ফতোয়া আরোপিত হয়েছে। কিন্তু কেন এমন ঘটনা ঘটে? যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের দিকে কেন সমকালীন মুফতিয়ানে কেরাম ফতোয়ার নল তাঁক করে বসেন?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ ফরমান, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীতে এমন একজন মুজাদ্দিদ পাঠিয়ে থাকেন যিনি তাদের দ্বীনকে পুন:সংস্কার করেন।

সূত্র: আবূ দাউদ শরিফ-৪২৯১, মুস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন-৮৫৯৩

আবূ দাউদ শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ "আউনুল মা'বূদ" নামক কিতাবে "দিনের পুন:সংস্কার" এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তিনি সুন্নাতকে বিদআত থেকে আলাদা করে স্পষ্ট করে দিবেন। দ্বীনি ইলমের ব্যাপক প্রচার প্রসার ঘটাবেন। উলামায়ে কেরামের সম্মান করবেন। বিদআত উচ্ছেদ করবেন এবং বিদআতকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিবেন।

সূত্র : আউনুল মা'বুদ শরহু সুনানি আবী দাউদ/আলমাকতাবাদুশ শামেলা ৯/১৩৫১

উক্ত হাদিসটির ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শুধু মুজাদ্দিদগণের উপরই তৎকালীন মুফতিদের একাংশ নির্দয়ভাবে ফতোয়ার কলম চালিয়েছেন। কারণ, নবীন আলেমগণ সর্বদা পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামকে অনুসরণ করে থাকেন। এভাবে অনুসরণ পরম্পরায় দ্বীনের ভিতর নিত্যনতুন "আবিষ্কার" সংযোজিত হতে থাকে। এভাবে ধীরে ধীরে শতাব্দীর চূড়ান্তে এসে দ্বীনের অধিকাংশ কর্মকান্ডই "রেওয়াজ" হয়ে যায়। তখন দ্বীন বলতে শুধু রেওয়াজকেই বুঝানো হয়। ফলে মুজাদ্দিদ এসে যখন সংস্কার শুরু করেন তখন অনুকরণপ্রিয় আলেমদের নিকট মনে হতে থাকে যে, তিনি দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলেছেন। তখন দ্বীনের নামে রেওয়াজ রক্ষা করতেই তারা ফতোয়া নিয়ে চড়াও হন মুজাদ্দিদের উপর। ইমাম বুখারী রহ. তো শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার কাছে যাওয়ার আর্জী পেশ করেন। মিশকাতের শরাহ মিরকাতুল মাফাতীহের মাকতাবায়ে রশীদিয়া সংস্করণে ইমাম বুখারীর জীবনী দেয়া আছে। পড়লে চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হবে। মুফতিয়ানে কেরামের কাছে কেন তাঁকে এত সমালোচিত, নাজেহাল ও অপদস্থ হতে হলো?

এ প্রশ্নের জবাবে উপমহাদেশের অন্যতম মুহাদ্দিস যফর আহমদ উসমানী রহ. বলেন যে, "মানুষ ততক্ষণ সিদ্দীকীন তথা সর্বোচ্চ বুযুর্গী লাভ করতে পারে না যতক্ষণ অনুরূপ ৭০ জন বুযুর্গ তাকে কাফের ও মুরতাদ ফতোয়া না দেন।" আওলিয়ায়ে কেরামের বেলায় এটিই আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত নিয়ম।

সূত্র: ই'লাউস সুনান ৩/২৮ ও মুকাদ্দমায়ে মুসনাদে ইমাম আজম ১/৩৮।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ.-এর উপর "কুফরি ফতোয়া"

উপমহাদেশের সকল উলামায়ে কেরামের যাবতীয় দ্বীনি বিষয়, ফিকহি সিলসিলা, হাদিসের সনদ, তাযকিয়ার শাজারাহ গিয়ে একত্রিত হয়েছে শাহ ওয়ালি উল্লাহ রহ. এর সাথে। তাকে বাদ দিয়ে উপমহাদেশের ইসলামের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। আপনি শুনে অবাক হবেন, এই মহান যুগসংস্কারক আলেমে দ্বীনের উপরেও তৎকালীন উলামায়ে কেরামের একটি বড় অংশ কুফরী ফতোয়া দিয়ে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন। এমনকি কাফের হিসাবে তাকে হত্যা করার জন্য বারবার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন এই ফতোয়াবাজব আলেম শ্রেণি। আরো বিস্তারিত দেখুন : হায়াতে ওয়ালী, পৃষ্ঠা নং-৩২১।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ. ঐ ব্যাক্তি, যিনি দীর্ঘ এগারো বছর সাধনার পরে কুরআন শরীফের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছিলেন উপমহাদেশে। তখন

সর্বত্র ফারসি ভাষার প্রচলন ছিল। ফারসি ভাষায় তিনি কুরআনের তরজমা "ফাতহুর রাহমান" প্রকাশের পর তৎকালীন উলামায়ে কেরাম না বুঝেই আরবী কুরআনকে ফারসি ভাষায় রুপান্তর করার অপরাধে তার উপর ভয়ংকর "কুফরি ফতোয়া" আরোপ করেন। তার বিরুদ্ধে মিটিং-মিছিল আর অবরোধ ও হামলাসহ এমন কোন ন্যাক্কারজনক ঘটনা নেই যা স্বগোত্রীয় মুফতিদের দ্বারা হয়নি। "আমিরুল রুয়াত" গ্রন্থে আছে 'এই ফতোয়ার কারনে তাঁকে তাঁর এলাকা থেকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে বের করে দেয়া হয়েছিল। এই কুফরী ফতোয়া শাহ সাহেব রহ. এর উপর দীর্ঘ ২৫ বছর তথা দুই যুগের অধিকাল বলবৎ ছিল। বিস্তারিত দেখুন ঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ আউর উনকি সিয়াসি তাহরিক, মাওলানা উবায়দুল্লাহ।

মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. এর উপর "কুফরি ফতোয়া"

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ক্বাসিম নানুতবী রহ.-এর উপরও খোদ ওনার নিকটস্থ উলামায়ে কেরামের দ্বারা ফতোয়া এসেছে। একবার লাখনৌর 'পুরকাজী' নামক অঞ্চলে শিয়াদের মুহাররমী অনুষ্ঠানে চলছিলো। তখন নানুতবী রহ. সেই এলাকায় অবস্থান করেছিলেন। শিয়াদের একটি প্রতিনিধি দল এসে নানুতবী রহ. কে তাদের তাযিয়া মিছিল ও মাতম অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিলো। তিনি দাওয়াত কবুল করলেন। সেখানে বক্তব্যও রাখলেন। তাঁর সেই বক্তব্য পরবর্তী অনেকের হেদায়াতের পথ খুলে দিলেও তখন পুরো ভারতবর্ষজুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া ও নিন্দার তুলকালাম ঘটে যায়। মানাযির আহসান গিলানী রহ. এর ভাষায় "খালবালি মাচ গায়ি"।

বিস্তারিত দেখুনঃ সাওয়ানেহে কাসেমী ২/৬৮, মাকতাবায়ে দারুল উলূম

শেষ হয়নি ফতোয়া ও সমালোচনার ক্ষতি। তবে নানুতবী রহ. তা থোড়াই পাত্তা দিয়েছেন। কিন্তু শেষে নিজের মানুষদের প্রশান্তির জন্য সেই দৃঢ় উত্তর শুনিয়ে দেন "শক্তিসম্পন্ন সাধক বিষ খেয়েও হজম করতে পারে"। বিষের কোন প্রতিক্রিয়া তাঁর দেহে প্রকাশ পায় না।

যার পাকস্থলী দূর্বল সে তো সামান্য তৈল ব্যঞ্জনেও অসুস্থ হয়ে পড়ে। (শিয়াদের তাযিয়া মঞ্চে) যদি হালুয়া গ্রহণ করে থাকি তাহলে তাদের মঞ্চে সত্য কথা ও তো পৌঁছে দিয়েছি"। দেখুন সাওয়ানেহে কাসেমি ২/৬৮। টীকায় কারী তৈয়্যব রহঃ লিখেন, "তিনি দাওয়াত গ্রহণ করেছেন" এটি জানা যায় কিন্তু "খেয়েছেন" বলে কোন তথ্য নেই। বিস্তারিত দেখুনঃ মুফতি

ফয়যুল্লাহ্ আমান কাসেমী কৃত হৃদয়ের আঙিনায় নববী দাওয়াত, মাসিক পাথেয় জুলাই ও আগস্ট-২০১৫ সন।

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি রহ.-এর উপর "কুফরি ফতোয়া"

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি বৃটিশ বিরোধী বিখ্যাত রেশমী রুমাল আন্দোলনের অন্যতম মহানায়ক। ওনার উপর তৎকালীন দেওবন্দী কতিপয় আলেম তার কিছু সমকালীন চিন্তাধারা নিয়ে ব্যাপকভাবে "কুফরি ফতোয়া" প্রদান করেন। এ বিষয়ে ইতিহাস গবেষক নুর উদ্দিন আহম্মদ "সিন্ধির জীবনী" নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি দেওবন্দে শিক্ষালাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি দেওবন্দের বাহ্যিক রুপ, রং এবং আকৃতি-প্রকৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এর যে চিন্তাধারা দ্বারা দেওবন্দের বিশিষ্ট মুরুব্বিগণ অনুপ্রাণিত ছিলেন, তিনি সে আদর্শ ও দর্শনের মর্মমূলে পৌঁছে ছিলেন। শায়খুল হিন্দ ও তাঁর এরুপ যোগ্য শিষ্যের কাছে মেজাজ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, খোদ দেওবন্দের উলামা কেরামের একাংশের তা মন:পুত ছিল না। এজন্য তাঁরা মাওলানা সিন্ধির উপর একের পর এক কাফেরী ফতোয়া ছুড়তে থাকেন। বিস্তারিত দেখুন ঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারাঃ ভূমিকা:- মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী।

কুতুবে আলম মাদানী রহ. এর উপর "কুফরি ফতোয়া"

বেশী দূরের কথা নয়, সিলেট বিভাগের অর্ন্তগত শায়েস্তাগঞ্জ জেলার কুতবে আলম সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. কে আক্রমন করা হয়েছিল কংগ্রেসের দালাল বলে। তাকে পুড়িয়ে মারার জন্য মুসলিম লীগের মুসলমান কর্মীরা ট্রেনে তার কামরায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ আপন কুদরতে সেদিন তাঁকে বাঁচিয়ে ছিলেন। শাইখুল ইসলাম মাদানী রহ. এর পাগড়ী একজন টেনে খুলে নিয়েছিলেন। সেই সময় যখন তাঁর গায়ে হাত তোলা হচ্ছিলো তখন তাঁর খাদেম আঘাতগুলোকে নিজের গায়ে নিচ্ছিলেন। তাঁকে রক্ষা করতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। ঘটনাটি প্রায় প্রতিটি জীবনীতেই আলোচনায় এসেছে।

১৯৪৭ সালে হিন্দুস্তানজুড়ে হযরত মাদানী রহ. কে কাফের ফতোয়া প্রদানের হিড়িক পড়ে যায়। স্রোতের সাথে ভেসে আজীবন ভক্ত আল্লামা ইকবালের মতো যুগ সচেতন পন্ডিত মাদানী রহ.কে কাফের ফতোয়া প্রদান করে রীতিমত

কিতাব লেখে ফেলেন। অগত্যা হযরত রহ. নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে "মুত্তাহিদায়ে কাওমিয়্যাত আওর ইসলাম" নামে একটি কিতাব রচনা করেন।

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত ঘটনাগুলো নিশ্চয় আপনার অন্তরে দাগ কেটেছে। কিন্তু আউলিয়া কেরামের ব্যাপারে এটাই আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত বিধান। কেননা তারা হলে নবীদের যোগ্য ওয়ারিস। "কুরআনে কারীমে সূরা ইয়াসীনের ৩০নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ হায় আফসোস বান্দাদের জন্য! এমন কোন নবী আসেন নি যাদের সাথে তারা বিদ্রুপ করেনি। অনুরুপভাবে বুখারি শরীফের ৫৩২৪ নং হাদিসে বর্ণিত আছে "মানুষের মধ্যে দ্বীনের খাতিরে সবচেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন নবীগণ। তারপর যাদের সাথে নবীদের যত বেশি মিল হয়েছে তারাও তত বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন।

আজ তাদেরই উত্তরসূরী দাওয়াত ও তাবলীগের বর্তমান আমির হযরতজী হজরত মাওলানা সা'দ কান্ধলভী হাফিযাহুল্লাহর উপর চলমান ফতোয়া ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াবলি পর্যবেক্ষণ করলে খুব সহজেই বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ওনাকে মুজাদ্দিদের মাকামে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাই আসুন মুজাদ্দিদের ইকরাম ও ইহতিরাম বজায় রেখে তার আনুগত্যে বেদাতমুক্ত আমলে সচেষ্ট হই। আমিন।

ওলামা হজরতগণের প্রতি একজন মুর্খ তাবলিগওয়ালার খোলা চিঠি

আমার নাম হোসাইন মিয়া। আমি চট্টগ্রাম শহরে রিক্সা চালাই। বস্তিতে পরিবারসহ থাকি। জীবনের বিশাল একটা অংশ গাফলতিতে কেটে গেছে। আমারই বস্তির আরেক রিক্সাওয়ালা ভাইয়ের মেহনতে আমার জীবনের এই পরিবর্তন।

হজরত! আমাকে বুঝানোর জন্য কোনো আলিম আসেননি। কোনো আলিমের কাছে দ্বীন শেখার আমার সুযোগই হয়নি। আমার এই রিক্সাওয়ালা ভাই আমাকে প্রায় অশুদ্ধ কয়েকটা সূরা শিখিয়েছে। এই সূরা দিয়েই আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। জামাতে প্রতিবার তিন দিন দিতে গেলে শুদ্ধ করার চেষ্টা করি। তাও আমারই মতো কোনো মতে পড়নেওয়ালা অন্য কোনো তাবলীগি ভাইয়ের কাছ থেকে।

ছোটবেলা থেকে আলিম-ওলামার সাথে আমার সম্পর্ক এই এতটুকু যে, কখনও পেটে ব্যথা শুরু হয়ে গেলে হুজুরের হাতে দশ টাকা গুঁজে দিয়ে পানি পড়া নিয়েছি। ঘরে কখনও মুরগি জবাই করতে হলে কোনো হুজুরের হাতে দশ টাকা গুঁজে দিয়ে জবাই করিয়েছি। ছোটবেলা মাসে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে বলে বাবা-মা মক্তবে দেননি।

একটা অশুদ্ধ কালিমাই আমার দাদীর কাছে শেখা। কোনো হুজুর কখনও শুদ্ধ করে দিতে আসেন নি। কত হুজুরকে রিক্সা করে টেনে নিয়ে গেছি। কখনও মহব্বত করে নামাজ পড়ার কথাও বলেন নি। ফলে দ্বীনের নিসবতে কোনো আলিমের সাথে সম্পর্কও গড়ে উঠে নি।

হজরত! আপনারা মনে কষ্ট নেবেন না। ঠিক কথাটি বলতে গেলে দ্বীন যতটুকু শিখেছি, তা আমার মতো জাহেল আওয়ামদের কাছেই শিখেছি। শুধু আমি না, আমার মতো শত শত হোসেন মিয়া।

জানতামই-না আলিম কী জিনিস? এই আওয়ামদের সাথে তাবলিগে গিয়েই শিখেছি। যার মাঝে তিন প্রকারের ইকরাম নেই, সে রসুলের উম্মতের অন্তর্ভূক্ত না–বড়কে সম্মান করা, ছোটকে স্নেহ করা, আলিম-ওলামাকে তাজিম করা।

হজরত, রাগ করবেন না।তাবলিগের একটা কাম ছিল বলেই আমার মতো শত শত হোসেন মিয়া দ্বীন পেয়েছে। আপনারা আলিম। আপনাদের দ্বীনের জন্য মহব্বত করি। মাদ্রাসায় দ্বীন শিখানোহয় বলে মাদ্রাসাকে মহব্বত করি। কিন্তু তাবলীগের এই কাজটাকে জানের চেয়ে বেশি মহব্বত করি। যে সমস্ত জাহেল আওয়ামরা হাতে-পায়ে ধরে তাবলীগে নিয়ে গেছে তাদেরও জানের চেয়ে বেশি মহব্বত করি।

মহব্বতের ক্ষেত্রে এভাবেই আমি এখনও জাহেলই রয়ে গেছি।

হজরত! আমি সাদ সাহেবকে চিনি না। ওয়াসিফ সাহেবকে কিংবা যুবায়ের সাহেবকে চিনি না। আমার বস্তির জিম্মাদার শামসু মিয়াকে চিনি। শামসু মিয়া আমাকে ইজতিমায় নিয়ে গেছে। বয়ান-টয়ান কিছু বুঝি নি। কিন্তু এতগুলো মানুষ। এত বড় প্যান্ডেল। এতগুলো ল্যাট্রিন আর এতগুলো বাঁশের খুঁটি গুনে সুবহানাল্লাহ পড়ে চিল্লায় চলে গেছি। ঠিক একই অবস্থা আমার মতো শত শত হোসাইন মিয়ার। চিল্লা দিয়ে দ্বীনের গুরুত্ব বুঝেছি, নামাজ-রোযা ধরেছি। আমার মতো মুর্খ মানুষ আর কি বুঝব?

ইজতিমায় কারা বয়ান করে? কি বয়ান করে? বুঝি না। এতটুকু বুঝি, এরা আল্লাহ ও রাসুলের কথা বলছে। না বুঝলেও কথাগুলি শুনি আর এক লাফে চিল্লার জন্যে দাঁড়াই।

আপনারা. আলিম মানুষ। অনেক কিতাবপত্রও লিখেন। আমরা মুর্খ মানুষ। কিতাব পড়ি-টড়ি না। হয়ত আপনার কিতাবের দশ-বারো হাজার কপি ছাপা হয়। কিছু মানুষ পড়ে। আমরা মুর্খ মানুষদের এতে কোনো ফায়দা নেই। আমরা শামশু মিয়ার সাদাসিধে বয়ান শুনে কাঁদি আর দ্বীনের জন্য আগ্রহ পাই। ব্যস! আমাদের দ্বীন এতটুকু। আপনি আমার এইঅবস্থা শুনে আমাকে মন্দ বললেও আমার আর কিছু করার নেই। আমাদের শেষ পর্যন্ত অবলম্বন এই শামশু মিয়াই।

আমরা কাকরাইল চিনি। কাকরাইল থাকুক। এটি আমরা চাই। টঙ্গি ইজতিমা চিনি। ইজতিমায় আসতে চাই। আপনাদের লিফলেটের ভাষাও আমরা বুঝি না। দলিলও বুঝি না।

আমরা আম মানুষ। তাবলীগই আমাদের অবলম্বন। এই মেহনতের ক্ষতি আমরা কিভাবে বরদাশত করব? এই মেহনতের বদনাম আমরা কেমনে সইব? আপনারা হয়ত অনেক কিছুর বিরুদ্ধে সরব। আমরা এতকিছু বুঝি না। আমরা কেবল এতটুকু চাই, আমাদের মুরুব্বিগন এক থাকুন। মারকাজে বসে আমাদের নিগরানি করুন।

আপনারা যাই করেন, আমার মতো হোসাইন মিয়াদের কথা মাথায় রাখিয়েন। কারণ আমরা জানি, আমাদের কাছে এই জাহেল তাবলীগওয়ালারা ছাড়া আর কেউ আসবে না।

আপনারা তাবলীগের কল্যাণ চান। ভালো কথা। কল্যাণ কামনা দেখাতে গিয়ে মেহনতটা যেন বরবাদ না হয়। আপনাদের হিকমত ও কৌশলের কারণে যদি আমরা হোসাইন মিয়ারা বঞ্চিত হই, কিয়ামতের ময়দানে কিন্তু আপনাদের দেখে নিব। আল্লাহর দরবারে আপনাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাব। বলব, হে আল্লাহ! এরা আমাদের কখনও শিখায়ও নি, উল্টো আমাদের হেদায়াতের ময়দানটাকে সমালোচনার বাণে নষ্ট করেছে।

আপনি দ্বীনের কল্যাণ কামনা.করুন, কিন্তু হোসাইন মিয়াদের কথাএকটু মনে রাখিয়েন। নইলে আপনার ইসলাহ প্রচেষ্টায় বাতিলই খুশি হবে, ইহুদি-নাসারা খুশিতে নাচবে। আর ইসলাম এক কোনায় বসে চোখের জল ফেলবে।

ইতি

হোসাইন মিয়া

এক মুর্খ তাবলীগওয়ালা

দারুল উলুম দেওবন্দ ও নিজামুদ্দীন
এক লক্ষ্যের দুই মারকাজ

আল্লাহ পাক মানবজাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে যুগে যুগে যেমন নবী রাসুল পাঠিয়েছেন, তেমনি সময়, অবস্থান ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুগসংস্কারক মহান ব্যক্তিরাও এ ধরায় আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাদের সংস্কার আন্দলনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে মারকাজ বা পরিচালনা কেন্দ্র। এ ধারাবাহিকতা বর্তমান যুগের বিশাল দুটি আন্দলনের নাম দারুল উলুম দেওবন্দ ও নিযামুদ্দিন বা দাওয়াত ও তাবলিগ। অভিন্ন লক্ষ্য নির্দেশক দ্বীনের দুই সুউচ্চ আলোক মিনার। যুগ যুগ ধরে এই দু'য়ের সহযোগিতামূলক সহঅবস্থান শুধু হিন্দুস্থানেই না, সারা মুসলিম জাহানকে দেখিয়েছে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। আল্লাহ পাক এ দুই মারকাজকে অন্যদের কুনজর থেকে হেফাজতে রাখেন।

একথা অনস্বীকার্য যে, লক্ষ্য এক হলেও কার্যকারিতার বিচারে দুই মেহনতের কর্মপদ্ধতি, পরিচালনাগত মূলনীতি, পরিধি ও কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতা প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বিদ্যমান। দারুল উলুম দেওবন্দ যেমন তালিমমুখী, দাওয়াত প্রাসঙ্গিক। তেমনি দাওয়াত ও তাবলিগের মূল লক্ষ্যই হলো দাওয়াত। দেওবন্দ নির্দিষ্ট মাযহাবের উপর যতটা সরব দাওয়াত ও তাবলিগ মাযহাবগত বিষয়ে ততটাই নিরব। দারুল উলুম নির্দিষ্ট জায়গায় যতটা গভীর, দাওয়াত ও তাবলিগ সীমারেখাহীন সময় ততটাই বিস্তৃত। একই মুদ্রার এপিঠওপিঠ। একই গাছের দু'টি ফল। একই বেদনার দু'টি ফসল।

মাওলানা ইলিয়াস রহ. একবার উনার শায়খ গাঙ্গুহী রহ.-কে হালত জানালেন যে, যিকিরের সময় বুকের বাঁ দিকে ব্যাথ্যা অনুভব হয়। গাঙ্গুহী রহ. আতঁকে উঠে বলেছিলেন, হরযত কাসেম নানুতাবী রহ. হাজি ইমদাদুল্লাহ মোহাজরে মক্কী রহ.-এর কাছে উনার এমন হালতের কথা জানিয়েছিলেন। হাজী সাহেব রহ. উনাকে বলেছিলেন, আল্লাহ হয়ত তোমার দ্বারা বড় কোনো কাজ নিবেন। পরবর্তীতে ঠিকই নানুতবি রহ.-এর হাতে দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইলিয়াস রহ.-এর মাধ্যমে

দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনত শুরু হয়। দীর্ঘ বিরতির পর নবী-সাহাবাদের নকশায় নিজের জান-মাল নিয়ে উম্মত দ্বিতীয়বার এ মেহনত নিয়ে দাঁড়াবে যুগের জ্ঞানীজন কেউ তা বিশ্বাস করেনি। সবার প্রশ্ন ছিল, আমরা আলেম বিদগ্ধ ব্যক্তিদের বেতন দিয়ে এ কাজ করাতে পারছি না। তুমি সাধারণ মানুষ দ্বারা তার উপর নিজের খরচে এ মহান কাজ কিভাবে আঞ্জাম দিবে? তবে সবার উনার প্রতি আস্থা ছিল এবং আল্লাহর ইচ্ছা ছিল কাজ নেয়ার। এ দুর্বল মানুষটা উনার প্রচন্ড রুহানী শক্তি দিয়ে চোখের পানিকে পুজি করে শত বাধার বিন্ধাচল পাড়ি দিয়ে এ কাজ নিয়ে দাঁড়ালেন। জীবন উৎসর্গকারী এক জামাত তৈরি করলেন। দরুল উলুমে যখন প্রথম জামাত পাঠান তখন মুফতি কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. বললেন, আল্লাহর বান্দা অসাধ্য কাজ করে দেখিয়েই ছাড়লেন। থানা ভবনে জামাত গেলে হাকিমুল উম্মত থানভী রহ. খুশিতে বললেন, ইলিয়াস আমার নিরাশাকে আশায় রূপান্তরিত করল। স্বীকৃতির পর ইলিয়াস রহ. বলেছিলেন, এখন আর পৃথিবীর কেউ মেহনত ঠেকাতে পারবে না। সেই থেকে তাবলিগ নিজস্ব মূলনীতির উপর চলা শুরু করে। শুরুতে ওলামায় কেরামের অনেক প্রশ্ন থাকলেও কাজের ফায়দা দৃষ্টে আস্তে আস্তে মেঘ কাটতে শুরু করে। ইলিয়াস রহ. ওলামায় কেরামের কাছে যেতেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন এমন আলেমদের থেকে মশওয়ারা নিতেন। এভাবে নিজামুদ্দীন বাংলাওয়ালী মসজিদ থেকে পরিচালিত হতে থাকে দাওয়াতের কাজ। যে মসজিদকে ইলিয়াস রহ. অকল্পনীয় কোরবানি ও চোখের পানিতে ভিজিয়ে আল্লাহর দরবারে কবুল করান। তাই দেওবন্দ যেমন আমাদের ইলমের প্রাণকেন্দ্র তেমনি নিযামুদ্দীন আমাদের তাবলিগের মারকাজ। দেওবন্দ থেকে ইলমের মারকাজ সরে যাক সেটি আমরা চাই না। একইভাবে নিযামুদ্দীন থেকে দাওয়াতের কেন্দ্রীয় অবস্থান বাতিলের সহজ টার্গেট, বহুমত ও তরিকার উর্বর ক্ষেত্র, পাকিস্তানে ভিত্তিহীন আলমী শুরার আদলে কৌশলে স্থানান্তরিত হবে তা মেনে নেয়া হবে না। এটি আমাদের জযবা না। বরং আমাদের আকাবিরদের পরিষ্কার নিষেধ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বাতিলের ষড়যন্ত্র বুঝার তৌফিক দান করুক। আমিন।

দারুল উলুম দেওবন্দ ও মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.-এর অবস্থান পর্যালোচনা

কেন এ পর্যালোচনা

১ম ঘটনা

সিলেটের প্রখ্যাত মুহাক্কিক একজন আলেমে দ্বীনের সাথে দেখা করি। আমাদের সাথীরা উনাকে জিজ্ঞেস করেন, মাওলানা সা'দ সাহেব সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন তা কিভাবে বললেন এবং উনার বয়ানগুলোর ব্যাপারে কি আপনি নিজে তাহকিক করেছেন? হযরত বললেন, আমি আসলে সময় পাইনি, শুনেছি।

২য় ঘটনা

অত্যন্ত উঁচু স্তরের আরেকজন আলেম, সংগঠক বলেন, এ যাবৎ মাওলানা সা'দ সাহেবের বিপক্ষের আওয়াজই শুনলাম। অপর পক্ষের কোনো কথা তো শুনলাম না। সা'দ সাহেবের পক্ষের দলিল আমার কাছে নিয়ে এসো।

৩য় ঘটনা

ঢাকায় বড় এক মাদরাসায় ওলামায় কেরামের জোড় ছিল। জোড়ের পূর্বেই আমরা মুহতামিম সাহেবের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করি, হযরত এ জোড় কেন? তিনি বললেন, সা'দ সাহেব এটা বলেছেন, ঐটা বলেছেন ইত্যাদি। আমরা বললাম হযরত এগুলো থেকে উনি রুজু করেছেন। উনি অবাক হয়ে বলেন, আমি এটা জানিই না।

৪র্থ ঘটনা

ঢাকার বড় মাপের একজন শাইখুল হাদিস সাহেব আমাকে ফোন করলেন যে, তুমি তো সা'দ সাহেবের পক্ষে। তার বিপক্ষের কথাও তোমার শোনা দরকার। তুমি ইন্টারনেটে সা'দ সাহেব লিখে সার্চ দাও তাহলে তাহকিক পেয়ে যাবে। আমার মাথায় আসমান ভেঙ্গে পড়ল। যে বিষয়টি নিয়ে পুরো দুনিয়া দুই ভাগ হয়ে যাচ্ছে। দুই টাকার ইন্টারনেট কিভাবে তার তাহকিকের মাধ্যম হতে পারে?

এমন শত সহস্র ঘটনা আমাদেরকে এ উদ্যোগ নিতে বাধ্য করে।

আমাদের উদ্দেশ্য

১. একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা সবার সামনে আসুক। যাতে মাওলানা সা'দ সাহেবের কতটুকু ভুল তার চেয়ে বেশি মুআখাযা না হয়ে যায়।

২. নির্দিষ্ট একটি গ্রুপ যারা মাওলানা সা'দ সাহেবের ভুল ভাঙ্গিয়ে বিশ্ব বাণিজ্যের স্বপ্ন দেখছে, ওলামায় কেরামকে মাওলানার ভুলের উপর প্রভাবিত করে অন্য মাকসাদ অর্জন করতে যাচ্ছে, তাদের আসল উদ্দেশ্য আমাদের সামনে আসুক।

৩. আসলে তাবলিগ কোনো সংকটে নেই, আর না মাদরাসায়। সংকটে পড়ছে দ্বীন। তাবলিগ ও মাদরাসার মুখোমুখী অবস্থানে ক্ষতি হবে দ্বীনের ও সাধারণ মানুষের। নিযামুদ্দীন মাওলানা ইলিয়াস রহ. ও উনার খান্দানের মহববত যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালীর হৃদয়গহীনে প্রথিত। টান দিলেই তা উঠে যাবে না। সবকিছু সহনশীলতার সাথে গঠনমূলক ও নিরপেক্ষ হলেই উম্মতের জন্য খায়ের ও কল্যাণকর হবে।

আমাদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে আমরা আলোচ্য আলোচনাকে সাজিয়েছি এভাবে–প্রথমে দারুল উলুম দেওবন্দ এবং মাওলানা সা'দ সাহেবের চিঠির উত্তর-প্রতিউত্তর বা জবাব। এরপর দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্রদের লেখা মাওলানা নোমানি সাহেবকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি। এরপর মাওলানা সা'দ সাহেবের উপর আসা অভিযোগসমুহের জবাব। যেটি মাযহারুল উলুমের মোহতামিম হজরত মাওলানা সালমান সাহেবের নেতৃত্বে হয়েছে। পরিশেষে আছে আমাদের পর্যালোচনা এবং প্রসঙ্গিক আরো কয়েকটি বিষয়। চলুন দেখা যাক বিষয়গুলোর বিস্তারিত।

দারুল উলুম দেওবন্দের জরুরি ঘোষণা

জনাব মাওলানা সা'দ সাহেব কান্ধলভীর কিছু গলদ চিন্তাধারার মন্তব্য যোগ্য বয়ানাতের সম্পর্কে দেশ ও বিদেশের থেকে আসা চিঠিপত্রের পর্যালোচনা শেষে দারুল উলুম দেওবন্দের আসাতেজা ও মুফতিয়ানে কেরামের যৌথ স্বাক্ষরিত একটি সিদ্ধান্ত পাশ করা হয়।

কিন্তু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগে সংবাদ আসে যে, মাওলানা সা'দ সাহেবের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল দেওবন্দ আসতে চান।। প্রতিনিধি দলটি আসেন। উনারা মাওলানা সা'দ সাহেবের প্রেরিত কুশল বিনিময় করেন। উনি রুজু করতে তৈরি আছেন। সুতরাং যৌথ স্বাক্ষরিত সিদ্ধান্তের কপি প্রতিনিধি দলের মধ্যস্থতায় মাওলানা সা'দকে অর্পণ করা হয়। তারপর পুনঃরায় তার প্রতিউত্তর গৃহিত হয়।

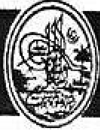
কিন্তু সামগ্রিকভাবে উনার অনুলিপিতে দারুল উলুম দেওবন্দ আশ্বস্ত হতে পারেনি। যার প্রারম্ভে চিঠির মাধ্যমে মাওলানা সা'দকে অবহিত করা হয়। দারুল উলুম দেওবন্দ আকাবেরদের প্রতিষ্ঠিত এই দাওয়াত ও তাবলিগের কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এতে গলদ ও ভ্রান্তীর সংমিশ্রণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে আকাবেরদের রক্ষণশীলতার লক্ষ্যে ও জামাতের ভূমিকাকে সমুন্নত রাখার ও এর গ্রহণযোগ্যতা টিকিয়ে রাখতে দেওবন্দের অবস্থান মাদরাসা, ওলামা ও সুশীল সমাজের সকল স্তরে জানিয়ে দেওয়াকে জরুরি মনে করছে। আল্লাহ পাক এই পবিত্র জামাতের হেফাজত করুন। হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমিন।

এরপর তিনটি স্বাক্ষর রয়েছে।

Ph. : (01336) 222429
Fax : (01336) 222768

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web : www.darululoom-deoban
Email : info@darululoom-deoban



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ..................

ضروری وضاحت

جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے بعض غلط نظریات وافکار اور قابلِ اشکال بیانات کے سلسلے میں ملک و بیرون ملک سے آمدہ خطوط و سوالات کے پیشِ نظر "دارالعلوم دیوبند" کے اکابر اساتذہ کرام اور جملہ مفتیان کرام کے دستخط کے ساتھ ایک متفقہ موقف قائم کیا گیا تھا؛ لیکن اس تحریر کے اجراء سے قبل یہ اطلاع ملی کہ مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے ایک وفد گفتگو کے لیے "دارالعلوم" آنا چاہتا ہے، چنانچہ وفد آیا اور اس نے مولانا محمد سعد صاحب کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ رجوع کے لیے تیار ہیں، چنانچہ متفقہ موقف کی کاپی وفد کے ہمراہ مولانا محمد سعد صاحب کی خدمت میں ارسال کردی گئی، پھر ان کی طرف سے اس کا جواب بھی موصول ہوا؛ لیکن مجموعی طور پر "دارالعلوم دیوبند" ان کی تحریر سے مطمئن نہیں ہوا، جس کی سردست کچھ تفصیل مولانا محمد سعد صاحب کے پاس خط کے ذریعہ ارسال کردی گئی ہے۔

دارالعلوم دیوبند اکابر کی قائم کردہ جماعت تبلیغ کے مبارک کام کو غلط نظریات و افکار کی آمیزش سے بچانے اور اکابر کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے، نیز جماعت کی افادیت اور علمائے حق کے درمیان اس کے اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے اپنا متفقہ موقف اہل مدارس، اہل علم اور امت کے سنجیدہ حضرات کی خدمت میں ارسال کرنا ایک دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک جماعت کی ہر طرح حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مسلکاً و عملاً راہِ حق پر قائم رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আলহামদুল্লিাহে...... আজমাঈন। আম্মা বাদ

এই মুহূর্তে বিশ্বের হক্কানী ওলামা ও মাশায়েখের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত চাওয়া হচ্ছে, জনাব মাওলানা সা'দ সাহেব কান্ধলভীর চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে দারুল উলুম দেওবন্দের সঠিক অবস্থানটি কি? সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে একটি নির্ভরযোগ্য ওলামাদল ও প্রতিবেশী দেশ থেকেও চিঠিপত্র পৌছেছে, নিজ দেশের থেকেও বিভিন্ন ফতোয়ার অনুলিপি দারুল ইফতায় জমা পড়েছে।

আমরা জামাতের অভ্যন্তরীন প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে অনুরোধ জানাই, বিগত কয়েক বছর যাবৎ মাওলানা সা'দকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ফতোয়া জানতে চাওয়া হচ্ছে। অনুসন্ধান শেষে প্রতীয়মান হয়েছে, তার বয়ানে কোরআন হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে। ভুল প্রামান্য, মনগড়া বিশ্লেষণ, নবীদের মর্যাদাহানী সংঘটিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে অতীত মনীষিদের মতাদর্শের বাইরে চলে গেছেন।

কিছু ফেকাহগত সমাধানে গ্রহণযোগ্য ফিকাহ গবেষণাকেন্দ্রের ঐকমত্যের বিপরীত মত প্রকাশে জন সম্মুখে চরমপন্থা অবলম্বন করছেন। তাবলিগের গুরুত্বারোপে সীমাতিরিক্ত করায় ধর্মীয় অন্য সংগঠনের অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। তাবলিগের রক্ষণশীল নিয়মের উপেক্ষা করা হচ্ছে। প্রবীণদের অমূল্যায়ন আচরণে জামাতের গত নেতৃবৃন্দ হজরত মাওলানা ইলিয়াছ রহ., হজরত ইউসুফ সাহেব রহ., হজরত এনামুল হাসান রহ.-দের পরিপন্থী।

মাওলানা সা'দের বিপক্ষে অভিযোগের সংগৃহিত আলামতে (কাটিং পেপার) যা প্রমানিত হয়েছে নিচে দেয়া হলো-

হজরত মুসা আ. জাতি এবং দল ছেড়ে আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন ও নির্জনতা গ্রহণ করায় বনি ইসরায়েলের পাঁচ লক্ষ ৮৮ হাজারের জনগোষ্ঠি ধর্মত্যাগ করেন। সূত্রপাতের কারণ হজরত মুসা আ.। তিনি দায়িত্বশীল ছিলেন। কর্তা হিসেবে উপস্থিতি আবশ্যকীয় ছিল। হারুন আ. সহযোগী অংশীদার ছিলেন।

আল্লাহর রাস্তায় আনাগোনা তওবার পরিপূর্ণতার জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করেছেন। তওবার তিনটে শর্ত মানুষ জানে। অথচ ৪র্থ শর্ত জানেই না। সেটা কী? বের হওয়া। ৯৯ টি হত্যাকান্ডের পর রাহেবের শরণাপন্ন হলে তাকে নিরাশ করা হয়েছিল। আলেমের শরণাপন্ন হওয়ায় তওবার জন্য তাকে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বলা হয়। আমলে আনায় তার তওবা কবুল হয়েছে।

এতে প্রতিয়মান হয় তওবার জন্য খুরুজ (বাসস্থান ত্যাগ) অপরিহার্য। এটি ছাড়া তওবা পরিপূর্ণ হয় না। লোকেরা তিনটি শর্ত মনে রেখেছে ৪র্থটি ভুলে গেছে।

হেদায়েত মিলার জায়গা শুধুমাত্র মসজিদই। দ্বীনের সেসব শোবা যেখানে শুধু দ্বীন পড়ানো হয় যদি সেসবের সম্পর্ক মসজিদের সাথে না হয় তাহলেও খোদার কসম তা দ্বীন হবে না। হ্যাঁ। দ্বীনের তালিম হবে মাত্র। কিন্তু তাতে দ্বীন হবে না। (এখানে মসজিদে যাওয়া বলতে তিনি শুধু নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া বুঝাননি। কেননা এটি তিনি মসজিদের আহমিয়ত ও দ্বীনের কথা মসজিদে গিয়েই বলতে হবে বুঝিয়েছেন।) এসবের বৃত্তান্ত অডিওতে রেকর্ড আছে। তার চিন্তাধারা এমন হয়েছে যে, দ্বীনের কথা মসজিদের বাইরে গিয়ে বলা খেলাফে সুন্নত।

পারিশ্রমিক নিয়ে দ্বীনের খেদমত করা দ্বীনকে বিক্রির সমার্থক। তালিম দিয়ে পারিশ্রমিক আদায়কারীদের আগেই জেনাকারীরা জান্নাতে যাবে।

আমার নিকটে ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল পকেটে রেখে নামাজ হবে না। তোমরা যত চাও মুফতিদের থেকে ফতোয়ানে নাও। এসব মোবাইলে কোরআন তেলোয়াত শোনা ও পড়া কোরআনের অপমান করা হয়। তাতে গুনাহ মিলবে। কোনো সওয়াব পাবে না। এসবের কারণে আল্লাহ পাক কোরআনের উপর আমলের তৌফিক কেড়ে নেন। যেসব মুফতিগণ এসবের জায়েজের ফতোয়া দিচ্ছেন তারা 'ওলামায়ে ছু' (বদকার আলেম)। তাদের দীল ও দেমাগ ইহুদি নাসারা দ্বারা প্রভাবিত। তারা বিলকুল জাহেল। খোদার কসম! আমার দৃষ্টিতে তাদের অন্তর আল্লাহ পাকের কালামের আজমত থেকে খালি। এ কথা আমি এজন্য বলছি যে, আমাকে এক বড় আলেম জিজ্ঞেস করেছে, এতে সমস্যা কী? আমি বুঝলাম যে, আসলে তার দীল আল্লাহর আজমত থেকে খালি। যদিও চাই তার বোখারি শরিফ মুখস্থ থাকুক। কেননা বোখারি অমুসলিমেরও মুখস্থ হতে পারে।

প্রত্যেক মুসলমানের কোরআন শরিফ বুঝে পড়া ওয়াজিব, ওয়াজিব, ওয়াজিব। যে এই ওয়াজিব তরক করবে তার তরকে ওয়াজিবের গুনাহ হবে। "আমার অবাক লাগে, আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার এসলাহি তাআল্লুক কার সাথে? এ কথা কেন বলা হয় না; আমার এসলাহি সম্পর্ক এই কাজের সাথে। আমার এসলাহি তায়াল্লুক দাওয়াতের সাথে। এ কথার একিন করো, আমালে দাওয়াত তরবিয়তের জন্য যথেষ্ট না। বরং জামিন। আমি অনেক গভীরভাবে ভেবেছি, কাম করনেওয়ালাদের পা পিছলিয়ে পড়ার আসল কারণ হলো; আমার তো চিন্তা হয়-এখানে (মার্কাজে) বসেই যারা বলেন ৬ নম্বর পুরা দ্বীন না। দৈ বিক্রেতা নিজেই দৈ টক বললে ব্যবসা করতে পারবেন না। আমার বড় অবাক লেগেছে! আমাদেরই এক সাথি আমার কাছে এসে বলেন, আমার এক মাসের ছুটি দরকার। আমার অমুক শায়েখের খেদমতে এতেকাফের জন্য যেতে হবে। আমি বলেছি, এখন পর্যন্ত তোমরা দাওয়াত ও এবাদতকে এক সঙ্গে করলে না। তোমার তো তাবলিগে কমপক্ষে ৪০ বছর হয়ে গেছে! ৪০ বছর তাবলিগে চলার পর একজন এটিও বলতে পারে, আমার এক মাসের ছুটি দরকার। কেননা এক মাসের এতেকাফে যেতে চাই। আমি বলেছি, যে ব্যক্তি দাওয়াত থেকে ছুটি চাচ্ছে এবাদতের জন্য; সে দাওয়াত ছাড়া এবাদতে কিভাবে তরক্কি করবে? আমি ছাফ ছাফ বলেছি, আমালে নবুওত ও আমালে বেলায়েতের মাঝে যে মূল পার্থক্য আছে পার্থক্যটা শুধু নকল ও হরকত নেই। আমি ছাফ ছাফ বলেছি, আমরা শুধু দ্বীন শেখার তশকিল করছি না, কেননা দ্বীন শেখার আরো অনেক রাস্তা আছে। ব্যস্। তাবলিগে বের হওয়াই কেন জরুরি হবে? দ্বীনই তো শেখা উদ্দেশ্য! মাদরাসায় শিখে নাও, খানকায় শিখে নাও।"

এসব বয়ানের কিছু অংশ দ্বারা বুঝা যায়, মাওলানা সা'দের কাছে দাওয়াতের প্রশস্ত অর্থকে তিনি তাবলিগ জামাতের মওজুদা নিয়মের কাছেই সীমাবদ্ধ করেছেন। শুধু এটিকেই তিনি আম্বিয়া ও সাহাবাদের মেহনতের তরিকা মনে করেন। এ বিশেষ নিয়মে করাকেই সুন্নত ও হুবহু আম্বিয়াদের মেহনত ঘোষণা করেন। অথচ জমহুর উম্মতের মতামত হলো, দাওয়াতে তাবলিগ একটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। যার ব্যাপারে শরিয়তে কোনো খাছ হুকুম নির্দিষ্ট করেনি। যেটি ছেড়ে দেওয়াতে সুন্নতের

তরককারী বিবেচিত হবে। বিভিন্ন যুগে দাওয়াত ও তাবলিগের শেকেল ভিন্ন ছিল। কোনো যুগেই দাওয়াতের কাজের থেকে ভ্রুক্ষেপহীনতা প্রকাশ পায়নি। সাহাবাদের পর তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আয়েম্মায়ে মুজতাহিদিন, ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন, মাশায়েখ ও আউলিয়া এবং নিকটবর্তী সময়ে আমাদের আকাবেরগণ বিশ্বব্যাপী দ্বীনকে জিন্দা করার মুখতালেফ তরিকা এখতিয়ার করেছিলেন।

আমরা সংক্ষিপ্তাকারে কিছু আরজ করলাম। নতুবা এছাড়াও অনেক এমন কথা আছে যা জমহুর ওলামাদের থেকে সরে গিয়ে একটি নতুন মতবাদের উদ্ভাবন করছেন। এসব কথা ক্রুটিপূর্ণ হওয়া প্রমানিত হয়ে গেছে। এখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এর আগেও দেওবন্দের পক্ষ থেকে কয়েকবার চিঠি মারফত ও দেওবন্দে তাবলিগি জলসায় বাংলাওয়ালী মসজিদের প্রতিনিধি দলের সামনে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু চিঠির এখন পর্যন্ত কোনো জবাব মেলেনি।

তাবলিগ জামাত একটি বিশেষ দ্বীনি জামাত। যেটি আমলী ও মাসলাকি দিক দিয়ে জমহুর উম্মত ও আকাবেরদের থেকে হটে গেলে সঠিক পথে থাকতে পারবে না। আম্বিয়াদের শানে বেআদবী, ভ্রান্ত চিন্তাধারা, তফসির বির রায়, হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যায় ওলামায়ে হক কখনো একমত হতে পারেন না। এবং নিরব থাকতে পারেন না। কেননা এ ধরণের চিন্তাধারা পরবর্তিতে পুরো জামাতকে হকের রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে দেয়। যেমন পূর্বেও কিছু এসলাহি ও দ্বীনি জামাতের সাথে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

এ কারণে আমরা পেশকৃত এসবের আলোকে মুসলিম উম্মাহকে বিশেষভাবে তাবলিগের আম সাথিদেরকে সতর্ক করানো দ্বীনি দায়িত্ব মনে করছি। যে, মাওলানা মোহাম্মদ সা'দ সাহেব এলমের স্বল্পতার কারণে তার চিন্তা চেতনায় কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যায় জমহুর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের থেকে হটে যাচ্ছেন। যা নিঃসন্দেহে গোমরাহীর রাস্তা। সে কারণে এসব ব্যাপারে চুপ থাকা যায় না।। কেননা এসব চেতনা যদিও এক ব্যক্তির হতে পারে কিন্তু এটি খুব দ্রুত জনসাধারণের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ছে।

তাবলিগের ময়দানে প্রভাব রাখেন এমন মধ্যম পন্থার অনুসারি সুশৃঙ্খল জিম্মাদারদেরকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি; যে, আকাবেরদের প্রতিষ্ঠিত জমহুর ও বিগত আকাবেরদের মাসলাক ও তরিকার উপর অটল

থাকার চেষ্টা করা চাই। মৌলভী সা'দ সাহেবের যেসব গলদ চিন্তা চেতনা আওয়ামদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে তা সংশোধনের চেষ্টা করুন। যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তাহলে খাতরা আছে। তাবলিগের সাথে সম্পৃক্ত একটি বড় অংশ গোমরাহীর শিকার হয়ে ভ্রান্ত দলে পরিণত হবে।

আমরা সকলেই দোয়া করছি, যেন আল্লাহ পাক এই জামাতের হেফাজত করেন। আকাবেরদের অনুসরণে এখলাসের সাথে তাবলিগ জামাতকে চির আবাদ রাখেন। সর্বদা অগ্রসরমান রাখেন। আমিন। ছুম্মা আমিন।

বি:দ্র: পূর্বে তাবলিগ জামাতে সম্পৃক্ত ব্যক্তির থেকে এধরণের ত্রুটি হয়েছিল। সে সময়ের ওলামায়ে দ্বীন যেমন হযরত শাইখুল ইসলাম প্রমুখ তাদেরকে সতর্ক করেছেন। তারা সতর্ক হয়েছেন। এখন স্বয়ং জিম্মাদার সাহেবই এ ধরণের কথা বরং এর চেয়ে আগে বেড়ে গেছেন যা স্পষ্ট। তাকে মনযোগ আকর্ষণ করানো হচ্ছে। কিন্তু তিনি মনযোগ দিচ্ছেন না। যার কারণে এই গোমরাহী থেকে বাঁচানোর জন্য এই "ফতোয়া"র সত্যায়ন করা হলো।

স্বাক্ষরসমূহ

১। মুফতি হাবিবুর রহমান খায়রাবাদি। মুফতিয়ে আজম, দারুল উলুম দেওবন্দ।
২। মাওলানা আবুল কাসেম নোমানি। মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ।
৩। মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী। সদরুল মুদাররিসীন দারুল উলুম দেওবন্দ।
৪। মাওলানা আবদুল খালেক সাম্ভলী। নায়েবে মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ।
৫। মাওলানা আবদুল খালেক মাদরাজী। নায়েবে মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ।
৬। মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ আজমি। সিনিয়র মুহাদ্দিস, দারুল উলুম দেওবন্দ।
৭। মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি। সিনিয়র মুহাদ্দিস, দারুল উলুম দেওবন্দ।
৮। মুফতি জাইনুল ইসলাম। দারুল ইফতা। দারুল উলুম দেওবন্দ।
৯। মুফতি আসাদুল্লাহ। দারুল ইফতা। দারুল উলুম দেওবন্দ।
১০। মুফতি নোমান সিতাপুরী। দারুল ইফতা। দারুল উলুম দেওবন্দ।
১১। সাইয়্যিদ কারী উসমান।
১২। মুফতি ওকার।
১৩। মুফতি মুসআব।
১৪। মুফতি মাহমুদ হাসান বুলন্দ শহরি।

Ph : (01336) 222429
Fax : (01336) 222768

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web : www.darululoom-deoband.com
Email : info@darululoom-deoband.com



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ......96/3...... التاریخ:..........

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للّٰہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد وآلہ وأصحابہ أجمعین. أمابعد:

اس وقت دنیا کے بہت سے علمائے حق اور مشائخ وغیرہ کی طرف سے یہ تقاضہ کیا جا رہا ہے کہ جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے نظریات اور افکار کے سلسلے میں "دارالعلوم دیوبند" اپنا موقف واضح کرے، حال ہی میں بنگلہ دیش کے معتمد علماء اور پڑوسی ملک کے بھی بعض علماء کی طرف سے خطوط موصول ہوئے ہیں اور اندرون ملک سے بھی "دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند" میں کئی استفتاءات آئے ہوئے ہیں۔ ہم جماعت کے داخلی انتشار و اختلاف اور نظم و انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گذشتہ کئی سالوں سے استفتاءات اور خطوط کی شکل میں مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی سے متعلق جو نظریات و افکار دارالعلوم کو موصول ہو رہے ہیں، تحقیق کے بعد اب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط یا مرجوح تشریحات، مثلاً استدلالات اور تفسیر بالرائے پائی جا رہی ہے، بعض باتوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں، جن میں موصوف جمہور امت اور اجماع سلف کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، بعض فقہی مسائل میں بھی وہ معتبر دارالافتاؤں کے متفقہ فتوے کے برخلاف بے بنیادی رائے قائم کر کے عوام کے سامنے شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، نیز تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت وہ اس طرح پر بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید اور ان کا استخفاف ہو رہا ہے اور سلف کی پرانی دعوتی ترتیبوں کا رد و انکار لازم آ رہا ہے، نیز اس کی وجہ سے اکابر و اسلاف کی عظمت میں کمی؛ بلکہ استخفاف پیدا ہو رہا ہے۔ ان کا یہ رویہ جماعت تبلیغ کے سابقہ ذمہ داران: حضرت مولانا الیاس صاحبؒ، حضرت مولانا یوسف صاحبؒ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحبؒ کے یکسر خلاف ہے۔

مولانا محمد سعد صاحب کے بیانات کے جو اقتباسات ہم تک موصول ہوئے ہیں، جن کی نسبت ان کی طرف ثابت ہو چکی ہے، ان میں سے چند یہ ہیں:

"حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم اور جماعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مناجات کے لیے خلوت و عزلت میں چلے گئے، جس سے بنی اسرائیل کے پانچ لاکھ ۸۸ ہزار افراد گمراہ ہو گئے، اصل تو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہی ذمہ دار تھے، اصل کو رہنا چاہیے، ہارون علیہ السلام تو معاون اور شریک تھے۔"

"نقل و حرکت توبہ کی تکمیل و تزکیہ کے لیے ہے، توبہ کی تین شرطیں تو لوگ جانتے ہیں، چوتھی شرط نہیں جانتے، بھول گئے، وہ کیا ہے؟ خروج، اس شرط کو لوگوں نے بھلا دیا، ۹۹ قتل کرنے والے کی پہلی ملاقات راہب سے ہوئی، راہب نے اس کو مایوس کر دیا، پھر اس کی ملاقات ایک عالم سے ہوئی، عالم نے کہا کہ تم فلاں بستی کی طرف خروج کرو، اس قاتل نے خروج کیا، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے لیے خروج شرط ہے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ شرط لوگ بھول گئے، توبہ کی تین شرطیں بیان کرتے ہیں، چوتھی شرط یعنی: خروج بھول گئے۔"

"ہدایت ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں، وہ دینی شعبے جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے، اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں، تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا، ہاں دین کی تعلیم ہوگی، دین نہیں ہوگا" (اس اقتباس میں مسجد کے تعلق سے ان کا منشا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات انھوں نے مسجد کی اہمیت اور دین کی بات مسجد ہی میں لا کر کرنے کے سلسلے میں اپنے مخصوص نظریہ کو بیان کرتے وقت کہی ہے، جس کی تفصیل آڈیو میں موجود ہے، ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ دین کی بات مسجد سے باہر کرنا خلاف سنت ہے، انبیاء اور صحابہ کے طریقہ کے خلاف ہے۔)

"اجرت لے کر دین کی تعلیم دینا یا دین کو بیچنا ہے، زنا کار لوگ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔"

Ph: (01336) 222429
Fax: (01336) 222768

Web: www.darululoom-deoband.com
Email: info@darululoom-deoband.com

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

التاریخ.................. حوالہ..................

"میرے نزدیک کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی تم علماء سے جتنے چاہے فتوے لے لو، کیمرے والے موبائل سے قرآن کا سننا اور پڑھنا قرآن کی توہین کرنا ہے، اس میں گناہ ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے سے محروم کردیں گے، جو علماء اس سلسلے میں جواز کا فتوی دے رہے ہیں، میرے نزدیک وہ علماء سوء ہیں، علماء سوء ہیں، ان کے دل و دماغ یہود و نصاریٰ سے متاثر ہیں، وہ بالکل جاہل علماء ہیں، میرے نزدیک جو عالم اس کے جواز کا فتوی دے، خدا قسم اس کا دل اللہ کے کلام کی عظمت سے خالی ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ایک بڑے عالم نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا کہ اصل میں اس عالم کا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے، چاہے اس کو بخاری یاد ہو، بخاری تو غیر مسلم کو بھی یاد ہو سکتی ہے"۔

"ہر مسلمان پر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، جو اس واجب کو ترک کرے گا، اس کو ترک واجب کا گناہ ملے گا"۔

"مجھے حیرت ہے کہ پوچھا جائے کہ تمہارا اصلاحی تعلق کس سے ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ میرا اصلاحی تعلق اس کام سے ہے، میرا اصلاحی تعلق دعوت سے ہے، اس بات پر یقین کرو کہ اعمال دعوت تربیت کے لیے کافی نہیں، بلکہ ضامن ہیں، میں نے خوب غور کرلیا، کام کرنے والوں کے ادھر ادھر جڑنے کی اصل وجہ یہ ہے، مجھے تو غم ہے کہ ان لوگوں کا جو یہاں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ چوبیس پہر دین نہیں ہے، خود اپنی دعوت کو کمی کہنے والا کبھی تجارت نہیں کرسکتا، مجھے سخت حیرت ہوئی کہ جب ادھر سے ایک ساتھی نے آکر مجھ سے کہا کہ مجھے ایک مہینے کی چھٹی چاہیے، مجھے فلاں شیخ کی خدمت میں اعتکاف کے لیے جانا ہے، میں نے کہا کہ اب تک تم لوگوں نے دعوت و عبادات کو جمع نہیں کیا، تمہیں کم از کم چالیس سال تبلیغ میں ہوگئے، چالیس سال تبلیغ میں چلنے کے بعد ایک آدمی یوں کہے کہ مجھے چھٹی چاہیے، کیونکہ میں ایک مہینہ اعتکاف کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ جو آدمی دعوت سے چھٹی مانگ رہا عبادات کے لیے وہ دعوت کے بغیر عبادات میں ترقی کیسے کرسکتا ہے؟ میں صاف صاف بات کہہ رہا ہوں کہ اعمال نبوت اور اعمال ولایت میں جو فرق ہے، یہ فرق صرف نقل و حرکت کے نہ ہونے کا ہے۔ میں صاف صاف بات کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف دین سیکھنے کی تشکیل پر جس نکال رہے ہیں، اس لیے کہ دین سیکھنے کے تو اور بھی راستے ہیں، پس تبلیغ میں نکالنا ہی کیوں ضروری ہے، دین ہی تو سیکھنا ہے مدرسے سے سیکھو، خانقاہ سے سیکھو"۔

ان کے بیانات کے بعض ایسے اقتباسات بھی موصول ہوئے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا محمد سعد صاحب کے نزدیک دعوت کے وسیع مفہوم میں صرف تبلیغی جماعت کی موجودہ ترتیب ہی داخل ہے، صرف اسی کو وہ انبیاء اور صحابہ کے طریقہ جہد سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی خاص ترتیب کو سنت اور بعینہ انبیاء کی سنت کا مصداق قرار دیتے ہیں، حالانکہ جمہور امت کا متفقہ مسلک ہے کہ دعوت و تبلیغ ایک امر کلی ہے، جس کی شریعت میں کوئی ایسی خاص ترتیب لازم نہیں کی گئی کہ جس کے چھوڑنے سے سنت کا ترک لازم آئے، مختلف زمانوں میں دعوت و تبلیغ کی شکلیں مختلف رہی ہیں، کسی بھی دور میں دعوت کے فریضے سے بے اعتنائی نہیں برتی گئی، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، محدثین، مشائخ، اولیاء اللہ اور قریبی عہد کے ہمارے اکابر نے عالمی سطح پر دین کو زندہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔

ہم نے اختصار کی وجہ سے یہ چند باتیں ہی عرض کی ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں موصول ہو رہی ہیں، جو جمہور علماء سے ہٹ کر ایک نئے مخصوص نظریہ کی غماز ہیں، ان باتوں کا غلط ہونا بالکل واضح ہے، اس لیے ان پر تفصیلی کلام کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔

اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کئی بار خطوط کے ذریعہ اور دارالعلوم میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر "بنگلہ والی مسجد" کے وفد کے سامنے بھی اس پر توجہ دلائی گئی تھی، لیکن خطوط کا اب تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔

جماعت تبلیغ ایک خالص دینی جماعت ہے، جو مسلکاً جمہور امت اور اکابر رحمہم اللہ کے طریق سے ہٹ کر محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ انبیاء کی شان میں بے ادبی، فکری انحرافات، تفسیر بالرائے، احادیث و آثار کی من مانی تشریحات سے علمائے حق کبھی متفق نہیں ہو سکتے اور اس پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اسی قسم کے نظریات بعد میں پوری جماعت کو راہ حق سے منحرف کر دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بعض اصلاحی اور دینی جماعتوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے۔



بسم اللہ الرحمن الرحیم

دار العلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

التاریخ .... حوالہ ....

اس لیے ہم ان معروضات کی روشنی میں امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلاشبہ گمراہی کا راستہ ہے، اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ یہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں، لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔

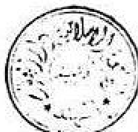
جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ ذمہ داران سے بھی ہم توقع کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی سعی کریں اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں، ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں، اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقۂ ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔

ہم سب دعا گو ہیں کہ [illegible] کی حفاظت فرمائے اور اکابر کے طریق پر اخلاص کے ساتھ جماعت تبلیغ کو زندہ و جاوید اور پھلتا پھولتا رکھے، آمین ثم آمین۔



نوٹ: پہلے اس طرح کی باتیں تبلیغی جماعت میں شامل بعض افراد کی طرف سے ہوتی تھیں تو اس دور کے علمائے دین مثلاً حضرت شیخ الاسلام وغیرہ نے ان کو متنبہ کیا تو ان حضرات نے اس کا تدارک کیا، مگر اب خود ذمہ دار ہی اس طرح کی باتیں بلکہ اس سے بڑھ کر جیسا اقتباسات سے واضح ہو رہا ہے کر رہے ہیں اور ان کو توجہ دلانے کی اگرچہ کوئی توجہ نہیں ہو رہی ہے، جس کی بنا پر لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اس فیصلہ اور فتوی کی تصدیق کی جاتی ہے۔

حبیب الرحمٰن عفا اللہ عنہ
مفتی دار العلوم دیوبند
۲۷/۳/۱۴۳۸ھ



দারুল উলুমের চিঠি

বিসমিহি তা'আলা

মাওলানা সা'দ সাহেবের বিস্তারিত বক্তব্য ও তার জবাবে দারুল উলুমের চিঠি

দারুল উলুম দেওবন্দের সর্বসম্মত অবস্থানের জবাবে মাওলানা সা'দ সাহেব যে বিস্তারিত চিঠি দিয়েছেন তার উপর অনাস্থা জানিয়ে দারুল উলুম সর্বসম্মত অবস্থান প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং চিঠির মাধ্যমে মাওলানা সা'দ সাহেবকে বিষয়টি জানানো হয়। বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও চিঠি প্রচার করা সমীচিন মনে হচ্ছিল না। কিন্তু নিজামুদ্দীনের কিছু জিম্মাদার ভূমিকাসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি প্রকাশ করলে ঐ চিঠিটি প্রকাশ করা জরুরি হয়ে যায়। যার মধ্যে দারুল উলুম স্বীয় অনাস্থার পৃষ্ঠে কিছুটা ব্যাখ্যাও প্রদান করে। যাতে দারুল উলুমের অনাস্থার ভিত্তি কী এবং মাওলানা সা'দ সাহেবের রুজুর ধরণ কী ছিল? তা মানুষ জানতে পারে।

নিচে মাওলানা সা'দ সাহেবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও দারুল উলুমের চিঠি দেওয়া হলো। যদি প্রয়োজন হয় তবে পরে বিস্তারিত দেয়া হবে।

ওয়াস্‌সালাম
স্বাক্ষর
মাওলানা আবুল কাসেম নোমানী
মোহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ
৮-৩-১৪৩৮হিজরি

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web : www.darululoom-deob
Email: info@darululoom-deot

دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ 08/12/2016

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کی وضاحتی تحریر اور دارالعلوم کا جوابی خط

مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے دارالعلوم دیوبند کے متفقہ موقف کے جواب میں جو وضاحتی تحریر موصول ہوئی تھی دارالعلوم دیوبند نے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متفقہ موقف جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کی اطلاع مولانا محمد سعد صاحب کو بھی بذریعہ خط کردی گئی تھی۔ وضاحتی تحریر اور خط کی اشاعت مناسب نہیں سمجھی گئی لیکن اب جب کہ نظام الدین کے بعض ذمہ داران کی طرف سے ایک تمہید کے ساتھ وضاحتی تحریر عام کردی گئی تو اس خط کی اشاعت بھی ضروری ہوگئی جس میں دارالعلوم نے اپنی بے اطمینانی کی سردست کچھ تفصیل درج کی تھی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہوسکے کہ دارالعلوم کی بے اطمینانی کی بنیاد کیا تھی اور مولانا کے رجوع کی کیا حیثیت تھی؟

ذیل میں مولانا محمد سعد صاحب کی وضاحتی تحریر اور دارالعلوم کا خط شائع کیا جارہا ہے، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو مزید تفصیل بعد میں شائع کی جائے گی۔

والسلام

ابوالقاسم نعمانی غفرلہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند
۸/۳/۱۴۳۸ھ

হযরত মাওলানা সা'দ সাহেবের প্রথম রুজুনামা

বিস্মিহি সুবহানাহু ওয়াতা'আলা

শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব ও অন্যান্য হযরাতে আকাবেরে উলামায়ে কেরাম!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনাদের মূল্যবান লেখনী পেয়েছি। যার ভিতর অধমের চিন্তাধারায় নিঃসৃত অধমেরই কিছু বয়ানের অংশে কোরআন ও হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা অগ্রাধিকারযোগ্য না এমন কিছু বলেছি বা খেয়ালখুশি মতো তাফসির করেছি বা আম্বিয়ায়ে কেরামের শানের খেলাফ কিছু বলেছি বা মুফতিয়ানে কেরামের ঐকমত্য ফতোয়ার বিপরীতে নিজের কোনো রায় দিয়ে থাকলে বা প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরামের পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটে থাকলে যে কারণে বিভিন্ন সূত্র আপনাদের কাছে ফতোয়ার শরণাপন্ন হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. এ ব্যাপারে সবার আগে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই পরিষ্কার ভাষায় অধমের অবস্থান ঘোষণা করাটা জরুরি মনে করছি। অধম আলহামদুলিল্লাহ! সব আকাবের ও ওলামায়ে দেওবন্দ ও সাহারানপুরের মাশায়েখদের যে অবস্থান ও তাবলিগ জামাতের আকাবের হযরাত মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী রহ. ও এনামুল হাসান রহ.-এর যে মাসলাক ছিল তার উপরই রয়েছি। এক বিন্দুও এর থেকে বিচ্যুত হওয়াও পছন্দ করি না।

এ বিষয়ে আপনাদের মূল্যবান লেখনীতে আমার পুরনো বয়ানাতের খণ্ডাংশ তুলে ধরা হয়েছে। পরিষ্কার ভাষায় তা থেকে ফিরে আসছি। আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা ও অনুকম্পার প্রত্যাশা করছি। আমাদের কাজের মাশায়েখ ও আসলাফের রীতি-নীতি এই ছিল যে, ভুল ধরা পড়লে সাথে সাথে মেনে নিতেন। ভুল থেকে ফেরত আসতেন। আমিও তাই। আল্লাহ পাক সবাইকে বুজুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দেন। পদস্খলন ও ভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুন।

২. দ্বিতীয় এই কথা আরজ করা জরুরি মনে করছি, বর্তমান যুগে যাদের সাথে আমাদের এই দাওয়াতওয়ালা মেহনতের সম্পর্ক নেই বা আল্লাহ না করুন কিছুটা বিরোধীতার মানসিকতাও আছে উনাদের সর্বাত্মক চেষ্টা এই

থাকে যে, মাদরাসার ওলামা হজরতদের থেকে ও দাওয়াত ও তাবলিগের আহবাবদের মাঝে কিভাবে ঘৃণা ও ব্যবধান সৃষ্টি করা যায়? এবং তাদের ভুল ভ্রান্তিকে কাজে লাগিয়ে উম্মতের মাঝে এক খলফাঁশা ও এনতেশার তৈরি করে দেয়া যায়? পরস্পরে কিভাবে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়া যায়?

এ ব্যাপারে অধমের চিরাচরিত নীতি হলো, ফেতনা ও বদগুমানী থেকে বাঁচার জন্য কয়েক বছর ধরে আমাদের বুজুর্গদের ও আকাবের ও জমহুর ওলামাদের মর্তবা-অবস্থানের এবং মাদারেস ও মারকাযের আলোচনা বেশি বেশি করে থাকি। এমনকি সব বিষয়ে উনাদের সাথে মতামত নিয়ে চলা ও সব বিষয়ে ওলামাদের সাথে রাবেতা (সম্পর্ক) রাখার জন্য বয়ানাতের ভিতর অসাধারণ জোর দিয়ে থাকি। যাতে বদগুমানীর কোনো মওকা কারো হাতে না আসে। আমার এ ধরণের বয়ানাত দৈনিকই মার্কাজে হাজারো সাথিদের জামাতে রওয়ানা করার সময় করা হয়। যার যখন মনে চায়, এই সাবধানতার ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

দেশী-বিদেশী জামাতের উদ্দেশ্যে বড় বড় ইজতেমায় যেখানে লক্ষাধিক শ্রোতা থাকেন সেখানেও এই এহতেমাম করে থাকি। গত রাইবেন্ডের ইজতেমায় অনেক তফসিলীভাবে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে এই অধম এলমে দ্বীন ও আলেমদের দিকে মুতাওজ্জহ করেছিল। হজরত মাওলানা সলিমউল্লাহ খান সাহেবের তত্ত্বাবধানে তারই জামেয়া ফারুকিয়ার প্রতি মাসের মাসিকী পত্রিকা 'মাহনামা আল ফারুক' জিলহজ্ব সংখ্যার আগষ্ট ২০১৫ ইংরেজি পত্রিকাটি ৪ ভাষায় প্রকাশিত হয়। তাতে ঐ বয়ানটি জনসাধারণকে বদগুমানী থেকে বাঁচানোর জন্য খুব গুরুত্ব সহকারে ছেপেছেন। এটি উনি নিজের ও মাদরাসার পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। অথচ অধমের এই বয়ানটি ব্যক্তি হিসেবে ছাপানোর তত উপযুক্ত ছিল না। অথচ উনি ঐ বয়ানগুলোর বিষয়ে বিশেষ বিশেষ কিছু অংশ লাল হাইলাইট করে ছেপেছেন।

যেমন ধরুন, এলেম ও ওলামা এই দুনিয়ায় আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় নেয়ামত। ওলামাদের জেয়ারত এবাদতের অন্তর্ভূক্ত। ওলামায়ে কেরামের মজলিশ থেকে ফায়দা উঠানো। জীবনের কদমে কদমে উনাদের থেকে জিজ্ঞেস করে চলা। আমাদের দাওয়াতের মাকসাদ জেহালতকে খতম করা, এলেম হাসেল করার তলব পয়দা করা। দ্বীনের কোনো শোবার অস্বীকার হজরত মোহাম্মদ সা.-এর আহকামাতের অস্বীকার ইত্যাদি বিষয় হাইলাইট করেছেন।

দুই বছর আগে আমাদের ভারতের সীতাপুরের আলমি ইজতেমায় এবং এই মাসেই ভূপালের ইজতেমায় অধম এসব নাজুক বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। ভূপালের গত সপ্তাহের ইজতেমায় অধমের বয়ানের প্রতিটি অংশ মিডিয়ার সব সিষ্টেম-হোয়াটস্অ্যাপ, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি খুব গুরুত্বসহ প্রচার করেছে। যার ভিতর উল্লেখ আছে, ওলামাদের মজলিশে ও মসজিদে কোরআনী তাফসিরের হালকা উম্মতের জন্য শক্ত দরকার। যদি এসব মজলিশকে তুচ্ছ মনে করা হয় তাহলে বড় ফেতনা ও বঞ্চিতের কারণ হতে হবে।

উপরন্তু মনে থাকা চাই, আমরা (তাবলিগওয়ালারা) কোনো আলাদা দল নই। আমাদের আলাদা কোনো মাজহাব বা তরিকা নেই। আমরা আহলে সুন্নতওয়াল জামাত। আমাদের সবার চলার জন্য আমাদের প্রচলিত রাস্তা হলো, দ্বীন ও দুনিয়া যে বিষয়ই হোক; এলেম হাসেল করার ব্যাপারেই হোক, আমাদের সব মাদরাসাই আমাদের মার্কাজ। যেগুলোকে আল্লাহ পাক আমাদের এই দেশে (ভারতে) বিশেষ করে ইউ.পি.(উত্তর প্রদেশ)-কে মার্কাজ হিসেবে কবুল করেছেন। ওলামায়ে দেওবন্দের যেই মাসলাক এটিই আমাদের (চলার) মাসলাক। তাবলিগওয়ালাদের আলাদা কোনো মতাদর্শ থাকা শক্ত গোমরাহী ও ফেতনার কারণ হবে। এ কথা দীল থেকে বের করে দেয়া চাই। আমাদের জন্য এসব (দ্বীনি-এলমি) মার্কাজ ছাড়া অন্য কোথাও কিছু সন্ধানের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

--স্বাক্ষর (মাওলানা সা'দ সাহেব)

ভূপালের ইজতেমা শেষ হওয়ার আগেই ভূপালের জিম্মাদার সাথিদের সাথে আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন ও ইউরোপের ওলামায়েকেরাম ও সাথি-আহবাবরা অধমের এই বয়ানকে স্বাগতম জানিয়েছেন। যা ভূপালের সাথিরা পরে আমার সাথে আলোচনা করেছেন।

উপরোল্লেখিত এসব কথা এবং পুরো বয়ান বিশ্ব মিডিয়ায় হাজার হাজার কপি আকারে যা পরিবর্তনযোগ্য না। বরং আমার নিজের (সতর্কতাসহ) নতুন বয়ানাত যা শব্দে শব্দে সংরক্ষিত হয়েছে; আশ্চর্য ধরণের সব প্রচার মাধ্যমে এক একটি কথা ষ্টেজ থেকে নামার আগেই হুবহু সারা দুনিয়ায় পৌঁছেছে। গোটা বিশ্বে বর্তমানের (টাটকা কথার) বয়ানাদি ধারণাতীতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

এসব (নতুন) বয়ানকে এড়িয়ে চলে প্রাচীন বয়ানসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতি (খুঁত ধরা), মৌখিক অসাবধানতা, বয়ান চলাকালে সব ধরণের হেকমতের

অনুপস্থিতি, রায় প্রকাশে যা ত্রুটি হয়েছে সে ব্যাপারে আপনাদের মতো বড় বড় বিশ্ব সমর্থিত এলমি ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে আমার মতো অধমের প্রতি এবং সাধারণ সাথিদের প্রতি আমাদের অবস্থান ও পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে যে বদ-ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আর এই দাওয়াত ও তবলিগওয়ালা মোবারক আমলের ও এসবের মার্কাজের পক্ষে সহযোগিতাহীনতা মনে করা যাচ্ছে। কাজেই আল্লাহর কাছেই সব অভিযোগ ও উনার দিকেই সাহায্য প্রার্থনা।

বিঃদ্রঃ আমাদের এখানে (মার্কাজ নিজামুদ্দিনে) লেটার প্যাড ও সীল মোহর ব্যবহারের নিয়ম নেই। এরপরও অধমের বয়ানের যেসব অংশে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে অধমের জ্ঞানের স্বল্পতা স্বীকারোক্তির পাশাপাশি যেসব গ্রন্থাবলীর উৎস থেকে বিতর্কিত কথাগুলো নেয়া হয়েছে সেগুলো আগামীতে পাঠানোর চেষ্টা করা হবে।

বান্দা মোহাম্মদ সা'দ
বাংলাওয়ালী মসজিদ, নিজামুদ্দিন, দিল্লী।

মাওলানা সা'দ কান্ধলভীর হাতে লিখিত উর্দু রুজুনামা–

مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کی وضاحتی تحریر

صفحہ ۱

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

مکرم ومحترم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب ودیگر
حضرات اکابر علماء کرام

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ حضرات کی تحریر گرامی موصول ہوئی جس میں احقر
کے نظریات اور افکار کے سلسلے میں احقر کے بعض بیانات
نے قرآن وحدیث کی غلط یا مرجوح تشریحات تفسیر بالرائے
انبیاء کرام کی شان میں بے ادبی یا متفقہ فتاوی کے خلاف
اپنی رائے یا جمہور علماء سے ہٹ کر کسی مخصوص نظریہ کی طرف
نعوذ باللہ میلان کی شکایات آپ کے یہاں دار الافتاء میں
استفتاء کی شکل میں موصول ہونے کا حال تحریر فرمایا گیا
{۱} اس سلسلے میں اولاً احقر بغیر کسی تردد اور تامل کے
صاف لفظوں میں اپنا موقف واضح کرنا ضروری سمجھتا ہے
کہ احقر الحمد للہ اپنے تمام اکابر ومشایخ علماء دیوبند ومظاہر علوم
سہارنپور کے موقف اور اپنی جماعت کے اکابر حضرت مولانا محمد یوسف
اور حضرت مولانا انعام الحسن کے مسلک ومشرب پر قائم ہے
اور اس سے ایک ذرہ انحراف کو بھی پسند نہیں کرتا
اس سلسلے میں جن سابقہ قدیم بیانات کا حوالہ تحریر
گرامی میں دیا گیا ہے احقر اس کو اپنا ایک دینی فریضہ سمجھتے
ہوئے اپنی جانب سے واضح الفاظ میں رجوع کرتا ہے اور
اللہ تعالیٰ سے عفو ومغفرت کا طالب ہے یہ ہمارے اسلاف
ومشایخ کی سنت ہے کہ جب کسی موقع پر اپنی غلطی کا

ص ۲

ان کو علم ہوا ان ہوں نے اس سے رجوع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوتاہیوں و لغزشوں سے حفاظت فرمائے۔

(۲) اس سلسلے میں ثانیاً یہ بات عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ دورِ حاضر میں جن حضرات کو ہمارے دعوت والے مبارک عمل سے مناسبت نہیں ہے یا خدانخواستہ مخالفت کا مزاج ہے ان کی تمام تر کوشش یہ رہتی ہے کہ مدارس کے علماء حضرات اور دعوت و تبلیغ کے خدام کے درمیان منافرت و بعد پیدا کیا جائے اور ان کی غلطی اور چوک سے فائدہ اٹھا کر امت میں خلفشار و انتشار پیدا کیا جائے اور ایک دوسرے سے بدظن کیا جائے۔ اس لئے احقر کا معمول اس طرح کے فتنوں اور بدگمانیوں کے مواقع سے بچنے کے لئے کئی سال سے یہ ہے کہ اپنے اسلاف و اکابر اور جمہور علماء امت اور ان کے موقف و مسلک اور مدارس و مراکز علم کا ذکر و تذکرہ اور ان کی طرف تمام امور میں رجوع اور اپنے تمام مسائل میں علماء سے رابطہ رکھنے کے لئے اپنے بیانات میں غیر معمولی اہتمام کرتا ہوں تاکہ بدگمانیوں کا کوئی موقع کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ میرے اس طرح کے بیانات روزانہ مرکز میں جماعتوں کے سیکڑوں افراد کو روانہ کرنے وقت روزانہ ہوتے ہیں جس کا جی چاہے جب چاہے سن لے ملک اور بیرون ملک بڑے اجتماعات میں جہاں کا مجمع لاکھوں سے متجاوز ہوتا ہے وہاں بھی اہتمام کرتا ہوں۔ سال گذشتہ رائے ونڈ کے اجتماع میں بڑی تفصیل سے

ص ۳

احقر نے عوام کے لاکھوں کے مجمع کو علم دین اور علماء دین کی
طرف متوجہ کیا حضرت مولانا اسلم اللہ خان کی زیر نگرانی
ان کی جامعہ فاروقیہ سے نکلنے والے ماہنامہ الفاروق ماہ
ذی قعدہ ۱۴۳۶ھ مطابق ماہ اگست ۲۰۱۵ کے شمارے میں
جو چار زبانوں میں شائع ہوتا ہے اس بیان کو عوام الناس
کو بدگمانی کے گناہ سے بچانے کے لیے اہتمام سے شائع کرا کر اپنی اور
اپنے مدرسہ کی شرعی ذمہ داری کا ثبوت پیش فرمایا حالانکہ
احقر کا بیان اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی قابل اشاعت چیز
نہیں ہے لیکن انہوں نے اس بیان کے اہم اجزاء کو سرخی کے
عنوان کے ساتھ مصلحۃً شائع فرمایا ہے مثلاً علم اور علماء اس
دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں ان کی زیارت
عبادت ہے علماء کی مجالس ان کی صحبت سے استفادہ
قدم قدم پر زندگی میں علماء سے پوچھ پوچھ کر چلنا ہماری
محنت اور دعوت کا مقصد جہالت کو ختم کرنا اور حصول
علم کی طلب پیدا کرنا. دین کے کسی شعبہ کا انکار حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار ہے وغیرہ وغیرہ
دو سال قبل ہمارے ملک میں سیناپور کے عالمی اجتماع
میں ۱۴۳۵ ماہ بھوپال کے عالمی اجتماع کے بیانات میں
احقر نے ان تمام نازک امور کا پورا خیال رکھا ہے
بھوپال کے گزشتہ ہفتہ کے [illegible] میں احقر کے

Page:

ص۲

کی مجالس اور مساجد میں قرآنی نصاب کے ذریعہ یہ ایسی
چیزیں ہیں جن کی امت کو سخت ضرورت ہے۔ اگر ان کو غلط
سمجھا گیا تو یہ بڑا فتنہ اور بڑی محرومی کا سبب ہے
نیز یاد رکھیں کہ ہم کوئی جماعت نہیں ہیں ہمارا کوئی مذہب
اور کوئی الگ طریقہ نہیں ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم
سب کے لیے جو چلنے کا راستہ ہے اور ہمارا مسلک اور طریقہ ہے
اور دینی و دنیوی امور میں اور علمی استفادہ میں جو ہمارا مرکز
ہے وہ یہ دینی مدارس ہیں جن کو اللہ تعالی نے اس ملک میں
اور خاص طور پر یوپی کے علاقہ میں مرکزیت عطا فرمائی
ہے۔ علماء دیوبند کا جو مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے
تبلیغی کام کرنے والوں کا اپنی کوئی رائے قائم کرنا انتہائی
گمراہی اور فتنہ کا سبب ہے یہ بات دل سے نکال دینا
کہ ہمارا ان مراکز کے علاوہ کوئی اور مرجع ہے اس کی قطعاً
گنجائش نہیں ہے۔ انتہی

بھوپال کے اس ہی اجتماع میں ختم ہونے سے پہلے
وہاں کے دعوت کے ذمہ دار احباب کو امریکہ، کناڈا، برطانیہ
اور یورپ کے علمائے کرام اور دعوت کے دیگر احباب نے احقر
کو اس بیان کے خیر مقدم کی اطلاع بھوپال ہی میں دی
جس کا تذکرہ احباب نے مجھ سے کیا اور یہ مذکورہ بالا جملہ
بیانات ہزاروں کی تعداد میں اول سے آخر تک میرے الفاظ
کے ساتھ محفوظ ہیں۔ آج کل کے حیرت انگیز عجیب و
غریب ذرائع ابلاغ کی وجہ سے ایک ایک بات پورے

ص ۵

عالم میں اسی وقت پہنچ جاتی ہے جس وقت وہ اسٹیج سے
کہی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں مذکورہ بالا بیانات کی اس قدر
غیر معمولی اشاعت کے بالمقابل قدیم بیانات میں احقر کی
کسی چوک یا زبان کی بے احتیاطی یا بیان کے وقت تمام
حکمتوں اور مصلحتوں کے احاطہ نہ ہونے کی وجہ سے اظہار
خیال میں جو کوتاہی ہوئی اس سے آپ جیسے عالمی علمی دینی
مرکز کے اہم ذمہ دار حضرات کو احقر و اس کے ساتھیوں
کے افکار و خیالات موقف و مسلک میں کسی قسم
کی جو بدگمانی ہوئی ہے احقر اس کو نہایت افسوسناک!
اور دعوت و تبلیغ والے مبارک عمل اور اس کے مرکز کے
ساتھ عدم تعاون سمجھتا ہے فالی اللہ المشتکی والیہ المستعان

نوٹ: ہمارے یہاں مرکز میں لیٹر پیڈ اور مہر وغیرہ کے استعمال
کا معمول نہیں ہے۔ نیز احقر کے بیانات پر جو اعتراضات ہیں
ان کے متعلق احقر کی کم علمی کے باوجود جو معلومات اور ان
کے علمی مراجع وغیرہ ہیں آئندہ ارسال کرنے کی کوشش کی جائے گی

بندہ محمد سعد

۲۹ صفر المظفر ۱۴۳۸
مطابق ۳۰ نومبر ۲۰۱۶
بروز چہارشنبہ

بنگلہ والی مسجد نظام الدین دہلی

এর প্রেক্ষিতে দেওবন্দের চিঠি

জনাব মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা.

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করছি, আল্লাহর ফজলে ভালো আছেন। আপনার চিঠি পড়ে আমরা খুঁশি হয়েছি। আমাদের সৌভাগ্যের দাবি এটিই যে, আল্লাহর পবিত্র দ্বীনের আহকামের মধ্যে বা সম্মানিত আম্বিয়া আ.-এর শানে কোনো ভুল হয়ে গেলে কাল বিলম্ব না করে তা থেকে রুজু করা ও এর প্রভাব বিমোচনকল্পে একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা করা। আপনার চিঠির প্রথমাংশ বাহ্যত এমন হয়েছে যা সম্মানযোগ্য কিন্তু শেষ অংশে এর প্রভাব নেই।

কেননা আপনি চিঠির শেষে লিখেছেন, উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো আমার আগের বয়ানের কিছু ভুল বা অসাবধানতাবশত মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া অথবা বয়ানের সময় সময়োপযোগিতার খেয়াল না করার কারণে হয়ে গেছে। আপনাদের মতো বিশ্বনন্দিত মারকাজের গুরুতপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আমার ও আমার সাথীদের চিন্তাধারা, অবস্থান ও কর্মনীতি বিষয়ে যে কোনো প্রকারের বদগুমানী হয়েছে তা হতাশাজনক এবং দাওয়াত ও তাবলিগের পবিত্র মেহনত ও তার মারকাজের ব্যাপারে অসহযোগিতা প্রকাশ পায়।

এ ব্যাপারে বলতে চাই, দারুল উলুমের অবস্থান আপনার পুরানো বয়ানের ব্যাপারেই না। বরং নিকট অতীতের বয়ানের ব্যাপারেও এ অবস্থান। আরো যদি বলি, কয়েকটি ছাড়া বেশিরভাগই নিকট অতীতের বয়ান থেকে নেয়া।

দ্বিতীয়ত আপনার বর্তমান বয়ানে মাদ্রাসা, ওলামা ও আহলুল্লাহদের সোহবতের ব্যাপারে উৎসাহ পাওয়া গেলেও অভিযোগকৃত বিষয় থেকে রুজু বা তা খণ্ডনের আলোচনা নেই।

তৃতীয়ত আপনার চিঠির শেষ অংশ স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, আপনার নিকট দারুল উলুমের এ ফতোয়া একটি বদগুমানী এবং দাওয়াত ও তাবলিগের এ কাজ ও মারকাজের সাথে অসহযোগিতামূলক ইচ্ছার বহি:প্রকাশ। আপনার এ চিন্তা একেবারে অমূলক। ফতোয়াটি বদগুমানীর ভিত্তিতে ছিল না । বরং শরিয়তের নির্দেশ বর্ণনার লক্ষ্যে ছিল। আর আপনি অবশ্যই

জেনে থাকবেন যে, শরিয়তের পরিভাষায় বদগুমানী বলা যা কোনো আলামত, নিদর্শনের ভিত্তিতে না হয়। কিন্তু যা আলামত, নিদর্শনের ভিত্তিতে হয় তাকে বদগুমানী বলা যায় না। তাছাড়া দারুল উলুমের ফতোয়া ও অবস্থান আপনার স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত বর্ণনার ভিত্তিতে হয়েছে। এটিকে বদগুমানী বলা খোদ একটি বদগুমানীর গুনাহ। তাছাড়া যেহেতু আপনি এদেশের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ইলমী ও দ্বীনি খান্দানের সদস্য, তাছাড়া দাওয়াত ও তবলিগের সাথে আপনার ঔরসজাত সম্পর্ক এদিকে লক্ষ্য করে ফতোয়ার মধ্যে আপনার প্রতি সুধারণাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু আফসোস যে, আপনি এটিকে বদগুমানী হিসেবে ধরেছেন। থাকল, দারুল উলুম দেওবন্দের তাবলিগের প্রতি কল্যাণ কামনা ও নিজস্ব শিক্ষা দীক্ষার ব্যস্ততার মধ্যেও সহযোগিতার বিষয়টি সারা পৃথিবী জানে। এক্ষেত্রে বলার কিছু নেই। আর আপনার চিঠির শেষে নোট শিরোনামে আপনি লিখেছেন, আমার উপর আরোপিত অভিযোগ বিষয়ে আমার কাছে যে দলিল প্রমাণ ও তথ্য রয়েছে, আমি তা আপনাদের খেদমতে পেশ করব। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আপনি আপনার মতামত ও চিন্তাধারাকে সঠিক মনে করছেন এবং দলিল দিয়ে তা আমাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছেন।

আপনার নামে এ চিঠি প্রদানের পর চিঠি আদান-প্রদানের ধারাবাহিকতা দীর্ঘ না করার লক্ষ্যে আমরা চিন্তা করছি যে, দারুল উলুমের এ অবস্থান মাদরাসা, ওলামায়েকেরাম ও উম্মতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হবে। এতে তবলিগের এ মুবারক কাজ ভুল দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তাধারার সংমিশ্রন থেকে বেঁচে যাবে এবং এর উপকারিতা ও ওলামায় কেরামের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা অটুট থাকবে।

مولانا محمد سعد صاحب کی وضاحتی تحریر پر دارالعلوم کا جوابی خط

Ph: (01336) 222429
Fax: (01336) 222768

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web: www.darululoom-deoband.com
Email: info@darululoom-deoband.com

دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

نمبر

التاریخ

جناب مولانا محمد سعد صاحب دامت فیوضکم و زید مجدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خیریت خواہ بخیر و عافیت ہے۔

تحریر طلب امر یہ ہے کہ آنجناب کا مرسلہ مکتوب پڑھ کر مسرت ہوئی، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق ... [illegible] ... الفاظ سے چند دینی دین کے احکام میں یا ان کے تحت ... انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں ... [illegible] ... رجوع اور اس کے ... اثرات کے تدارک کی مخلصانہ کوشش کی جائے، آپ کے مرسلہ گرامی نامہ کے ابتدائی حصے سے ... [illegible] ... جو بلاشبہ قابل قدر ہے لیکن خط کے آخری حصے سے یہ تاثر ختم ہو جاتا ہے۔

کیونکہ خط کے آخر میں آپ نے لکھا ہے کہ "... [illegible] ..." ... بیانات میں ... [illegible] ... مختلف ... کے اضافے ہونے کی وجہ سے ... [illegible] ... ساتھیوں کے افکار و خیالات، موقف و مسلک میں کسی قسم کی ... [illegible] ... ساتھ عدم تعاون سمجھتا ہے" (ملخص)

اس سلسلے میں عرض ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے موقف کی بنیاد آپ کے ... بیانات ... [illegible] ... اقتباس کے مجموعے ... [illegible] ... قابل اشکال باتوں سے رجوع ... [illegible] ... دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ (جس کے پیش نظر یہ طویل مکتوب ارسال کیا گیا ہے) ... [illegible] ... مرتب کیا گیا ہے ... [illegible] ... ضرور معلوم ہوگا کہ ... [illegible] ... قرینہ و علامت ... [illegible] ... بھی بے وقعت ... [illegible] ... خود ایک ... ہے۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ملک کے ایک نہایت معروف علمی و دینی خانوادے کے ... [illegible] ... میں آنجناب کے ساتھ حسن ظن کے پہلو ... [illegible] ... دارالعلوم دیوبند کا ... [illegible] ... خیر خواہی کا تعلق اور ... [illegible] ... ضرورت نہیں ہے۔

علاوہ ازیں یہ کہ خط کے آخر میں ... [illegible] ... کے عنوان سے آپ نے لکھا ہے کہ "... [illegible] ..." معلومات اور ان کے ... [illegible] ... ولائل فراہم کرنا چاہئے۔

آنجناب کے نام اس مراسلے کے بعد ... [illegible] ... دارالعلوم دیوبند کا ... موقف ... [illegible] ... اکابرین اور علمائے حق کے درمیان اس کا ... [illegible] ... ہے۔

[illegible]

[illegible]

দারুল উলুমের মনশা মোতাবেক
দ্বিতীয় রুজুনামা

বিস্‌মিহি সুবহানাহু ওয়াতা'আলা

শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব ও অন্যান্য হযরাতে আকাবেরে উলামায়ে কেরাম!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনাদের মূল্যবান লেখনী পেয়েছি। যার ভিতর অধমের চিন্তাধারায় নিঃসৃত অধমেরই কিছু বয়ানের অংশে কোরআন ও হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা অগ্রাধিকারযোগ্য না এমন কিছু বলেছি বা খেয়ালখুশি মতো তাফসির করেছি বা আম্বিয়ায়ে কেরামের শানের খেলাফ কিছু বলেছি বা মুফতিয়ানে কেরামের ঐকমত্য ফতোয়ার বিপরীতে নিজের কোনো রায় দিয়ে থাকলে বা প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরামের পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটে থাকলে যে কারণে বিভিন্ন সূত্র আপনাদের কাছে ফতোয়ার শরণাপন্ন হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. এ ব্যাপারে সবার আগে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই পরিষ্কার ভাষায় অধমের অবস্থান ঘোষণা করাটা জরুরি মনে করছি। অধম আলহামদুলিল্লাহ! সব আকাবের ও ওলামায়ে দেওবন্দ ও সাহারানপুরের মাশায়েখদের যে অবস্থান ও তাবলিগ জামাতের আকাবের হযরাত মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী রহ. ও এনামুল হাসান রহ.-এর যে মাসলাক ছিল তার উপরই রয়েছি। এক বিন্দুও এর থেকে বিচ্যুত হওয়াও পছন্দ করি না।

এ বিষয়ে আপনাদের মূল্যবান লেখনীতে আমার পুরনো বয়ানাতের খণ্ডাংশ তুলে ধরা হয়েছে। পরিষ্কার ভাষায় তা থেকে ফিরে আসছি। আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা ও অনুকম্পার প্রত্যাশা করছি। আমাদের কাজের মাশায়েখ ও আসলাফের রীতি-নীতি এই ছিল যে, ভুল ধরা পড়লে সাথে সাথে মেনে নিতেন। ভুল থেকে ফেরত আসতেন। আমিও তাই। আল্লাহ পাক সবাইকে বুজুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দেন। পদস্খলন ও ভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুন।

২. দ্বিতীয় এই কথা আরজ করা জরুরি মনে করছি, বর্তমান যুগে যাদের সাথে আমাদের এই দাওয়াতওয়ালা মেহনতের সম্পর্ক নেই বা আল্লাহ না করুন কিছুটা বিরোধীতার মানসিকতাও আছে উনাদের সর্বাত্মক চেষ্টা এই থাকে যে, মাদরাসার ওলামা হজরতদের থেকে ও দাওয়াত ও তাবলিগের আহবাবদের মাঝে কিভাবে ঘৃণা ও ব্যবধান সৃষ্টি করা যায়? এবং তাদের ভুল ভ্রান্তিকে কাজে লাগিয়ে উম্মতের মাঝে এক খলফাঁশা ও এনতেশার তৈরি করে দেয়া যায়? পরস্পরে কিভাবে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়া যায়?

এ ব্যাপারে অধমের চিরাচরিত নীতি হলো, ফেতনা ও বদগুমানী থেকে বাঁচার জন্য কয়েক বছর ধরে আমাদের বুজুর্গদের ও আকাবের ও জমহুর ওলামাদের মর্তবা-অবস্থানের এবং মাদারেস ও মারকাযের আলোচনা বেশি বেশি করে থাকি। এমনকি সব বিষয়ে উনাদের সাথে মতামত নিয়ে চলা ও সব বিষয়ে ওলামাদের সাথে রাবেতা (সম্পর্ক) রাখার জন্য বয়ানাতের ভিতর অসাধারণ জোর দিয়ে থাকি। যাতে বদগুমানীর কোনো মওকা কারো হাতে না আসে। আমার এ ধরণের বয়ানাত দৈনিকই মার্কাজে হাজারো সাথিদের জামাতে রওয়ানা করার সময় করা হয়। যার যখন মনে চায়, এই সাবধানতার ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

দেশী-বিদেশী জামাতের উদ্দেশ্যে বড় বড় ইজতেমায় যেখানে লক্ষাধিক শ্রোতা থাকেন সেখানেও এই এহতেমাম করে থাকি। গত রাইবেন্ডের ইজতেমায় অনেক তফসিলীভাবে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে এই অধম এলমে দ্বীন ও আলেমদের দিকে মুতাওজ্জহ করেছিল। হজরত মাওলানা সলিমউল্লাহ খান সাহেবের তত্ত্বাবধানে তারই জামেয়া ফারুকিয়ার প্রতি মাসের মাসিকী পত্রিকা 'মাহনামা আল ফারুক' জিলহজ্ব সংখ্যার আগষ্ট ২০১৫ ইংরেজি পত্রিকাটি ৪ ভাষায় প্রকাশিত হয়। তাতে ঐ বয়ানটি জনসাধারণকে বদগুমানী থেকে বাঁচানোর জন্য খুব গুরুত্ব সহকারে ছেপেছেন। এটি উনি নিজের ও মাদরাসার পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। অথচ অধমের এই বয়ানটি ব্যক্তি হিসেবে ছাপানোর তত উপযুক্ত ছিল না। অথচ উনি ঐ বয়ানগুলোর বিষয়ে বিশেষ বিশেষ কিছু অংশ লাল হাইলাইট করে ছেপেছেন।

যেমন ধরুন, এলেম ও ওলামা এই দুনিয়ায় আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় নেয়ামত। ওলামাদের জেয়ারত এবাদতের অন্তর্ভূক্ত। ওলামায়ে কেরামের

মজলিশ থেকে ফায়দা উঠানো। জীবনের কদমে কদমে উনাদের থেকে জিজ্ঞেস করে চলা। আমাদের দাওয়াতের মাকসাদ জেহালতকে খতম করা, এলেম হাসেল করার তলব পয়দা করা। দ্বীনের কোনো শোবার অস্বীকার হজরত মোহাম্মদ সা.-এর আহকামাতের অস্বীকার ইত্যাদি বিষয় হাইলাইট করেছেন। দুই বছর আগে আমাদের ভারতের সীতাপুরের আলমি ইজতেমায় এবং এই মাসেই ভূপালের ইজতেমায় অধম এসব নাজুক বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। ভূপালের গত সপ্তাহের ইজতেমায় অধমের বয়ানের প্রতিটি অংশ মিডিয়ার সব সিষ্টেম-হোয়াটস্‌অ্যাপ, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি খুব গুরুত্বসহ প্রচার করেছে। যার ভিতর উল্লেখ আছে, ওলামাদের মজলিশে ও মসজিদে কোরআনী তাফসিরের হালকা উম্মতের জন্য শক্ত দরকার। যদি এসব মজলিশকে তুচ্ছ মনে করা হয় তাহলে বড় ফেতনা ও বঞ্চিতের কারণ হতে হবে।

উপরন্তু মনে থাকা চাই, আমরা (তাবলিগওয়ালারা) কোনো আলাদা দল নই। আমাদের আলাদা কোনো মাজহাব বা তরিকা নেই। আমরা আহলে সুন্নতওয়াল জামাত। আমাদের সবার চলার জন্য আমাদের প্রচলিত রাস্তা হলো, দ্বীন ও দুনিয়া যে বিষয়ই হোক; এলেম হাসেল করার ব্যাপারেই হোক, আমাদের সব মাদরাসাই আমাদের মার্কাজ। যেগুলোকে আল্লাহ পাক আমাদের এই দেশে (ভারতে) বিশেষ করে ইউ.পি.(উত্তর প্রদেশ)-কে মার্কাজ হিসেবে কবুল করেছেন। ওলামায়ে দেওবন্দের যেই মাসলাক এটিই আমাদের (চলার) মাসলাক। তাবলিগওয়ালাদের আলাদা কোনো মতাদর্শ থাকা শক্ত গোমরাহী ও ফেতনার কারণ হবে। এ কথা দীল থেকে বের করে দেয়া চাই। আমাদের জন্য এসব (দ্বীনি-এলমি) মার্কাজ ছাড়া অন্য কোথাও কিছু সন্ধানের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

--স্বাক্ষর (মাওলানা সা'দ সাহেব)

মাওলানা মোহাম্মদ সা'দ সাহেবের ২য় বারের রুজু নামা হস্তান্তর করেন মাওলানা নূরুল হাসান রাশেদ কান্ধলভী, মৌলভী জিয়াউল হাসান, মৌলভী বদরুল হাসান, মুফতি আবুল হাসান আরশাদ সাহেবান। উনারা দারুল উলুম দেওবন্দে এটি পেশ করার পর তা গ্রহণ করে রশিদ দেওয়া হয়। সংক্ষিপ্ত রশিদের সাথে এই ওয়াদা উল্লেখ করা হয় যে, ২ দিনের ভিতরে বিস্তারিত লিখে জানিয়ে দেওয়া হবে।

رجوع نامہ جو دارالعلوم کی منشاء کے مطابق تھا

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

مکرم و محترم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب و دیگر
حضرات اکابر علماء کرام

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ حضرات کی تحریر گرامی موصول ہوئی جس میں احقر کے نظریات اور افکار کے سلسلے میں احقر کے بعض بیانات سے قرآن و حدیث کی غلط یا رجوح تشریحات تفسیر بالرائے انبیاء کرام کی شان میں بے ادبی یا منفقہ مختاری کے خلاف اپنی رائے یا جمہور علماء سے ہٹ کر کسی مخصوص نظریہ کی طرف نعوذ باللہ میلان کی شکایات آپ کے یہاں دارالافتاء میں استفتاء کی شکل میں موصول ہونے کا حال تحریر فرمایا گیا

(۱) اس سلسلے میں اولا احقر بغیر کسی تردد اور تامل کے صاف لفظوں میں اپنا موقف واضح کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ احقر الحمد للہ اپنے تمام اکابر و مشائخ علماء دیوبند و مظاہر علوم سہارنپور کے موقف اور اپنی جماعت کے اکابر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن کے مسلک و مشرب پر قائم ہے۔ اور اس سے ایک ذرہ انحراف کو بھی پسند نہیں کرتا۔

اس سلسلے میں جن سابقہ قدیم بیانات کا حوالہ تحریر گرامی میں دیا گیا ہے احقر ان کو اپنا ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنی جانب سے واضح الفاظ میں رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عفو و مغفرت کا طالب ہے یہ۔ ہمارے اسلاف و مشائخ کی سنت ہے کہ جب کسی موقع پر اپنی غلطی کا

ج۲

ان کو علم ہوا ان ہوں نے اس سے رجوع فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب
کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور
کوتاہیوں و لغزشوں سے حفاظت فرمائے۔

(۲) اس سلسلے میں ثانیاً یہ بات عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا
ہوں کہ دورِ حاضر میں جن حضرات کو ہمارے دعوت والے مبارک
عمل سے مناسبت نہیں ہے یا خدانخواستہ مخالفت کا مزاج ہے
ان کی تمام تر کوشش یہ رہتی ہے کہ مدارس کے علماء حضرات
اور دعوت و تبلیغ کے خدام کے درمیان منافرت و بعد پیدا کیا
جائے اور ان کی غلطی اور چوک سے فائدہ اٹھا کر امت میں
خلفشار اور انتشار پیدا کیا جائے اور ایک دوسرے سے بدظن
کیا جائے اس لئے احقر کا معمول اس طرح کے فتنوں اور بدگمانیوں
کے موقع سے بچنے کے لئے کئی سال سے یہ ہے کہ اپنے اسلاف
و اکابر اور جمہور علماء امت اور ان کے موقف و مسلک
اور مدارس و مراکز علم کا ذکر و تذکرہ اور ان کی طرف تمام
امور میں رجوع اور اپنے تمام مسائل میں علماء سے رابطہ رکھنے کے لئے
اپنے بیانات میں غیر معمولی اہتمام کرتا ہوں تاکہ بدگمانیوں کا کوئی
موقع کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ میرے اس طرح کے بیانات روزانہ
مرکز میں جماعتوں کے سیکڑوں افراد کو روانہ کرتے وقت
روزانہ ہوتے ہیں جس کا جی چاہے جب چاہے سن لے
ملک اور بیرون ملک بڑے اجتماعات میں جہاں کا مجمع
لاکھوں سے متجاوز ہوتا ہے وہاں بھی اہتمام کرتا ہوں سال
گذشتہ رائے ونڈ کے اجتماع میں بڑی تفصیل سے

ص ۳

احقر نے عوام کے لاکھوں کے مجمع کو علم دین اور علمائے دین کی طرف متوجہ کیا حضرت مولانا سلیم اللہ خاں کی زیر نگرانی ان کی جامعہ فاروقیہ سے نکلنے والے ماہنامہ الفاروق ماہ ذیقعدہ ۳۶ھ مطابق ماہ اگست ۲۰۱۵ء کے شمارے میں جو چار زبانوں میں شائع ہوتا ہے اس بیان کو عوام الناس کو بدگمانی کے گناہ سے بچانے کے لئے اہتمام سے شائع کر کے اپنی اور اپنے مدرسہ کی شرعی ذمہ داری کا ثبوت پیش فرمایا حالانکہ احقر کا بیان اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی قابل اشاعت چیز نہیں ہے لیکن انہوں نے اس بیان کے اہم اجزاء کو سرخی عنوان کے ساتھ مفصلۃً شائع فرمائے مثلاً علم اور علماء اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں ان کی زیارت عبادت ہے علماء کی مجالس ان کی صحبت سے استفادہ قدم قدم پر زندگی میں علماء سے پوچھ پوچھ کر چلنا ہمارے محنت اور دعوت کا مقصد جہالت کو ختم کرنا اور حصول علم کی طلب پیدا کرنا دین کے کسی شعبہ کا انکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار ہے وغیرہ وغیرہ دو سال قبل ہمارے ملک میں سیناپور کے عالمی اجتماع میں اور اس ماہ بھوپال کے عالمی اجتماع کے بیانات میں احقر نے ان تمام نازک امور کا پورا خیال رکھا ہے بھوپال کے گذشتہ ہفتہ کے لاکھوں کے مجمع میں احقر کے بیان کو تمام ذرائع ابلاغ والے سب نیوز تک یو ٹیوب نے خصوصی اہتمام سے شائع کیا۔ جس میں کہا گیا کہ علماء

ص ۳

کی مجالس اور مساجد میں زبانی تبصرے چلتے ہیں ایسی
چیزیں جن کی امت کو سخت ضرورت ہے۔ اگر ان کو ہلکا
سمجھا گیا تو یہ بڑا فتنہ اور بڑی گمراہی کا سبب ہے۔
نیز یاد رکھیں کہ ہم کوئی جماعت نہیں ہیں ہمارا کوئی مذہب
اور کوئی الگ طریقہ نہیں ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور
ہم سب کے لئے جو چلنے کا راستہ ہے اور ہمارا منشور اور طریقہ ہے
اور دینی و دنیوی امور میں اور علمی استفادہ میں جو ہمارا مرکز
ہے وہ یہ دینی مدارس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں
اور خاص طور پر یوپی کے علاقہ میں مرکزی حیثیت عطا فرمائی
ہے۔ علماء دیوبند کا جو مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے
تبلیغی کام کرنے والوں کا اپنی کوئی رائے قائم کرنا انتہائی
گمراہی اور فتنہ کا سبب ہے یہ بات دل سے نکال دینا
کہ ہمارا ان مراکز کے علاوہ کوئی اور مرجع ہے اس کی قطعاً
گنجائش نہیں ہے۔ انتہی

والسلام

بندہ محمد سعد

بنگلہ والی مسجد بستی حضرت نظام الدین دہلی

جس کو دارالعلوم والوں نے قبول کرلیا اور رسیدی خط مولانا سعد صاحب کو بھیج دیا جو ذیل میں ہے

দেওবন্দের রশিদপত্র

মুকাররমী জনাব মাওলানা সা'দ সাহেব (আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি হোক)!
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।
হিতাকাঙ্খিরা ভালো আছেন। মূল কথা হলো, আজ ১১ই রবিউল আওয়াল ১৪৩৮ হি: মোতাবেক ১১ই ডিসেম্বর ২০১৬ রবিবার জনাব মাওলানা নুরুল হাসান রাশেদ কান্ধলভি ও উনার সাথিদের কর্তৃক আপনার লিখিত ১০ই রবিউল আওয়াল ১৪৩৮ হিজরি আমাদের হস্তগত হয়েছে। যাতে আপনি অতীতের বয়ানাতের থেকে নিজের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষায় রুজুনামা প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ পাক আপনাকে উত্তম প্রতিদান দেন। আপনার লেখা শিক্ষকবৃন্দের ও মুফতিয়ানে কেরামদের সামনে পড়ে শোনানো হয়েছে। শিক্ষকবৃন্দ ও মুফতিবৃন্দ এই রুজুনামায় শান্ত হয়েছেন। এই সংক্ষিপ্ত লেখা রশিদ আকারে শুধু অন্তরের অভিপ্রায় জানিয়ে পেশ করা হলো। দারুল উলুমের পক্ষ থেকে বিস্তারিতভাবে লিখিত আকারে খেদমতে পাঠানো হবে ইনশাআল্লাহ।

ওয়াস সালাম
আবুল কাসেম নোমানী
মোহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ
১১ই রবিউল আওয়াল ১৪৩৮ হিজরী

Ph (01336) 222429
Fax (01336) 222768

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web: www.darululoom-deoband.com
E-mail: info@darululoom-deoband.com



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ ....

التاریخ ....

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

مکرمی جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی زید مجدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عافیت فراہم بخیر ہے۔ تحریر طلب یہ ہے کہ آنجناب کی ۱۰ ربیع الاول ۱۴۳۸ھ مطابق ۱۰ دسمبر ۲۰۱۶ء
بروز اتوار جناب مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی صاحب اور ان کے رفقاء کے ذریعہ آپ
کی تحریر مورخہ ۱۰ ربیع الاول ۱۴۳۸ھ موصول ہوئی۔ جس میں آپ نے سابقہ بیانات سے
اپنی جانب سے واضح الفاظ میں رجوع کیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء۔
آپ کی تحریر اکابر و اساتذہ کرام اور منتسبین دارالعلوم کی مجلس میں پڑھی گئی۔ حضرات
اساتذہ کرام و منتسبین دارالعلوم اس رجوع نامہ سے مطمئن ہیں۔ یہ مختصر تحریر بطور
رسید و اظہار اطمینان ارسال خدمت ہے۔ ان شاء اللہ دارالعلوم کی طرف سے
مفصل تحریر جلد ہی ارسال خدمت کردی جائے گی۔ والسلام

ابوالقاسم نعمانی غفرلہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند
۱۱ ربیع الاول ۱۴۳۸ھ

কিন্তু ওয়াদা মোতাবেক কোনো বিস্তারিত অনুলিপি দারুল উলুম পাঠায়নি। এরপর ৯ই জানুয়ারী মোতাবেক ১১ই রবিউস সানী ১৪৩৮ হিজরি মাওলানা সা'দ সাহেবের পক্ষ থেকে নিচের এই ওজাহতনামা (স্পষ্ট অনুলিপি) মাওলানা শওকত সাহেব ও মাওলানা জমশেদ সাহেবকে দিয়ে প্রেরণ করেন।

হযরত মাওলানা সা'দ সাহেবের স্পষ্ট বর্ণনা সহকারে তৃতীয় রুজুনামা

মুহতারাম হযরত মাওলানা আবুল কাসেম নোমানী সাহেব! দামাত বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আপনি এই অধমের বিভিন্ন বয়ানের কিছু অংশ আপত্তিকর ঘোষণা দিয়ে যেই লেখা পাঠিয়েছেন সেটি জনসাধারণের মাঝে দেওবন্দের ফতোয়া নামে পরিচিতি পেয়েছে।

এ বিষয়ে আমি আপনার খেদমতে রুজু নামা লিখেছিলাম। যাতে আহলে সুন্নতওয়াল জামাতের আকায়েদ থেকে বিচ্যুতির আপনার ঘোষণার পর যেসব কথা উনাদের খেলাফ ছিল তা থেকে আবার প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দিয়েছিলাম। কিন্তু এই রুজুনামার শেষের দিকে কিছু কথা এমন এসেছিল যা রুজু হওয়ার অন্তরায় ছিল বলে আবার ঘোষণা চাওয়া হয়েছিল। রুজুনামা গ্রহণযোগ্য হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে বান্দা মানসিক সব কথা বলতে অপারগ হয়েছে। বাস্তবে আপনার লেখাতে বান্দার কিছু বিষয় শর্তহীনভাবে রুজু ছিল আর কিছু ছিল যা সলফে মুফাসসেরীনদের ব্যাখ্যা থেকে নেওয়া। যার কারণে অনেক অভিযোগকারী আমার কথা বুঝতে সক্ষম হোননি। তাই সব অভিযোগকে আমি সমান মূল্যায়ন না করে কিছু অভিযোগকে আমার বিপক্ষে 'মনগড়া তফসির' হিসেবে মেনে নেইনি। কেননা তা সলফে মুফাসসেরীন থেকে বর্ণিত আছে। এ কারণে আমার সব কথাকেই বাতেল বা ভিত্তিহীন বা পথভ্রষ্টতা বলা যায় না। বেশি থেকে বেশি এগুলোকে 'অগ্রাধিকার যোগ্য না' বলা যেতে পারে।

এসবের বৃত্তান্ত তখন এজন্য পেশ করা হয়নি যেহেতু রুজু বলতে প্রকৃতই রুজু অর্থে ছিল। যেগুলো আমার দৃষ্টিতে সঠিক মনে হয়েছিল তার ব্যাখ্যা আপনার সামনে তুলে ধরা উদ্দেশ্য ছিল। ফলে আপনি গভীরভাবে ভেবে দেখবেন যেন, সব ভুলকেই এক কাতারে হিসাব না করা হয়। কেননা কোথাও বিষয়বস্তুর ত্রুটি হতে পারে। কোথাও রাজেহ মারজুহ সম্পর্কিত ত্রুটি হতে পারে। কোথাও ভিতরগত মনোভাবের পরিবর্তন হতে পারে। কোথাও শুধু শাব্দিক পরিবর্তনের ত্রুটি হতে পারে।

রুজুনামায় আমি সব বিষয়ে এজমালী জবাব দিতে চেয়েছিলাম।। যাতে সব বিষয় এক রুজুতে হয়ে যায়। এখান থেকে সন্দিহানের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে সন্দেহযুক্ত বাক্যে রুজুনামা প্রেরণ করা হয়েছিল। এখন প্রত্যেক আপত্তির ব্যাপারে স্বতন্ত্র লেখা দিয়ে নিজের অবস্থান জানিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রুজু উল্লেখ করা গেল। যাতে করে ইনশাআল্লাহ আপত্তির কিছুটা অবসান ঘটে। আপনার লিখিত আপত্তিনামার যথাক্রমে ব্যাখ্যা এই–

হযরত মুসা আ.-এর ঘটনা প্রসঙ্গে

এ ঘটনায় বান্দা যা বলেছে, তা ঐ সব কিছু মুফাসসেরীনদের উক্তি থেকে গৃহিত। যারা 'হযরত মুসা আ.-এর জলদি চলে আসার উপর' আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এটির জিজ্ঞাসাবাদকে নবীর কাজের উপর অবজ্ঞা প্রদর্শন হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং একে বনি ইসরাইলের গোমরাহির কারণ হয়েছে বলে অভিহিত করেছেন। সে সব মুফাসসেরিনদের বাক্য নিম্নরূপ। আল্লামা আলুসি রহ. বলেন, এখানে প্রশ্নাকারে আল্লাহ পাকের জিজ্ঞাসাবাদ নবীর কাজের অসমীচিন হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।

কাশ্‌শাফের বর্ণনায়, এটি স্পষ্ট নিষেধবস্তু বাস্তবায়নের কারণকে অস্বীকার করা–যেমন এখানে তার জাতিকে ছেড়ে আসা ছিল। অথচ মুসা আ. স্বজাতির সাথে থাকা ও তাদেরকে সাথে নিয়ে আসার ব্যাপারে আদিষ্ট ছিলেন। এখানে আসল কাজকে অস্বীকার করা হচ্ছে। কেননা তাড়াহুড়া বিষয়টিই মন্দ যা মর্যাদাবান নবীদের শানে শোভা পায় না।

রুহুল মাআনী (১৬/২৪১)

উপরোক্ত কথাটি মাআরেফুল কোরআনেও আনা হয়েছে। বাক্যগুলো এই, উনার রেসালতের দায়িত্ব হিসেবে সমীচিন ছিল এই যে, তিনি নিজ কওমের সাথেই থাকতেন। তাদেরকে নিজের দৃষ্টিতে রাখতেন। সাথে নিয়ে আসতেন। উনার তাড়াহুড়ার পরিণাম এই হলো যে, উনার কওমকে সামেরি গোমরাহ করে দিল। মাআরেফুল কোরআন খণ্ড ৬: পৃষ্ঠা ১২২

এ কারণে বয়ানে যা বলা হয়েছিল তাকে মনগড়া তফসির বলা যায় না। এর উদাহরণ সলফের তফসিরে বিদ্যমান। এ কারণে এই তফসির গ্রহণ করলে তাকে একেবারে আহলে সুন্নতের জামাত থেকে বহিষ্কৃত বলা যায় না। হ্যাঁ। বান্দা স্বীকার করে এই তফসিরের তুলনায় আল্লামা কুরতুবি যে রায় বর্ণনা করেছেন তা সবার চেয়ে স্বচ্ছ, অধিক অগ্রাধিকারযোগ্য।

কেননা এতে নবীর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে। তাছাড়াও জন সাধারনের মধ্যে যেভাবে বয়ান করা হয়েছে তাতে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে যা উদ্দেশ্য ছিল না। কাজেই আমি এই বয়ান থেকে রুজু করছি। এই কারণে না; যে, এটি মনগড়া তফসির ছিল। বরং এটি অগ্রাধিকারযোগ্য রায় না। আর রুজু এ কারণে যে, এটি বয়ানে এমনভাবে উপস্থাপন হয়েছিল যে নবীর শানে বেয়াদবির সন্দিহান হয়ে যায়। বান্দা আম্বিয়া আ.-দের শানে বিন্দুমাত্র বেয়াদবি করা থেকে আল্লাহ্ পাকের পানাহ্ চায়।

এলেম শেখানো প্রসঙ্গে

প্রকৃতপক্ষে বান্দা এটি বিশ্বাস করে; যে, আবু হানিফা রহ.-এর মতে এবাদতের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েজ নেই। পরবর্তিতে উলামায়ে কেরাম পারিশ্রমিক নেওয়ার অনুমতি যেটি দিয়েছেন তা তো সময়ের পারিশ্রমিক বলে তাবিল করে অনুমতি দিয়েছেন। কাজেই এটিকে তালিমের পারিশ্রমিক বলা চলে না। কিন্তু এর ভাবার্থ উল্লেখ করতে যেয়ে বান্দার ভুল হয়েছে। কথাটি এমনভাবে বলা হয়েছে যাতে করে এলমে দ্বীনের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। তাদের কাজকে নাজায়েজ বলার নামান্তর হয়েছে। এর থেকেও বান্দা স্পষ্ট ভাষায় রুজু (প্রত্যাবর্তন) করছে।

মোবাইলে কোরআন শরিফ শোনা ও পড়া প্রসঙ্গে

ঘটনা হলো, বর্তমানে আমাদের যুগে অশ্লীলতা ও নগ্নতার কাজে মোবাইলের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে বান্দার কাছে মোবাইলে কোরআনের অংশ সংরক্ষণ করে তা তেলোয়াত করা বেয়াদবি। এটি আমার ও আরো কিছু আলেমেরও অভিমত। এতে অন্য আলেমরা দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। এটি বয়ান করার সময় বান্দার ভুল হয়েছে। কারণ একটি দ্বিমতযুক্ত রায়ের অপরপক্ষকে একেবারে বাতিল ঘোষণা দেওয়া অন্যদের খাটো করার নামান্তর। তাদেরকে অসৎআলেম বলা সীমালঙ্ঘনের শামিল। যা জনসাধারণকে নিরুৎসাহিত করার জন্য প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত ক্যামেরা যুক্ত মোবাইলসহ নামাজ না হওয়ার পক্ষে যা বলেছিলাম তাও এরই নিঃসৃত কথা ছিল।

তৃতীয়ত এ ধরণের মাসআলা যুক্ত বয়ান না করার নির্দেশনা আমাদের তাবলিগের হেদায়েতে আছে। হেদায়েতের খেলাফ হয়েছে। কাজেই এই ভুলের স্বীকারোক্তির পাশাপাশি বলতে চাই; যে, যে সব মাসায়েলের ক্ষেত্রে সমকালীন আলেমদের মতামত ভিন্ন সে সবের হীনতার কথা যেমন

আওয়ামের সামনে খুব কঠোরতার সাথে বর্ণনা করা অনুচিত তদ্রূপ এসব মাসায়েলের উপর আমল থেকে বিরত থাকা যেখানে উত্তম ও সমীচিন মনে হয় সেক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনকারীদেরকে আহলে সুন্নতের জামাত থেকে বহিস্কৃত বলে দেওয়াটা আদৌ সমীচিন না।

এসলাহী সম্পর্ক ও দ্বীনের অন্যান্য শাখাসমূহ প্রসঙ্গে

বান্দা রুজুনামার শুরুতেই নিজ দৃষ্টিকোণের কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে। বান্দার কাছে তাবলিগ ছাড়াও তালিমের জন্য ও তাযকিয়ার জন্য ওলামা ও আহলুল্লাহর সোহবত দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বান্দা বিভিন্ন বয়ানে এর উপর অনেক জোর দিয়ে থাকে। ইনশাআল্লাহ! আগামীতেও এই দিকটায় আরো গুরুত্বের সাথে জোর দিবে।

কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি দ্বীনের কোনো বিশেষ বিষয়ে একাগ্রতা অবলম্বন করে তখন সেদিকেই তার মনোনিবেশ বেশি থাকে। সে কাজের উপর বেশি থেকে বেশি গুরুত্বারোপ করতে থাকে। বান্দা তাবলিগের কাজের সাথে সম্পৃক্ত। তাই নিজের সাথিদের সামনে এর আহমিয়াতের ব্যাপারে বেশি জোর দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসবের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে কিছুটা এমন ভাবাবেগ লক্ষ্য করা গেছে যার কারণে দ্বীনের অন্য কোনো শোবাকে উপেক্ষা করা ধরে নেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি কখনই উদ্দেশ্য ছিল না। যে ব্যাপারে বান্দার অন্যান্য বয়ানেও স্বাক্ষী পাওয়া যায়। কাজেই বান্দার কোনো বয়ানের দ্বারা তাবলিগ ছাড়া অন্য কোনো মেহনতের অবজ্ঞা বুঝা গেলে বা তাবলিগের মওজুদা মেহনতকেই একমাত্র শরয়ী সীমাবদ্ধতা দেওয়ার প্রমান পাওয়া গেলে বান্দা স্পষ্ট রুজু করছে। আগামীতেও এর খুব খেয়াল করা হবে।

আশাকরি, এসব আরজ গুজারিশের পর বান্দার পক্ষ থেকে রুজুনামার ব্যাপারে উদ্ভূত সন্দিহানের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

ওয়াস সালাম মাআল ইকরাম

বান্দা মোহাম্মদ সা'দ

বাংলাওয়ালী মসজিদ, হযরত নিজামুদ্দিন, দিল্লী

১৪৩৮ হিজরি ১০ই রবিউস সানী/ ৯ই জানুয়ারী ২০১৭ইংরেজি

بسم اللہ الرحمن الرحیم

گرامی قدر مکرم حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنجناب نے بندے کے چند مختلف بیانات کو قابل اعتراض قرار دیتے ہوئے جو تحریر مرتب فرمائی تھی، جسے عوام میں فتویٰ کا نام بھی دیا گیا، بندہ نے اسکے بارے میں ایک رجوع نامہ آپ کی خدمت میں ارسال کیا تھا جس میں اپنے اکابر سلف اہل سنت والجماعت کے عقائد سے سر مو انحراف سے براءت کا اظہار کر کے جو باتیں اسکے مخالف بندہ سے سرزد ہوئی ہوں، ان سے رجوع کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اس رجوع نامے کے آخر میں کچھ ایسے جملے آگئے تھے جن کو رجوع کی روح کے منافی سمجھتے ہوئے اس سے متعارض قرار دیا گیا، اس لئے وہ رجوع نامہ قابل قبول نہیں سمجھا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنا مافی الضمیر اس وقت پوری طرح واضح نہیں کر سکا۔ درحقیقت بات یہ تھی کہ آپ کی تحریر میں بندے کی کچھ باتیں تو ایسی تھیں جن سے بندہ نے غیر مشروط رجوع کا اظہار کیا تھا، اور کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو درحقیقت سلف کے مفسرین کے ایسے کلام سے ماخوذ تھیں، جو شاید معترض حضرات کی نظر سے نہیں گذریں جسکی وجہ سے انہیں قطعی بے اصل اور محض تفسیر بالرائے قرار دیا گیا، حالانکہ وہ سلف سے منقول ہیں، اور انکی بنا پر کسی بات کو باطل محض یا گمراہی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ انہیں مرجوح کہہ سکتے ہیں۔ ان منقولات کے مراجع آنجناب کی خدمت میں بھیجنے کا ارادہ اس غرض سے ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ رجوع سے رجوع مقصود تھا، بلکہ یہ نقول آنجناب کے علم میں لانے کا منشا یہ تھا کہ ان پر غور فرما لیا جائے، تا کہ ہر قسم کی غلطی کو ایک ہی صف میں شمار نہ کیا جائے، کیونکہ بعض جگہ مضمون کی غلطی ہوگی، بعض جگہ ترجیح کی غلطی، اور بعض جگہ تعبیر کی کوتاہی، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہونگی جنکا حاصل نزاع لفظی ہوگا۔ رجوع نامے میں میں

نے تمام امور کا اجمالی جواب دینا چاہا جو ان سب قسموں کو شامل ہو جائے۔اس سے تعارض کا شبہ پیدا ہوا،اس لئے بندہ نے اول تو وہ موہم فقرے رجوع نامے سے نکال کر جناب کے پاس بھیجے،اور اب اس تحریر کے ذریعے مفصل طور پر ایک ایک اعتراض کے بارے میں اپنا موقف اور رجوع کی نوعیت واضح کرنا چاہتا ہوں ،جس سے ان شاء اللہ تعارض کا اشتباہ رفع ہو جائیگا۔آپ کی تحریر میں میرے جن بیانات کو قابل اعتراض قرار دیا گیا ہے،اب میں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اپنا موقف عرض کرتا ہوں:

1-موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ

اس واقعے میں بندہ نے جو کچھ بیان کیا،وہ ان متعدد مفسرین کے قول کی بنیاد پر بیان کیا تھا جنہوں نے جلدی چلے آنے پر باری تعالیٰ کے سوال کو فی الجملہ نکیر پر محمول کیا ہے،اور اسے بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب قرار دیا ہے۔ان مفسرین کی عبارتیں درج ذیل ہیں:علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

والاستفهام للانكار ويتضمن كما في الكشف انكار السبب الحامل لوجود مانع في البين وهو ايهام اغفال القوم وعدم الأعتناء بهم مع كونه عليه السلام مامورا باستصحابهم واحضارهم معه وانكار اصل الفعل لأن العجلة نقيصة في نفسها فكيف من أولي العزم اللائق بهم مزيد الحزم۔"روح المعاني(16/241)

اسی بات کو معارف القرآن میں بھی ایک قول کے طور پر نقل فرمایا ہے جسکی عبارت یہ ہے:

"آپ کے منصب رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ قوم کے ساتھ رہتے،انکو اپنی نظر میں رکھتے،اور ساتھ لاتے۔آپ کی عجلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کو سامری نے گمراہ کردیا"(معارف القرآن ص 122 ج6)

لہذا جو بات کہی گئی، وہ تفسیر بالرای نہیں تھی، اسکی بنیاد سلف کے کلام میں موجود تھی، اس لئے اگر کوئی اس تفسیر کو اختیار کرے، تو اسے اہل سنت سے خارج نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ بندہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ اسکے مقابل دوسری تفسیر جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، بے غبار ہے، اور اسکو اختیار کرنا اس لحاظ سے راجح ہے کہ اس سے کسی نبی کی طرف کسی اجتہادی غلطی کی نسبت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نیز جس انداز اور تفصیل سے بندہ نے وہ بات عوام کے مجمع میں کہی، اس سے مزید غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں جو مقصود نہیں تھیں۔ اس لئے میں اپنے ایسے بیانات سے رجوع کرتا ہوں، اس لئے نہیں کہ وہ تفسیر بالرای تھی، بلکہ اس لئے کہ وہ مرجوح تھی، اور اسکے بیان میں بھی قصور ہوا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے ادبی کا شبہ پیدا ہوا، بندہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کسی ادنیٰ بے ادبی سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔

اجرت لے کر تعلیم دینا

دراصل بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن متاخرین نے جو اجازت دی ہے، وہ مجبوری وقت کی تاویل سے دی ہے، لہذا اسکو تعلیم پر اجرت نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن بندہ سے اس مفہوم کے ادا کرنے میں قصور ہوا، اور بات ایسے انداز سے کہدی گئی جس سے علم دین کے مدرسین کے بارے میں یہ عمومی تاثر پیدا ہو گیا کہ انکا اجرت لینا ناجائز ہے۔ اس تاثر سے بھی بندہ واضح الفاظ میں رجوع کرتا ہے۔

موبائل سے قرآن کریم سننا اور پڑھنا

واقعہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں موبائل جس قسم کی خلاف شرع باتوں، بلکہ عریانی اور فحاشی میں استعمال ہو رہا ہے، اسکی وجہ سے یہ بندے کی رائے ہے کہ اس میں قرآن کریم کو محفوظ کر کے اس میں تلاوت کرنا قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ یہ میری اور بعض دوسرے علماء کی بھی رائے ہے، دوسرے اہل علم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اسکو بیان کرنے میں بندے سے ایک تو یہ چوک ہوئی کہ ایک مجتہد فیہ مسئلے میں مخالف رائے کو بالکل باطل قرار دینا، اسکے قائلین پر نکیر کرنا اور انہیں علماء سوء قرار دینا حدود سے متجاوز تھا جو عوام کو اجتناب کی تلقین کرنے کے سیاق میں سرزد ہوا۔ دوسرے کیمرے والے موبائل کو جیب میں رکھ کر نماز نہ ہونے کا حکم بھی اسی پر متفرع کیا گیا۔ تیسرے اس قسم کے مسائل کو جن میں علماء کرام کی دو رائیں ہو سکتی ہیں، تبلیغی اجتماعات میں بیان کرنے کا معمول نہیں رہا۔ اس مسئلے کا بیان اس معمول کے خلاف ہوا۔

اپنی غلطی کے اس اعتراف کے ساتھ یہ گذارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جس معاملے میں علماء معاصرین کی آراء مختلف ہوں، جس طرح انہیں عوام کے مجمع میں اس شدت کے ساتھ بیان کرنا درست طرز عمل نہیں جس شدت کے ساتھ بندے نے بیان کیا، اسی طرح اگر کوئی اس معاملے میں محتاط رائے رکھتا ہو، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اسکی بنا پر اسے گمراہ یا اہل سنت سے خارج قرار دیا جائے۔

اصلاحی تعلق اور دین کے دوسرے شعبے

بندہ اپنے رجوع نامے کے شروع میں اپنا نقطہ نظر واضح کر چکا ہے کہ بندے کے نزدیک تبلیغ کے علاوہ تعلیم دین اور تزکیہ کے لئے علماء اور اہل اللہ کی صحبت دین کا اہم شعبہ ہے، اور بندہ اپنے بیانات میں اس پر زور دیتا رہتا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس پہلو کو زیادہ اہمیت کے ساتھ واضح کرنے کی پوری کوشش کریگا۔ لیکن جب کوئی شخص دین کے کسی ایک شعبے سے وابستہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے احباب کو اس شعبے کی اہمیت بتانے

اور انہیں کام پر آمادہ کرنے کے لئے اس پر زیادہ زور دیتا ہے۔ بندہ چونکہ تبلیغ کے کام سے وابستہ ہے، تو اپنے احباب کے سامنے اس کی اہمیت زیادہ اہتمام کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ بعض ایسے مقامات پر اس کام کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے بیان کا کچھ ایسا انداز ہو گیا ہے جس سے معاذ اللہ دین کے دوسرے شعبوں کی اہمیت کا کم ہونا سمجھا گیا جو حقیقت یہ ہے کہ مقصود نہیں تھا، اور جس کے مقصود نہ ہونے پر بندے کے دوسرے بیانات شاہد ہیں۔ لہذا بندے کا کوئی بھی ایسا بیان جس سے تبلیغ کے علاوہ دین کے دوسرے شعبوں کی ناقدری سمجھ میں آتی ہو، یا جس سے تبلیغ کے شرعی حکم کو کسی ایک خاص طریقے کے ساتھ محدود قرار دینا لازم آتا ہو، بندہ اس سے رجوع اور براءت کا واضح اعلان کرتا ہے، اور ان شاء اللہ آئندہ اس بات کا پورا خیال رکھے گا کہ اس قسم کا کوئی تاثر پیدا نہ ہو۔

امید ہے کہ ان گذارشات کے بعد بندے کے رجوع نامے کے بارے میں پیدا شدہ اشتباہ ان شاء اللہ تعالیٰ رفع ہو جائے گا۔ والسلام مع الاکرام

۱۰ ربیع الثانی ۱۴۳۸ھ
۹ جنوری ۲۰۱۷ء

بندہ محمد سعد

بنگلہ والی مسجد حضرت نظام الدین دہلی

২০ দিন পর দারুল উলুম দেওবন্দের জবাব[১]

আলহাদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন..... ওয়াআছহাবিহি আজমাঈন।
আম্মা বা'দ।

জনাব মাওলানা সা'দ কান্ধলভী সাহেবের কিছু বয়ানাতের আলোকে উনার ব্যক্তিগত চিন্তাধারার ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দ নিজস্ব ঐক্যমত্য অবস্থানের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। যেখানে বলা হয়েছিল, অনুসন্ধানের পর এটিই সত্যায়িত হয়েছে; যে, তার (মাওলান সা'দের) বয়ানাতে কুরআন ও হাদিসের ভুল ও অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এবং ভুল তথ্য সংগ্রহ, মনগড়া তফসির পাওয়া গেছে। কোনো কোনো কথায় আম্বিয়ায়ে কেরামের শানে বে-আদবি প্রকাশ পেয়েছে। এতে এমন বিষয় রয়েছে যাতে তিনি জমহুর ওলামায়ে কেরামের ও সলফের এজমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। যেহেতু এই ঐক্যমত্য অবস্থান ব্যাপক প্রচারিত হয়েছে সেহেতু এ বিষয়ে পূর্ণ পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন নেই।

মাওলানা সা'দ সাহেবের রুজু নামে একটি অনুলিপি আমাদের হাতে এসেছিল। যার উপর আমরা আস্থা অর্জন করতে পারিনি। এখন ১০ রবিউস সানি ১৪৩৮ হিজরিতে মাওলানা সা'দ সাহেবের রুজু নামে একটি নতুন লেখা আমরা পেয়েছি। এতে উল্লেখিত যাবতীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে পূর্ণ একমত হওয়া যায় না। তাই এই লেখাতে মাওলানা সা'দ সাহেব যে সব বয়ান থেকে সমূলে রুজু করেছেন যেসবের ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় দারুল উলুম নিজেদের অবস্থান চিহ্নিত করেছিল। আগামীতে এর পুনরাবৃত্তি তিনি করবেন না বলে স্বীকার করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, দারুল উলুম মাওলানার যেসব ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল, নিজস্ব অবস্থান ধরে রেখেছিল (তার মতবাদের অবৈধতার) সে অবস্থানে নিজ জায়গায় অটল আছে। তার রুজুর কারণে দারুল উলুম আপত্তিকর কথা মেনে নেওয়া না। সেসব আপত্তিকর কথাকে সর্বদাই

---

১. তৃতীয় রুজুনামা দারুল উলুম দেওবন্দে পাঠানোর ২০ দিন পর দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে জবাব পাওয়া যায়।

আপত্তিকর মনে করবে। যেগুলো দারুল উলুম চিহ্নিত করেছিল সেগুলোর ব্যাপারে তাবলিগের সব সাথীকে জানানো দারুল উলুম জরুরি মনে করে। যেহেতু মাওলানা সা'দ সেসবের সমুলে রুজু করেছেন এবং আগামীতে এর পুনরাবৃত্তি করবেন না বলে স্বীকার করে একিন দিয়েছেন। সে সবের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করবেন যা ওলামায়ে রাসেখদের কাছে আপত্তিকর। এর পাশাপাশি মাওলানা সা'দের এ কথা খুব গুরুত্ব সহকারে মেনে নেওয়া চাই যে, হজরত মুসা আ. সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা শুধু মারজুহ ব্যাখ্যাই না বরং একেবারেই ভুল এবং জলিলুল কদর নবীর শানের খেলাফ। এ কারণে মাওলানার জন্য উচিৎ কোনো টু শব্দ ছাড়াই তিনি এই বয়ানকে অস্বীকার করবেন। চাই হজরত মুসা আ.-এর শীঘ্রতাকে বনি ইসরায়েলের গোমরাহির কারণ বলা হোক বা ৪০ রাত দাওয়াতকে তরক করে এবাদতে মশগুল থাকার ব্যাপারে বলা হোক। এই মাসআলার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত দিক-নির্দেশনা দেওয়া গেল। তা দেখা যেতে পারে। উপরন্তু মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমী সাহেবের পুস্তিকার শিরোনাম "ওয়ামা আ'জালাকা আন কওমিকা ইয়া মুসা"-এর অধীনে যা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য তাফসির দেওয়া আছে তা অনুসরণ করা যেতে পারে। (দারুল উলুমের) অনুলিপির সাথে তা প্রেরণ করা হলো। দারুল উলুমের ওয়েব সাইটেও এটি প্রকাশ হয়েছে।

মাওলানা মোহাম্মদ সা'দ সাহেব হজরত মুসা আ.-এর বিষয়ে যা বলেন সে বিষয়ে লক্ষণীয় হলো–

১. মাওলানা সা'দ ১০ রবিউস সানী ১৪৩৮ অনুলিপিতে বলেন, আমি এমন বয়ান থেকে রুজু করছি; এজন্য না; যে, তা তাফসির বির রায় (মনগড়া তাফসির) মনে করি। বরং এটিকে আমি শীথিলযোগ্য মতামত মনে করি।

এ ব্যাপারে আরজ হলো, এটি শীথিলযোগ্য না। বরং অগ্রহণযোগ্য। অতীত মনীষিদের কারো, আদর্শিক না। আর না কেউ মুসা আ.-এর ক্ষেত্রে এমন কথা বলতে পারেন। রুহুল মাআনীর বরাত দিয়ে তিনি যা প্রামান্য দিয়েছেন, মুসা আ. ৪০ রাত দাওয়াত ছেড়ে এবাদতে মশগুল হয়েছিলেন। যার ফলে বনি ইসরায়েলের অধিকাংশ গোমরাহ হয়েছিল। এ কথার কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

২. দৃশ্য অদৃশ্যের সর্বজ্ঞানী আল্লাহ পাক বলেন, "ক্বলা ফাইন্না কাদ ফাতান্না ক্বওমাকা" এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবে কওমে মুসা

আ.-এর গোমরাহীর কারণ উল্লেখ করে দিয়েছেন। এতে মুসা আ.-এর দূর দূর থেকেও গোমরাহীর সাথে সম্পৃক্ততা নেই।

তাফসিরে মাজহারির বরাত দিয়ে মাওলানা যা বলেছেন, প্রথমত স্বয়ং কাজী মাজহারী সাহেব নিজেই এই মতামত ব্যক্ত করে উক্তিটিকে রোগাক্রান্ত বলেছেন। তারপর এর যে জবাব লিখেছেন 'লাআল্লা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। জানা গেল, খোদ কাজী মাজহারী সাহেবেরই এ উক্তির প্রতি দৃঢ়তা নেই। এ ছাড়াও এ রায়ে এলমি ত্রুটি আছে। তারপরও মাওলানার কথার সাথে এর কোনো মিল নেই। এ কারণে এটিকে দলিল মানা ভুল।

তারপরও রুহুল মাআনীর বরাত দিয়ে মাওলানা যা বলেছেন, গ্রন্থের সাথে মাওলানার চিন্তাধারার মিল নেই। বরং আগে পরের কথা লক্ষ্য করলে মাওলানার কথা স্ব-বিরোধী মনে হবে।

কুরআন মজিদের সংশ্লিষ্ট আয়াত পড়ুন। যেখানে 'মা আ'জালাকা আন কওমিকা...এর জবাবে মুসা আ. যা বলেছেন তাতে মুসা আ.-এর কাজের উপর কোনো ধরণের নেতিবাচক উল্লেখ নেই। যা দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ পাক উনার জবাব কবুল করেছেন।

পরবর্তিতে মাওলানা সাহেব বলেন, এসবের বয়ানেও আমার ভুল হয়েছে। যার কারণে মুসা আ.-এর শানে বেআদবীর শামিল হতে পারে। একটু নিজের ঐ বাক্যের উপর লক্ষ্য করুন যে- 'মুসা আ. ৪০ দিনের জন্য দাওয়াতের আমল ছেড়ে দিয়েছেন'।

মাওলানা স্পষ্ট শব্দে বলেছেন, মুসা আ.-এর উপর দাওয়াত ও তাবলিগ যা মূল দায়িত্ব ছিল; সেটি তিনি ত্যাগ করেছেন। অথচ হজরত হারুন আ. যিনি কুরআনের ঘোষণা মতে নবুওত ও রেসালতের কাজে মুসা আ.-এর শরিক ছিলেন। উনাকে নায়েব বানিয়ে ছিলেন। কুরআনের ভাষ্য মতে তিনি দায়িত্ব আদায় করেছেন। তারপরও মাওলানা তরকে দাওয়াতের তোহমত দিয়েছেন। এটি কি নবীর শানে সরাসরি অবজ্ঞা না? কাজেই মাওলানা রুজুর আগে যা লিখেছিলেন তা সঠিক না বরং তার নিজের পদমর্যাদার পরিপন্থী।

সুতরাং হজরত মুসা আ.-এর বিষয়ে মাওলানা সা'দের নিজের সব বয়ানাতের বিনা ব্যাখ্যায় বিনা শর্তে রুজু করতে হবে। স্পষ্ট ঘোষণা দিতে হবে।

এরপর দেওবন্দের কিছু ওলামাদের সীল ও স্বাক্ষর রয়েছে।

Ph: (01336) 222429
Fax: (01336) 222768

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web: www.darululoom-deoband
Email: info@darululoom-deoband



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

196/3/1 حوالہ 28/01/2017

باسمہ تعالیٰ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے بعض بیانات کی روشنی میں ان کے افکار اور نظریات کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند نے اپنا متفقہ موقف واضح کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ تحقیق کے بعد اب یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن وحدیث کی غلط یا مرجوح تشریحات، غلط استدلالات اور تفسیر بالرائے پائی جا رہی ہے۔ بعض باتوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے؛ جب کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں موصوف جمہور امت اور اجماع سلف سے باہر نکل رہے ہیں، چونکہ یہ متفقہ موقف اب عام ہو چکا ہے اس لیے اس کے مکمل اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے رجوع کے نام سے ایک تحریر بھی موصول ہوئی تھی جس پر اطمینان نہیں ہو سکا تھا۔

اب مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۳۸ھ کو رجوع کے سلسلے میں ایک نئی تحریر وصول ہوئی ہے، جس کے تمام مشمولات اور تفصیلات سے اگرچہ اتفاق نہیں کیا جا سکتا؛ لیکن اس تحریر میں مولانا نے فی الجملہ اپنے ان بیانات سے رجوع کیا ہے جن کا ذکر دارالعلوم دیوبند کے موقف میں کیا گیا تھا، اور آئندہ ان کا اعادہ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

اب اس موقع پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے جناب مولانا محمد سعد صاحب کی جن قابل اشکال باتوں کے سلسلے میں اپنا متفقہ موقف ظاہر کیا تھا، وہ موقف اپنی جگہ پر قائم ہے، دارالعلوم دیوبند نے اپنا متفقہ موقف واپس نہیں لیا ہے اور ان افکار ونظریات کو جن کا ذکر متفقہ موقف میں کیا گیا ہے، دارالعلوم دیوبند بہرحال غلط اور ناقابل قبول سمجھتا ہے اور ان تمام غلط باتوں پر جن کی نشاندہی متفقہ موقف میں کی گئی ہے، جماعت کی ہر سطح پر قدغن لگانا ضروری سمجھتا ہے؛ لیکن مولانا نے اپنی تحریر میں چونکہ فی الجملہ رجوع کرتے ہوئے آئندہ ان باتوں سے پرہیز کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے؛ اس لیے اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہم توقع کرتے ہیں کہ مولانا آئندہ ایسی باتوں سے مکمل احتیاط برتیں گے جو علمائے راسخین کے نزدیک قابل گرفت ہو سکتی ہوں، اسی کے ساتھ مولانا محمد سعد صاحب کو بطور خاص اس امر کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق میں ان کے بیانات صرف مرجوح تفسیر کی حیثیت نہیں رکھتے؛ بلکہ وہ یقینی طور پر غلط ہیں اور جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس کے منافی ہیں؛ اس لیے اس مسئلے میں مولانا کو اپنے تمام بیانات کی باضابطہ تردید کرنی چاہیے، خواہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت کو بنی اسرائیل

Ph: (01336) 222429
Fax: (01336) 222768

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web: www.darululoom-deoband.com
Email: info@darululoom-deoband.com



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

196/3/2 حوالہ

التاریخ

کی گمراہی کا سبب قرار دینے کا مسئلہ ہو یا ۴۰ رات دعوت ترک کر کے عبادت میں مشغول رہنے کا التزام ہو، اس مسئلہ کی مختصر وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل تحریر ملاحظہ فرمائی جائے۔ نیز تفصیلی دلائل کے لیے مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کا مضمون "وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ" کی صحیح و معتبر تفسیر بغور دیکھنی چاہیے، جو اس تحریر کے ہمراہ ارسال ہے اور دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر بھی شائع ہو چکی ہے۔

مولانا محمد سعد صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں قابل توجہ امور:

(۱) مولانا اپنی تحریر مورخہ ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۳۸ھ = ۹ جنوری ۲۰۱۷ء میں لکھتے ہیں: "میں اپنے ایسے بیانات سے رجوع کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ تعبیر یا رائے تھی، بلکہ اس لئے کہ وہ مرجوح تھی الخ"۔

اس سلسلہ میں عرض ہے کہ یہ مرجوح ہی نہیں بلکہ غلط اور باطل ہے، سلف میں سے کسی کا یہ قول نہیں ہے اور نہ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ روح المعانی سے جو عبارت مولانا نے نقل کی ہے اس عبارت کا مولانا کی اس بات سے کہ "موسیٰ علیہ السلام ۴۰ رات دعوت کے عمل کو چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو گئے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کی اکثریت گمراہ ہو گئی" کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔

(۲) خدائے عالم الغیب والشہادۃ نے "قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ" الآیۃ میں واضح الفاظ میں قوم موسیٰ علیہ السلام کی گمراہی کا حقیقی و مجازی سبب بیان فرما دیا ہے، اس سے حضرت موسیٰ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔

صاحب مظہری کے جس تفسیری قول کو مولانا اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اولاً تو خود قاضی صاحب نے اس کو بصیغہ تمریض بیان کیا ہے، پھر اس کا جو جواب نقل کیا ہے اُسے لفظ "لعل" سے بیان کیا ہے، معلوم ہوا کہ اس پر خود انھیں بھی جزم و یقین نہیں ہے، علاوہ ازیں اس جواب میں علمی خدشات بھی ہیں، پھر اس کا مولانا کی بات سے کوئی ربط بھی نہیں ہے، ان وجوہ سے اس مسئلہ میں اسے دلیل سمجھنا بڑی بھول ہے۔ نیز روح المعانی سے جو عبارت نقل کی گئی ہے، اس کا بھی مولانا کی بات سے ادنیٰ تعلق نہیں ہے؛ بلکہ اس کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر دیکھیں تو وہ فی الجملہ مولانا کے دعوی کے خلاف ہوگی۔

قرآن مجید کی آیت متعلقہ کو پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ کے سوال "مَا أَعْجَلَكَ" کا جو جواب دیا ہے، اس پر کسی نوع کا کوئی انکار مذکور نہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کو قبول فرما لیا ہے۔

آگے مولانا لکھتے ہیں کہ: "اس کے بیان میں بھی قصور ہوا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے ادبی کا شبہ پیدا ہوا"۔



ذرا اپنے اس جملہ پر غور کریں کہ "موسیٰ علیہ السلام نے صرف ۴۰ رات دعوت کا عمل نہیں کیا"۔

Ph. (01336) 222429
Fax (01336) 222768

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web www.darululoom-deoband.com
Email info@darululoom-deoband.com



دار العلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

196/3/5 حوالہ

التاریخ......

مولانا صریح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ "موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ جو ان کا فرض منصبی ہے ترک کر دیا" حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جو بنص قرآنی کار نبوت و رسالت میں ان کے شریک عمل تھے، اپنا نائب و قائم مقام بنا دیا تھا، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ انھوں نے دعوت و تبلیغ کی یہ خدمت انجام بھی دی، پھر بھی مولانا حضرت موسیٰ کو ترک دعوت کا مورد قرار دے رہے ہیں، کیا یہ ان کی شان رسالت میں صریح تنقیص نہیں ہے؟ اس لیے مولانا نے رجوع سے پہلے جو باتیں لکھی ہیں وہ نہ درست ہیں نہ مولانا کے منصب کے مطابق۔

لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں مولانا محمد سعد صاحب اپنے تمام بیانات سے بلا تاویل واضح رجوع کریں اور اس کا اعلان کریں۔

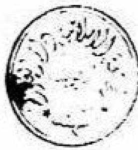
ابو القاسم نعمانی غفرلہ
مہتمم دار العلوم دیوبند

(محمد سعید پالنپوری)

خادم تدریس دار العلوم دیوبند

معین مفتی دار العلوم دیوبند





এখন ২৮ জানুয়ারি দারুল উলুম থেকে এই লেখা পাওয়া যায়। যার ভিতর মাওলানা সা'দ সাহেবের 'রুজুনামা'-কে কবুল করা স্বত্তেও আবারো হযরত মুসা আ.-এর ঘটনার ব্যাপারে কোনো ধরণের হিলা বাহানা, যুক্তিহীন ও শর্তহীন রুজু করার জন্য পুনরায় মাওলানা সা'দ সাহেবকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

মাওলানা সা'দ সাহেব এই আহ্বানকেও কবুল করে নেন। দারুল উলুম দেওবন্দের দায়িত্বশীলদের দাবি অনুযায়ী হিলা-বাহানা ও শর্ত ছাড়াই উনি রুজুনামা প্রেরণ করেছেন। জামেয়া ফারুকিয়ার আনোয়ারুল উলুমের মোহতামিম মুফতি রিয়াসত বুলন্দশহরী ও মুফতি মাহমুদ হাসান সাহেবের ছোট ভাই হাফেজ মাসউদ কর্তৃক দেওবন্দে এই রুজুনামা প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, অনবরত এক ঘন্টা খোশামোদ করেও দারুল উলুমের মোহতামিম মুফতি আবুল কাসেম সাহেব এটি হাতেও নিতে অস্বীকার করেন। নিচে মাওলানা সা'দ সাহেবের চতুর্থবারের রুজুনামা পেশ করা হলো।

ব্যাখ্যাবিহীন ও বিনা বাক্য ব্যয়ে চতুর্থ রুজুনামা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জনাব মুফতি আবুল কাসেম সাহেব দামাত বারাকতুহুমের খেদমতে। আশাকরি হযরত ভালোই আছেন। হযরতের চিঠি পেয়েছি। যেখানে কোনো ধরণের দিক-নির্দেশনা ছাড়া, যুক্তিহীন, শর্তহীন রুজু করার হুকুম দিয়েছেন। বান্দার দীলে দারুল উলুম দেওবন্দের ওলামা হযরতদের প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে। হযরত মুসা আ.-এর তুর পাহাড়ে তাশরিফ নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় বান্দা তামাম হিলা বাহানা তাবিল ছাড়াই রুজু করছে। আগামীতে এ ধরণের বয়ানের থেকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের পোক্ত ইচ্ছা করেছে ও করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা নিজ হেফাজতে ও নিরাপত্তা বেষ্টনীতে রাখুন।

বান্দা মোহাম্মদ সা'দ

বাংলাওয়ালী মসজিদ, দিল্লী

৪ জমাদিউল আওয়াল ১৪৩৮ হিজরী মোতাবেক ২রা ফেব্রুয়ারি-২০১৭

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

بخدمت جناب مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم
امید ہے کہ مزاج عالی بخیر ہونگے
آنجناب کا خط موصول ہوا جس میں آنجناب نے
بندہ کو بلا تاویل وتوجیہ رجوع کرنے کا حکم دیا ہے

بندہ کو حضرات علماء دار العلوم دیوبند پر مکمل اعتماد ہے
اور حضرت موسی علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف
لے جانے والے واقعہ میں بندہ اپنے تمام بیانات سے
بلا تاویل وتوجیہ رجوع کرتا ہے
اور آئندہ اس کے بیان کرنے سے ان شاء اللہ تعالی
مکمل اجتناب کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے

اللہ تبارک وتعالی اپنا حفظ وامان عطا فرمائیں، آمین

فقط والسلام
۴ جمادی الاول ۱۴۳۸ھ
مطابق ۲ فروری ۲۰۱۷ء
بندہ

بنگلہ والی مسجد حضرت نظام الدین دہلی

এরপরও মাওলানা সা'দ সাহেব বিভিন্ন মজলিশে রুজুনামার কথা বারবার আলোচনা করেছেন। যেমন–ভূপালের বিশ্ব ইজতেমায়, সীতাপুরের বিশ্ব ইজতেমায়, একমকি দেওবন্দের ইজতেমায় (যেখানে ৩ লাখে বেশি মজমা ছিল) গুজরাটের জোড়, আরব, আমেরিকা, কানাডা, মালোশিয়াসহ সারা দুনিয়ায় বয়ান করেছেন। কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি।
ঈদুল ফিতরের পর নতুন শিক্ষা বর্ষ শুরু হলে দারুল উলুম দেওবন্দে সিদ্ধান্ত হয় দারুল উলুমে আপতত দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ বন্ধ। কারণ উল্লেখ করে নিম্ন লিখিত চিঠি প্রকাশ করা হয়–

দারুল উলুম দেওবন্দের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ঘোষণা

তাবলিগ জামাতের আকাবেরিনদের মধ্যকার সাম্প্রতিক মতবিরোধ কোনো গোপনীয় বিষয় না। বর্তমান বিশ্বের মুসলিম জাতির সব জ্ঞানীজন এ ব্যাপারে জানেন। তাবলিগের আভ্যন্তরীণ এই এখ্‌তেলাফের সূচনা থেকেই দারুল উলুম দেওবন্দের প্রবীণ-নবীন ওলামায়ে কেরামের আপ্রাণ চেষ্টা এই ছিল যে, তাবলিগের আকাবেরদের পারস্পরিক বুঝা-পড়ার মাধ্যমে এই এখতেলাফের দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায়। এতে তাবলিগের মেহনতের জন্য এবং সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য মঙ্গল হবে।

উপরন্তু, উক্ত এখতেলাফের ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দ বারবার ঘোষণা দিয়ে আসছে; যে, এটি তাবলিগের আভ্যন্তরীণ ও নিজস্ব প্রশাসনিক (এন্তেজামী) বিষয়। এতে দারুল উলুম দেওবন্দের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। যেহেতু দ্বীনি উলুম ও আহ্‌কামের সাথে এই দ্বন্দ্বের কোনো সম্পর্ক নেই। দারুল উলুম দেওবন্দের মূল কর্মব্যস্ততা ও কর্মপদ্ধতি দ্বীনি এলেম ও আহ্‌কামের তালিম, তাফহিম, তাবলিগ ও এশায়াত। সেহেতু তাবলিগের এই এখতেলাফের ব্যাপারে দেওবন্দের পক্ষ থেকে কোনো ধরণের নেতৃত্বদান বা পৃষ্ঠপোষকতার বিন্দুমাত্র দখল নেই। স্বয়ং তাবলিগ জামাতের আকাবেরীনরাই এসবের সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেন।

দেওবন্দের এই পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্ত বারবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও এক শ্রেণির লোক এটি প্রমান করাতে অপচেষ্টা চালাচ্ছে যে, দারুল উলুম দেওবন্দ আলোচিত এই এখতেলাফের মুহূর্তে বিশেষ এক পক্ষের সমর্থন যোগাচ্ছে। মৌখিক এই অপপ্রচারণার দ্বারা দারুল উলুম দেওবন্দকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। ভারতে বটেই, বিশ্বময় প্রশ্ন আসছে। মানুষ জানতে চাচ্ছে, আসলে দেওবন্দের অবস্থানটা কী? কাজেই দারুল উলুম দেওবন্দ আরেকবার স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছে যে, বর্তমানের তাবলিগের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে দেওবন্দের সামান্যতম সম্পৃক্ততা নেই। এই প্রতিষ্ঠানটি (তাবলিগের আকাবেরদের) উভয় দল থেকে একটি সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলবে। উনাদের নিজেদের সমাধানের আগ পর্যন্ত কারো পৃষ্ঠপোষকতা করবে না। হ্যাঁ। দাওয়াত ও তাবলিগের দায়িত্ব যা দারুল উলুম দেওবন্দের উপরও রয়েছে; সে বিষয়ে দেওবন্দের শুরু থেকেই মুসলিম মিল্লাতের আদরের

ললনাদের থেকে শুরু করে সব পর্যায়ে দ্বীনি এলেম ও দ্বীনি তরবিয়তের জন্য যুগোপযোগীভাবে নিজ আদর্শে অটল থেকে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ আঞ্জাম দিয়ে আসছে। সারা বিশ্বে তা পরিষ্কার। দাওয়াত ও তাবলিগের এই সিলসিলা যথারীতি চালু রয়েছে। ইনশাআল্লাহ আগামীতেও চালু থাকবে।

আল্লামা আবুল কাশেম নোমানি দা.বা.
মোহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ
০৯-০৮-২০১৭ইং



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

499

01/08/2017

ایک ضروری وضاحت

[illegible]

বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের ভারত সফর

পূর্বোল্লেখিত বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের ২৫শে ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ বাদ ফজর দেওবন্দের আকাবেরীন হযরতদের সাথে বৈঠক হয়। বৈঠকে দেওবন্দের মোহতামিম সাহেব ও আরশাদ মাদানী সাহেব বলেন যে, মুসা আ.-এর বিষয়টি প্রকাশ্যে এলানে রুজু করলে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। একই দিনে প্রতিনিধিদল নিজামুদ্দিন মার্কাজ মসজিদে যান। প্রতিনিধিদলের সদস্যদের পরামর্শ মোতাবেক মাওলানা সা'দ কান্ধলভী সাহেব নিজামুদ্দিন মার্কাজে ঐ দিন বাদ এশা হায়াতুস সাহাবা পড়ার পর প্রায় ১০০০-১৫০০ জনের মজমায় (যেখানে ১০-১২ টি দেশের মেহমানও উপস্থিত ছিলেন) প্রকাশ্যে এলানী রুজু করেন। এতে প্রতিনিধি দলের সবাই এতমিনান (সন্তুষ্টি) প্রকাশ করেন।

হযরতজি মাওলানা সা'দ সাহেবের এলানী রুজু

আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!

ইলম হলো আমলের মাপকাঠি। ইলমই আসল, উম্মতের কায়েদ বা নেতা। নিজের সমস্ত কথা ও কাজকে ইলম ও উলামাদের সামনে পেশ করো। উলামারা ইমাম ও নেতা আর উম্মত মুক্তাদি। উলামারা অনুসরণীয় এবং উম্মত অনুসরণকারী।

উলামায়ে কেরাম এই কারণে অনুসরণীয় যে, ইলমই হলো আসল ইমাম এবং সব কথা, কাজ ও আমলই ইলমের অধীন। আমাদের প্রতিটি কথা, কাজ ও আমলের ক্ষেত্রে; মোট কথা আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে উলামাদের রাহবারি ও উনাদের দিক-নির্দেশনা মেনে গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। এটিই হলো মৌলিক কথা। কেননা, ইলম ছাড়া অন্য সবই মুর্খতা এবং পথভ্রষ্টতা।

তাই আমাদের সব কথা, কাজ ও বয়ানে দেখা উচিত এই ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম কী বলেন? সাহাবায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে রাশেদিন এই বিষয়ে সর্বাধিক ভয় করতেন। উনারা নিজেদের আমলের তুলনায় তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিতেন; যে, আমার এই কথা ও কাজ ইলম অনুযায়ী হচ্ছে, না-কি ইলমের পরিপন্থী হচ্ছে?

আমি ভূমিকা স্বরূপ কথাগুলো আরজ করছি। কারণ, কখনো কখনো বয়ানের মধ্যে এমন জিনিস এসে যায় যা কোনো-না কোনোভাবে আম্বিয়া আ.-এর পবিত্রতা, সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী।

যেমন আমার বিষয়টিই বলছি। বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন বয়ানে হজরত মুসা আ.-এর প্রসঙ্গ এসেছে। বিশেষত উনার ব্যক্তিগত (ইনফেরাদি)

আমলে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে বয়ান করা হয়েছে। এমন যে কোনো কথা যার দ্বারা আম্বিয়া আ.-এর বড়ত্ব, মাহাত্ম, মর্যাদা ও উনাদের ওপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্বের ব্যাপারে সামান্য সন্দেহের সৃষ্টি করে তা থেকে সর্বাবস্থায়ই রুজু করা উচিৎ।

এই ঘটনায় যেহেতু নিশ্চিতভাবে এদিকে ইঙ্গিত আছে যে, মুসা আ. উনার স্বীয় জাতি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে উনার জাতি গোমরাহ হয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ) এগুলোর বয়ান করা বা এর পক্ষে দলিল পেশ করা উচিৎ না। বরং সব সময় এই ধরনের কথা পরিহার করা উচিৎ।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই; যে, আম্বিয়া আ. উনাদের উপর অর্পিত দু'টি দায়িত্ব তথা দাওয়াত ও ইবাদত পূর্ণভাবেই আদায় করেছেন। এ কথার সামান্য সন্দেহও হওয়া উচিত না; যে, কোনো একটি ক্ষেত্রে উনাদের ত্রুটি বা কমতি ছিল। তাই বয়ানের মধ্যে কোথাও যদি এ ধরনের কথা এসে থাকে তাহলে আমি তার থেকে রুজু করছি এবং এ ব্যাপারে অন্যদেরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। সাহাবায়ে কেরাম ফতোয়া দেয়া বা কোনো বিষয়ে উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে কতই-না সতর্কতা অবলম্বন করতেন!

দ্বিতীয় কথা হলো, এ কথার সমর্থন বা এ কথা সাব্যস্ত করার কোনো ধরনের চেষ্টা করা এটাও একটি ভুল। যা ভুল তা ভুলই। সুতরাং এসব বিষয়ে বিশ্বাসগত (এতেকাদান) ও স্বীকারোক্তিমূলক (কওলান) উভয় দিক থেকেই রুজু করা উচিৎ।

ভাইয়েরা আমার!

ভালো করে শুনে নিন। আমি বলি, আল্লাহ তা'আলা উলামায়ে কেরামকে উত্তম বিনিময় দান করুন। কেননা, এ ধরনের ভুলের ক্ষেত্রে তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন।

সুতরাং এ কথা খুব ভালো করে স্মরণ রাখবেন, উলামাদের এমন দৃষ্টি আকর্ষণ করা বা সতর্ক করার ক্ষেত্রে তাদেরকে নিজেদের প্রতি অনুগ্রহকারী (মুহসিন) মনে করবেন। নিজের কথা সাব্যস্ত করতে গিয়ে তাদেরকে প্রতিপক্ষ মনে করা চরম মুর্খতা ও বোকামি।। উলামাদেরকে সব সময় মুহসিন মনে করা। আর এই কথা সর্বজন বিদিত যে, যিনি ভুল ধরে দেন তাকে সব সময় অনুগ্রহকারী মনে করা উচিৎ।

সাহাবায়ে কেরাম ভুল ধরে দেয়ার জন্য লোক নির্দিষ্ট করে রাখতেন। হজরত মুআবিয়া রা. পরপর চার জুমায় এই ঘোষণা দেন; যে, (গনিমত বা বাইতুল মালের) সম্পদ আমার। আমি যাকে ইচ্ছে দিব, যাকে ইচ্ছা

দিব না। চার জুমা পার হয়ে গেলেও কারো এই হিম্মত হয়নি; যে, উনার এ কথার ভুল ধরে দিবেন।

পরবর্তী জুমায় ঠিকই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে হজরত মুয়াবিয়ার কথা প্রতিবাদ করে বললেন, আমিরুল মুমিনিনের কথা সঠিক না। সম্পদ তো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের। উনাদের হুকুম অনুযায়ী-ই সম্পদ খরচ হবে।

হজরত মুয়াবিয়া রা. নামাজের পর উনাকে নিজ কামরায় ডেকে পাঠালেন। তখন উপস্থিত সবাই ভেবেছিল—এই বুঝি উনার উপর উত্তম মধ্যম শুরু হবে। কেন উনি আগ বাড়িয়ে কথা বলতে গেলেন?

কিন্তু ওই ব্যক্তি ভিতরে গিয়ে ভিন্ন চিত্রই দেখতে পেল। হজরত মুয়াবিয়া রা. উনাকে বললেন, **আহইয়ানি আহইয়াকাল্লাহ'** উনি আমাকে শুদ্ধ জীবন দিয়েছেন। আল্লাহ উনাকে শান্তি ও নিরাপদে রাখুন। আমি মরতে বসেছিলাম। উম্মতের যে মহান জিম্মাদারি আমার উপর রয়েছে কেউ যদি আমার ভুল না ধরে দেয় তাহলে এর মধ্যে কোন কল্যাণই থাকতে পারে? উনারা এভাবেই এমন ব্যক্তি তৈরি করতেন যারা উনাদের ভুলগুলো শুধরে দিবেন। যার ফলে হজরত মুয়াবিয়া রা. চার জুমায় একই ঘোষণা করেছেন।

যাতে কেউ উনার ভুল ধরিয়ে দেয়। তাই যেসব উলামা তোমাদের ভুল ধরিয়ে দেন তাদেরকে অনুগ্রহকারী মনে করবে। আল্লাহ আহলে হক উলামাদের উত্তম প্রতিদান দেন। উনারা এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে সতর্ক করে আসছেন। যা বর্ণনা করলে আম্বিয়া আ.-এর সত্তা, পবিত্রতা ও মর্যাদায় সামান্যতম আঁচড় লাগে; ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়।

এরপর বাংলাদেশে এসে প্রতিনিধি দলের হেফাজতের ওলামা হজরতরা মাওলানা সা'দ সাহেবের উপর দেওবন্দের আস্থা নেই বলে জানান। এই ধুয়ো তুলে মাওলানা সা'দ সাহবেকে বাংলাদেশে এলেও ইজতেমায় যেতে দেয়নি। কাকরাইল থেকে ফেরৎ দেয়।

দ্বিতীয়বার এলানী রুজু

মাওলানা সা'দ সাহেব বাংলাদেশ থেকে চলে যাওয়ার আগে কাকরাইল মসজিদে জুম্মার নামাজের পর আবার প্রকাশ্য রুজু করেন। যেটি এমন—

আমাদের কাজ হলো বয়ান করা। বয়ানে অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। কোনো কথায় যদি দোষ হয়, সে বক্তব্য আমি প্রত্যাহার করছি। এটি আগেও করেছি, এখনও করছি।

গত ৩১ জানুয়ারি-২০১৮ দারুল উলুম দেওবন্দ মাওলানা সা'দ কান্ধলভির ব্যাপারে নতুন ঘোষণা দিয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দ তাদের অবস্থান স্পষ্ট করার ঘোষণা দিয়েছে এভাবে−

মাওলানা সা'দ-এর ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান

বিসমিহি তা'আলা

হজরত মুসা আ.-এর ঘটনার ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মদ সা'দ-এর রুজু ঘোষণার পর বিগত কদিন ধরে দেশ-বিদেশের অনেকেই দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান জানতে নিয়মিত প্রশ্ন করে করে যাচ্ছেন।

যার প্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, শুধু মুসা আ. ঘটনার ব্যাপারে মাওলানা সা'দ-এর রুজুনামা আশ্বস্ত হওয়ার মতো। কিন্তু দারুল উলুম দেওবন্দের [পূর্ব ঘোষিত] অবস্থানে মাওলানার যেই আদর্শিক গুমরাহির উপর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল, তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া সম্ভব না।

কারণ, একাধিকবার রুজু করার পর তাৎক্ষণিকভাবে মাওলানা সা'দ এমন বয়ান করেন যাতে আগের মতই ইজতিহাদসূলভ ভঙ্গি, ভুল দলিল উপস্থাপন ও দাওয়াত সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্তাধারার উপর কুরআন-সুন্নাহর ভুল প্রয়োগ দেখা গেছে।

যার কারণে শুধু দারুল উলুম দেওবন্দ সংশ্লিষ্ট উলামায়ে কেরামই নন; অন্যান্য হকপন্থী আলেমগণও মাওলানার সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে চরম অনাস্থা প্রকাশ করেছে।

আমরা মনেকরি, আকাবিরদের চিন্তা ও আদর্শ থেকে সামান্য বিচ্যুতিও তীব্র ক্ষতির কারণ।

মাওলানাকে অবশ্যই নিজ বয়ানে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পূর্বসূরীদের পথ এড়িয়ে শরিয়তের ভাষ্য থেকে নিজস্ব (মতামত) ইজতিহাদের এই ধারাবাহিকতা বন্ধ করতে হবে। কেননা মাওলানার এই মূলচ্যুত ইজতিহাদ দেখে আমাদের মনে হচ্ছে, আল্লাহ না করুন! তিনি এমন একটি দলের সৃষ্টি করছেন যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ; বিশেষত আমাদের পুণ্যাত্মা পূর্বসূরীদের মতাদর্শ বিরোধী হবে। মহান

আল্লাহ আমাদের সবাইকে আকাবির-আসলাফের পথের উপর অবিচল রাখুন। আমিন।

যারা দারুল উলুম দেওবন্দের কাছে বারবার শরণাপন্ন হচ্ছেন, তাদেরকে পুনরায় বলা হচ্ছে তাবলিগ জামাতের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের সঙ্গে দারুল উলুমের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রথম দিন থেকেই আমরা সেই ঘোষণা জানিয়ে আসছি। তারপরও যখনই কারো ভুল চিন্তাধারা ও মতাদর্শ সম্পর্কে দারুল উলুমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে দারুল উলুম সবসময় উম্মাহকে পথ দেখানোর চেষ্টা করেছে। এ কাজকে দারুল উলুম নিজের ধর্মীয় ও শরয়ি দায়িত্ব মনে করে।

ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছেন,

১. মাওলানা আবুল কাসেম নোমানি (১৩ জুমাদাল উলা ১৪৩৯ হিজরি)

২. মাওলানা আরশাদ মাদানি

৩. মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরি

☏ (01336) 222429
Fax (01336) 222768



بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web: www.darululoom-deoband.com
Email: info@darululoom-deoband.com

دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ 213 التاریخ 31/01/2018

مولانا محمد سعد صاحب کے رجوع کے سلسلے میں

ضروری وضاحت

باسمہ تعالیٰ

گذشتہ دنوں جناب مولانا محمد سعد صاحب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے رجوع کے اعلان کے بعد ملک و بیرون ملک سے لوگ دارالعلوم دیوبند کے موقف سے متعلق مسلسل استفسار کر رہے ہیں۔

اس موقع سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولانا کے رجوع کو اس ایک واقعے کی حد تک تو قابل اطمینان قرار دیا جا سکتا ہے؛ لیکن دارالعلوم کے موقف میں اصلاً مولانا کی جس فکری بے راہ روی پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا؛ اس لیے کہ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً مولانا کے ایسے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں، جن میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں؛ بلکہ دیگر علمائے حق کو بھی مولانا کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔

ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہم اللہ کی فکر سے معمولی انحراف بھی شدید نقصاندہ ہے، مولانا کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے؛ کیونکہ مولانا موصوف کے ان دور از کار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدانخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے درپے ہیں جو اہل السنۃ والجماعۃ اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکابر و اسلاف کے طریق پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔

جو لوگ دارالعلوم دیوبند سے مسلسل رجوع کر رہے ہیں ان سے دوبارہ گذارش کی جاتی ہے کہ جماعت تبلیغ کے داخلی اختلاف سے دارالعلوم کا کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے دن سے اس کا اعلان کیا جا چکا ہے؛ البتہ غلط افکار و خیالات سے متعلق جب بھی دارالعلوم سے رجوع کیا گیا ہے دارالعلوم نے ہمیشہ امت کی رہنمائی کی کوشش کی ہے، دارالعلوم اس کو اپنا دینی و شرعی فریضہ سمجھتا ہے۔



۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۹ھ

দেওবন্দের ছাত্রদের চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মোহ্তারামীন ও মোকাররামীন আহলে শুরা ও দারুল উলুম দেওবন্দের আসাতেজাবৃন্দ!

আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

(লেখকবৃন্দ আপনাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছে, আপনাদের সময়ের সংকীর্ণতা ও শত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও এই অনুলিপিটি পড়বেন ও কোনো সিদ্ধান্ত নিবেন।)

আরজ এই যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত এই দারুল উলুম দেওবন্দকে ইলমের জননী হিসেবে ফেতনার যুগে দ্বীন ও শরিয়তের আশ্রয়কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় মর্যাদা দিয়েছেন। বিশ্বময় জনসাধারণ ও বিশিষ্ট মহলের অন্তরে এর গ্রহণযোগ্যতা জমিয়ে দিয়েছেন। এমনকি দারুল উলুম দেওবন্দকে যে কোনো শরয়ী বিবাদে বিচারকের মর্যাদা দেওয়া হয়। তেমনি অপরদিকে বিশ্বের খবর রাখেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই তাবলিগের বিশ্বজনীন ব্যাপক উপকারিতাকে অস্বীকার করতে পারেন না। জনে জনে স্বীকার করেন যে, মানব সমাজের আমলী জীবন ব্যাপক আকারে সুসজ্জিত করতে তাবলিগ জামাতের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বের কারণে উচ্চতর এই মেহনতের উদ্দেশ্য বড় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আর বাস্তবে এই দ্বন্দ্ব প্রতিদিন প্রকট আকার ধারণ করতে যাচ্ছে। দেখা যায়, একই মসজিদে কাজ করনেওয়ালা সাথীরা পরস্পরে ধস্তাধস্তি পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। বর্তমানের এই বাস্তব চিত্র মুসলিম মিল্লাতের দরদভরা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছেই একটি চরম ভয়াবহ, হতাশা ও পরিতাপের বিষয়।

চিন্তার বিষয় হলো এই, শেষ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব ও ফ্যাসাদ থেকে মানব জাতি কিভাবে মুক্তি পেতে পারে? কিভাবে এই তাবলিগ জামাত পুনরায় আগের দিনের মতো নজীর বিহীন ঐক্যে ফিরে এসে নিজ লক্ষ্যমাত্রার যাত্রী হয়?। নিঃসন্দেহে এই বৃহত্তর দায়িত্ব দ্বীন ও শরিয়তের মার্কাজ দারুল উলুম দেওবন্দরই ছিল। আজও আছে। মনে হয় না এই গুরু দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বা দল বা প্রতিষ্ঠান নিয়ে অমীমাংসিত এই সমস্যাটির কোনো ইতিবাচক সমাধানে পৌঁছবে।

কিন্তু আফসোস শত আফসোস! গুটি কয়েক লোক চলমান দ্বন্দ্বে দারুল উলুম দেওবন্দকে কলঙ্কিত করতে সামান্যতম সময়ের সুযোগকেও হাতছাড়া

করেনি। দারুল উলুমের মতো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ও দু'দলের মাঝে বিচারক হওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানকে এক দলের পক্ষপাতী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বরং আরো এক ধাপ এগিয়ে চলমান এই দ্বন্দ্বের জন্মদাতা, মূল হোতা হিসেবে ব্যবহার করেছে। আর দারুল উলুমের দোহাই দিয়ে দিনের পর দিন এই দ্বন্দ্বে আরো বাতাস দিচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে, এটি এমন সত্য যা এখন আর ঢেকে রাখার উপায় নেই। বরং কোনো সত্য প্রিয় ব্যক্তির পক্ষেই এ কথা অস্বীকারের সুযোগ নেই; তা হলো, হযরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব দেউলাহ্ দামাত বারাকাতুহুকে নিজামুদ্দিন মার্কাজ থেকে বের করার ব্যাপারে সিংহভাগ ভূমিকা দারুল উলুমের মোহতামিম মুফতি আবুল কাসেম নোমানীর ছিল। কেননা মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বলে আসছিলেন, আমার এখতেলাফ আছে। আজকের থেকে না গত ২০ বছর ধরে এখতেলাফ। কিন্তু আমি এটি মোখালেফাত পর্যন্ত গড়াতে চাই না। আমার নিজামুদ্দিন ছেড়ে যাওয়া বিরোধীতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পরিণামে উম্মত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আলীগড়ের হযরতদের চালবাজীতে (সেই চালবাজদের লম্বা ইতিহাস আছে। এখানে তা বলার সুযোগ নেই) মুফতি মুস্আব আলীগড়ী কর্তৃক দারুল উলুম দেওবন্দের মুঈনে মুফতির মধ্যস্থতায় গত বছর ঈদুল আযহার ছুটির কিছু দিন পর মাওলানা ইব্রাহিম দেউলা সাহেবকে দেওবন্দে সফর করানো হয়। সেখানে দারুল উলুমের মেহমানখানায় মিটিং হলরুমে দেওবন্দের মোহতামিম সাহেব মাগরিব বাদ মাওলানা ইব্রাহিম দেউলার সাথে প্রায় ২৫ মিনিট তাবলিগের এখতেলাফের বিষয়ে কথা বলেন। সে আলোচনায় মোহতামিম সাহেব বলেন, আপনার নিজামুদ্দিনে অবস্থান করাটা মাওলানা সা'দ সাহেবের ভুল-ভ্রান্তিকে সমর্থন যোগানোর অর্থ বহন করে। শরয়ী দৃষ্টিতে এটিকে মোদাহেনত (চাটুকারিতা) বলে যা জায়েজ নেই।

সুতরাং আপনার জন্য এখন আর নিজামুদ্দিনে অবস্থান করা জায়েজ নেই। কাজেই দারুল উলুম সফর শেষ করে ৫ দিন পর মাওলানা ইব্রাহিম দেউলা সাহেব উনার নিজামুদ্দিনের ৪০ বছরী খেদমত ও অবস্থানের জীবনকে বিদায় জানিয়ে বেরি হয়ে আসেন।

(বি:দ্র: এসব তথ্যে কারো সন্দেহ হলে সরাসরি দেওবন্দের মোহতামিম সাহেব থেকে সত্যায়ন করতে পারেন)।

সমস্যার সমাধানকামীগণ(!) দারুল উলুম দেওবন্দকে বর্তমানের এখতেলাফের একপক্ষ বানিয়ে রাখার যাবতীয় সাক্ষীর মধ্যে এটিও একটি, দেওবন্দের ছাত্রদের মধ্যে তাবলিগের কাজে নিজামুদ্দিন মার্কাজের

সমর্থনকারীদেরকে কোণঠাসা করা হয়েছে। নিজামুদ্দিন মার্কাজের সমর্থনকারী ছাত্রদের বহিস্কারের হুমকি দেয়া হয়েছে। দেওবন্দে পুরো তাবলিগের কাজকে শুরাঈ নিয়মের অধীনে জবরদস্তি করা হয়েছে। যদিও তাতে সফলতা অর্জিত হয়নি। কিছু দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষকদেরকে শুরাঈ নিয়মের সাহায্যকারী বানিয়ে তাদের মাধ্যমে পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলা হয়েছিল। বিশেষভাবে মুফতি আবদুল্লাহ মারুফী ও মাওলানা ফজল কেমওয়ারী কর্তৃক ছাত্তা মসজিদে ও অন্যান্য স্থানে প্রকাশ্যে নিজামুদ্দিন মার্কাজ বিরোধী বক্তব্যের মাধ্যমে দারুল উলুমের একপক্ষ সমর্থনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি বলে দিচ্ছিল, এসব কাজে দারুল উলুমের মোহ্তামিম মদদ যোগাচ্ছেন।

প্রকাশ থাকে যে, এসব কিছু দারুল উলুমকে একপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা ছিল। তেমনিভাবে মুফতি আসআ'দুল্লাহ সুলতানপুরী (নাজেমে দারুল ইফতা দেওবন্দ) এর বহিস্কার ও মোহাম্মদ নোমান মুম্বাইকে তাকমিলে ইফতায় ভর্তি নিষেধাজ্ঞার ঘটনাবলীতে দারুল উলুমকে একপক্ষ বানানো সু-স্পষ্ট হয়ে গেছে।

মাওলানা সা'দকে কেন্দ্র করে দেওবন্দের উল্লেখিত ঐক্যমত্য অবস্থানকে যদিও এক হিসেবে যুগোপযোগী, সময়োচিত, বরং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যায় এবং মাওলানা সা'দ সাহেবের সত্যিকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বেসামাল কথার জন্য চমৎকার প্রচেষ্টা ধরা যায়। বরং দেওবন্দের এটি দায়িত্বও ছিল বটে। দেওবন্দ ছাড়া হয়ত কারো পক্ষে এটি সাহসও হতো না। এর ফলশ্রুতিতে মাওলানা সা'দ সাহেবের বয়ানেও প্রভাব যা এসেছে তাতে উনার প্রতিদিন অন্তত ৪ ঘন্টা করে দীর্ঘ ১৪ মাসের বয়ানে একটি ছাড়া কোনো পদস্খলণ হয়নি। তাও তিনি রুজু করে নিয়েছেন।

এ সবকিছু সত্ত্বেও, উল্লিখিত ঐকমত্য অবস্থান বলুন বা ফতোয়া তা বড় ষড়যন্ত্রের শিকার ছিল। যেই ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে এই সম্মানী ও আশীর্বাদের উপযুক্ত ও অনুসরণীয় ফতোয়াটি একপক্ষ অবলম্বনের বিষয়টি সু-স্পষ্ট বানিয়ে দিয়েছিল।

এখানে একটি প্রশ্ন তোলা যায়, বর্তমানের এই তাবলিগের এখতেলাফের ভরা যৌবনে কেন ফতোয়া জারি করা হলো? এটিতো মার্কাজ বিরোধী শক্তির স্পষ্ট ইন্ধন যোগানো বলে। উত্তরে যদি বলা হয়, দেশ ও বিদেশ থেকে বহু ইসতেফ্তা আসা চালু ছিল। যেসবের জবাব দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল। তাহলে প্রশ্ন হলো, ইতিপূর্বেও কি দেওবন্দের ইফতা বিভাগে মাওলানা সা'দ এর নামে ফতোয়া চাওয়া হয়নি?

আর যদি উত্তরে বলা হয় বিশ্বব্যাপি চাপের মুখে দেওবন্দকে অনবরত বাধ্য করা হচ্ছিল। তাহলে তো কারো কাছে গোপনীয় থাকে না, এটি তো এক পক্ষের চালবাজি ছিল। যা অন্যপক্ষকে নিচু করার জন্যই ছিল।
এর কি উত্তর আছে? যখন নিজামুদ্দিন থেকে আগত প্রতিনিধি দলকে মেহমানখানার মিটিং হলে ডেকে বলা হয়েছিল, আসলে তো ফতোয়া-ইত্যাদি কিছু না। আসল কথা আপনারা শুরা কবুল করে নিন।
আর দারুল উলুমের মতো পবিত্র প্রতিষ্ঠানকে পক্ষপাত বানানোর নাপাক ষড়যন্ত্রের এরচেয়ে বড় দলিল আর কি হতে পারে? যখন হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব দা.বা.-এর ''মা আ'জালাকা আন কওমিকা ইয়া মুসা" এর তাফসিরের হুবহু (যেখানে তিনি মাওলানা সা'দের উক্তিকে মারজূহ, তফসীর বির রায়ের নিকটতম, অগ্রাহ্যসম, রহিত বলে আখ্যা দিয়েছেন) বর্ণনা সমর্থন করে মাওলানা সা'দ সাহেবের তৃতীয় রুজুনামা এলে সেখানে বলা ছিল "এই উক্তিকে সম্পূর্ণ ভুল এবং গোমরাহী বলা সঠিক না। এটি মারজুহ। তাও আমি এটি থেকে রুজু করছি।" সাথে সাথে দারুল উলুম কবুলও করেছিল। (প্রথমে সংক্ষিপ্ত লেখনীতে বিস্তারিত মাসায়েল হলের জন্য কৃত ওয়াদা ছিল) আসাতেজাদের মিটিংয়ে এই রুজু কবুলও করা হয়েছিল। তখন বাংলাদেশে চলমান আলমী ইজতেমার চলাকালে দু'এক দিনের মধ্যেই তাসফিয়ানামা (দোষ মুক্তির) প্রেরণের অঙ্গীকারও করা হয়েছিল। সর্বশেষে কী কারণ জন্ম নিল? সেটি পিছিয়ে ১৫ দিন অতিরিক্ত ঝুলিয়ে রাখা হলো। আর এতবড় এলমি খেয়ানত করা হলো? সম্ভবত দেওবন্দের ইতিহাসে তা নেই।
''মা আ'জালাকা আন কওমিকা ইয়া মুসা"-এর ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী তাফসির ও তাহকিকের সার সংক্ষেপকে বদলে দিয়ে তাতে লিখে দেওয়া হলো, মাওলানা সা'দ সাহেবের মুসা আ.-এর ব্যাপারে যাবতীয় বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল। রুজুনামার জবাবে মাওলানা সা'দ সাহেবের নামে পুনরায় লিখে দেওয়া হলো "মাওলানা সা'দ সাহেব এখনো তাবিল করেছেন"। তাকে বিনা ব্যাখ্যা ও তাবিলে রুজু করতে হবে। আল্লাহই জানেন, কোন মসিবতেরা মাঝখানে তৎপরতা চালাচ্ছে? সমাধান মুখর বিষয়টিকে পুনরায় জটিলতাপূর্ণ করে দিয়েছে। আমাদের কাছে তাহকিকের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুলিপি সংরক্ষিত আছে। অন্যদের কাছেও থাকতে পারে। (অনুগ্রহপূর্বক দেখা যেতে পারে।)

জাতির হিতকামী মহোদয়!

হয়ত কোনো বুদ্ধিমান এমন নেই যার অন্তরে এই কথা খটকা, সংকোচ তৈরি করবে না: যে, দারুল উলুমের থেকে বিনা ব্যাখ্যা ও তাবিলে

মাওলানা সা'দের কাছে ৪র্থ রুজুনামা চাওয়া হলো। আর তিনি সর্বোচ্চ স্পষ্ট ও অকাট্য ৪র্থ রুজুনামা দিলেন। যেখানে মুসা আ.-এর ব্যাপারে নিজের পূর্বেকার যাবতীয় বয়ানাত থেকে বিনা তওজিহ ও তাবিল রুজু করলেন। তারপরও দারুল উলুম তা কবুল করেনি।

এখন বলুন, কোন শরিয়তে? উনার এই রুজুনামা রদ করে দেওয়ার অনুমতি দেয়? ফিকহ শাস্ত্রের কোন অনুধারা এই রুজুনামাকে যথেষ্ট না বলে ঘোষণা করে?

সুন্নত ও শরিয়তের প্রহরী মহোদয়!

বেআদবী মাফ চেয়ে পরিষ্কার আরজ করি, দারুল উলুম কি শরিয়তের পাবন্দ না? (দারুল উলুম কি শরিয়তের উর্দ্ধে?) শরিয়তের সীমারেখা পেরিয়ে যাওয়া কি কারো জন্য জায়েজ? এখন নতুন খটকা লাগিয়েছে। অসংলগ্নতা আর লুকানো যায় না। বলছে, মাওলানা সা'দ বয়ান করেছেন আম মজমায়। কাজেই খোলা মজমায় রুজু (নাকে খত) দিতে হবে। এই লিখিত নাকে খত গ্রহণযোগ্য না। যদি এই প্রস্তাবনা জরুরিই হতো তাহলে পূর্বে পরপর ৩ বার রুজু করা হলো তাতে তো এ ধরণের কিছু উল্লেখ করা হলো না? (ও তখন শরিয়তের এই হুকুম নাজেল হয়নি?) বলা হয়েছিল শুধু লিখিত রুজুনামা যথেষ্ট। এখন এই (বিনা তওজিহ ও তাবিলওয়ালা) গ্রহণযোগ্য রুজুনামায় নতুন শরিয়ত নাজেল হলো?

এখন এই কথা বলা যে, আমাদের (দেওবন্দের) পক্ষ থেকে চিঠি চালাচালি পর্ব শেষ হয়ে গেছে। এটি ফেতনা বন্ধের দলিল না। কেননা পূর্বে যখন তিন তিনটে রুজুনামা অনুপযুক্ত মনে হয়েছিল তখন লম্বা লম্বা অনুলিপি খুব ফলাও করে লেখালেখি, ছাপাছাপি করা হয়েছিল (দোষ ছড়ানো হয়েছিল)। আর যখন ৪র্থ উপযুক্ত রুজুনামা এলো যা দ্বারা আলমী হাঙ্গামা দমন করে দেয়া যেত তখন লেখালেখি বন্ধ হয়ে গেল (মাওলানা সা'দের সাফাঈ আর গনহারে জানানো হলো না। কেননা দেওবন্দ তো এক পক্ষের, আর আরেক পক্ষের নামে হাঙ্গামা জিন্দা থাকুক।)।

আকাবের হযরাত!

আখের এই রুজুনামা কিভাবে অগ্রহণযোগ্য হতে পারে? যেখানে ফতোয়ার উপর দস্তখতকারীদের কয়েক হযরত এটিকে কাবেলে কবুল (গ্রহণযোগ্য) মনে করেন। যাদের মধ্যে আছেন-বাহরুল উলুম হযরত আকদস মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ আজমী, ইবনে হজর সানী মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী, মুফতি ইউসুফ সাহেব তাওলী (মোহাদ্দিস দারুল উলুম), মুফতি মাহমুদ হাসান

বুলন্দশহরী, মুফতি জয়নুল ইসলাম এলাহাবাদী, মুফতি ফখরুল ইসলাম গৌরখপুরী, মুফতি ওকার সাহেব নালিন্দভী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। যাদের মধ্যে কেউ কেউ ফতোয়া বের করার ব্যাপারে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।

আরো প্রকাশ থাকে যে, শুধু এই সাদামাটা কথা বলে দেওয়াটা যে, আমরা কোনো এক পক্ষের নই। উভয় দল থেকে একটি সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলছি। এসব কথা মোটেও উপকারী না। কেননা একপক্ষ এখনো দারুল উলুমের নাম ব্যবহার করছে। কেননা সম্প্রতি য়ামনানগরে একটি এজতেমা হয়ে গেল। সেখানে বুলেটিন বিতরণ হয়েছিল। যাতে বলা ছিল, দারুল উলুম আমাদের সাথে আছে। আর দারুল উলুম মাওলানা সা'দের ব্যাপারে জারী করা অবস্থানের উপর রয়েছে।

হযরাতে আহলে শুরা!

'দারুল উলুম দেওবন্দ" শুধু মুফতি আবুল কাসেম নোমানী সাহেব ও তার কিছু হাওয়ারীর নামের সমষ্টি না। দারুল উলুম উম্মতের মুশতারেকা (সম্মিলিত) আমানত। আর এই আমানতের পাহারাদারী আপনারও দায়িত্ব। তার আজমত ও ওকার বজায় রাখা আপনার জিম্মাদারী। এর দ্বীনি ও শরয়ী কেন্দ্রীয় থেকে যাওয়া আপনার শির। কাজেই আমরা আপনার কাছে ঐ ফুঁপিয়ে ওঠা উম্মতের মনোবেদনা নিয়ে ফরিয়াদীর ভিক্ষা চাচ্ছি যে, উম্মতের মাঝে আর অতিরিক্ত বোঝা ওঠাবার সুযোগ নেই।

আল্লাহর ওয়াস্তে! দারুল উলুমকে পক্ষ বনা থেকে বাঁচিয়ে নিন। আর এই অবলা অবস্থায় সমস্যার সমাধানে ব্রতী হোন। কমপক্ষে মাওলানা সা'দ সাহেবের রুজু নামার জবাবের দৃষ্টে 'নির্দেশ নামা' প্রজ্ঞাপন চালু করুন। প্রথমত এটি শরীয়তের তাকাজা।

দ্বিতীয়ত এতে ইনশাআল্লাহ একটি বড় অংশের হালাত ঠিক হয়ে যাবে।

হে আল্লাহ! এলেম ও মা'রেফতের মার্কাজ উম্মূল মাদারেস দেওবন্দকে ও হেদায়েত ও এরশাদের মার্কাজ বাংলাওয়ালী মসজিদ হজরত নিজামুদ্দিনকে তাদের পরস্পরের সম্পর্ক গাঢ় করে দাও। আর উভয় মার্কাজের মুখলিছিন আকাবেরকে ভালাইর উপর জমা করে দাও। আর উনাদের মাঝে বাতেলের সমুদ্রসম দূরত্ব সৃষ্টির পাঁয়তারা নস্যাৎ করে দাও। মিল্লতে ইসলামিয়াকে উভয়টির সাথে জুড়ে দাও। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্রবৃন্দ

১১ই সফর ১৪৩৯ হিজরী মোতাবেক ১লা নভেম্বর ২০১৭ ইং

(আমাদের কাছে উর্দু কপি আছে। এখানে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো)

হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবের কিছু আপত্তিকর বক্তব্যের হাকিকত

হজরত মাওলানা সা'দ সাহেবকে ভারতের দেওবন্দ থেকে আপত্তিকর বক্তব্যের ব্যাপারে উনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার চাহিদা মোতাবেক চারবার লিখিত রুজুনামা পেশ করেন এবং ভবিষ্যতে ঐধরনের বক্তব্য থেকে বিরত থাকবেন মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি এরপর গত ২৫ ডিসেম্বর-২০১৭ তারিখে ভারতের নিজামুদ্দীন মার্কাজে এবং সর্বশেষ গত ১২ জানুয়ারি-২০১৮ তারিখে ঢাকার কাকরাইল মসজিদে হাজার হাজার মানুষের সামনে এলানী রুজু করেন। এসব বক্তব্যের ভয়েস রেকর্ড বিভিন্ন মিডিয়াসহ তাবলিগের বিপুল সংখ্যক সাথির কাছে সংরক্ষিত আছে।

এতবার রুজুনামা পেশ করার পরও তিনি (হজরত মাওলানা সা'দ) একই ধরনের বক্তব্য আবার দিয়েছেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে আশাকরি এমন কোনো প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবেন না। প্রমাণহীন অভিযোগ মিথ্যারই নামান্তর। যা কখনই কুরআন-হাদিস সম্মত না। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের কিছু উলামায়ে কেরামের এ বিষয়ে সমালোচনা ও বিরোধিতা করা কি আদৌ সমীচীন হচ্ছে?

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে অকাট্য দলিল, প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও উম্মতের মধ্যে আপোষে জোড়-মিল বজায় রাখার স্বার্থে হজরত মাওলানা সা'দ সাহেব প্রকাশ্যে রুজু করেছেন-যা নিঃসন্দেহে উনার উদারতার পরিচয় বহন করে এবং এটি দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতের প্রধান বৈশিষ্ট্যও বটে।

প্রথম রুজুনামায় তিনি উল্লেখও করেছেন, এগুলোর দলিল প্রমাণ পরবর্তীতে দেওয়া হবে। কিন্তু দারুল উলুম দেওবন্দের আপত্তিতে তিনি দ্বিতীয় রুজুনামায় তা থেকেও দূর সরে এসেছেন। তাই নিজামুদ্দীন মার্কাজ থেকে এসব আপত্তির জবাব আর তৈরি করা হয়নি বা উনি করতে দেননি। তবে ভারতের অন্য ওলামা হজরতরা বসে ছিলেন না। ওনারা এসব কথার তাহকিক করেছেন। উনাদের মধ্যে এমনই একজন হলেন, ভারতের বিখ্যাত মাযাহেরে উলুম (মাদ্রাসা)-এর মোহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেব দা.বা.। তিনি প্রত্যেক অভিযোগের জবাব দিয়েছেন দলিল দিয়ে। পড়ুন সেগুলো। জানাতে পারবেন অনেক অজানা তথ্য।

হযরত মাওলানা সা'দ সাহেবের ব্যাপারে অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ

মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেব দা.বা.
মোহতামিম, মাযাহেরে উলুম (মাদরাসা), সাহারানপুর (ইন্ডিয়া)
তারিখ-২২/০৩/১৪৩৮ হি:

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم

আমার প্রিয় সা'দ সাহেবের বিগত তাবলিগি বয়ানের মধ্যে নির্ধারিত কিছু অভিযোগের ব্যাপারে আমি আমার কতিপয় বন্ধুকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি; যে, মাওলানা সা'দ সাহেব (তার উপর আরোপিত অভিযোগের ব্যাপারে) লিখিত বক্তব্যে তার বয়ানগুলোর মূলসূত্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সংক্ষিপ্ত ও দূর ইশারামূলক। আপনারা বিস্তারিতভাবে এর তাহকিক করুণ এবং বিশেষভাবে রেফারেন্সগুলো জমা করুন। এতে বাস্তবেই তার সংশোধনযোগ্য কিছু থাকলে তাকে সংশোধন করা হবে। যাতে উম্মতের মধ্যে ভুল কথা ছড়িয়ে না পড়ে। বন্ধুরা এর তাহকিক করে সূত্রসহ জমা করলেন। এখন ধারাবাহিকভাবে অভিযোগগুলোর খণ্ডন বা সমর্থন পেশ করা হচ্ছে।

১-২ নং অভিযোগ: মাওলানার বয়ানাতের নির্ধারিত কিছু অংশের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের অভিযোগ হলো, তিনি মনগড়া তাফসির করেছেন এবং নবীদের শানে বেয়াদবিমূলক কথা বলেছেন।

জবাব: তাফসির বির রায় হলো, কুরআনে কারিমের অর্থ ও উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করার জন্য বিবেক নির্ভর এমন কথা বলা, কুরআন-সুন্নাহর সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। এটিই হলো মনগড়া তাফসির।

মাআরিফুল কুরআন গ্রন্থে (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭) আল ইতকান গ্রন্থের হাওয়ালা দিয়ে তাফসিরের উৎসমূল হিসেবে কুরআন, হাদিস, সাহাবীদের উক্তি, তাবেঈদের উক্তি ও আরবি ভাষাকে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে যে, তাফসিরের শেষ উৎস হলো গবেষণা এবং এস্তেম্বাত বা উদ্ভাবন।

কুরআনে কারিম হলো সূক্ষ্ম জ্ঞান ও রহস্যের এমন কূলহীন সাগর যার কোনো সীমা বা অন্ত নেই। যাকে আল্লাহ্ ইসলামী জ্ঞানের মধ্যে দূরদৃষ্টি

দান করেছেন তিনি এর মাঝে যত বেশি চিন্তা ফিকির করবেন তার সামনে সূক্ষ্ম জ্ঞান ও রহস্যের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হবে। তাই তাফসিরকারকগণ নিজস্ব তাফসির গ্রন্থে গবেষণালব্ধ তাদের মতামতও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ ভেদ ও সূক্ষ্ম জ্ঞান তখনি গ্রহণযোগ্য হবে যখন উপরোল্লিখিত উৎসমূলের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

নবীদের আ. ইসমত বা গুনাহ মুক্ত হওয়া: এই স্পর্শকাতর মাসআলায় ওলামায়ে কেরামের কিছু উক্তি উল্লেখ করছি। আল্লামা কুরতুবী রহ. স্বীয় তাফসির গ্রন্থে (১৪/১৫২) বলেন, কোনো কোনো মুতাআখখিরিন বা নিকট অতীতের ওলামাগণ বলেছেন, এটি বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ পাক কোনো কোনো নবীর গুনাহ সংঘটিত হওয়া, তাদের প্রতি গুনাহের নিসবত করা এবং এর উপর তাদেরকে তিরস্কৃত করার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং এ ব্যাপারে বলেছেন; যে, এটি তাদের নফসের কারণে হয়েছে এবং তারা এর থেকে পরহেজ হয়ে তওবা, এস্তেগফার করেছেন। এটি এত জায়গায় বর্ণিত হয়েছে যে, সবগুলোকে ঘুরিয়ে তাবিল করা যায় না। যদিও কোনো কোনোটিকে তাবিল করা যায়। এগুলো তাদের উচ্চ মর্তবাকে খাটো করে না। বরং এগুলো তাদের থেকে সংঘটিত হয়েছে অজানা থাকা, ভুলবশত বা নিজস্ব বিপরীত ব্যাখ্যার কারণে। এই কাজগুলো অন্যদের জন্য নেককাজ হলেও তাদের জন্য ছিল গুনাহ। কেননা তাদের মর্তবা এবং মর্যাদা অনেক উপরে। দেখা যায় উজির বা মন্ত্রীদের এমন বিষয়ে পাকরাও হয় যা সাধারণ মানুষ করলে পুরস্কৃত করা হয়। এ কারণেই নবীগণ কিয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবেন জানা সত্ত্বেও ভীত সন্ত্রস্ত থাকবেন আর এমনটিই তাদের জন্য থাকা উচিত। হযরত যুনায়েদ রহ. কত সুন্দর বলেছেন, সাধারণ নেক লোকদের ভালো কাজ নৈকট্যশীলদের জন্য গুনাহ সমতুল্য। তাই কুরআন যদিও কোনো কোনো নবী আ. থেকে গুনাহ হয়ে যাওয়ার সাক্ষ্য দেয় কিন্তু এটি তাদের মর্যাদাকে খাটো করে না। তাদের মর্তবাকে ত্রুটিযুক্ত প্রমাণ করে না বরং এটি তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ, নির্বাচন, পথপ্রদর্শন, প্রশংসা, আত্মসংশোধন, মনোনয়ন ও তাদেরকে বিশেষায়িত করেছে আলাইহিমুস সালাম।

এ ব্যাপারে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. তার ফয়জুল বারী (৫/২১১) গ্রন্থে লিখেছেন, এখানে রহস্য হলো, আল্লাহ নবীদের আ. সাথে

খুব সম্পর্ক, অগাধ ভালোবাসা ও চূড়ান্ত স্নেহের বহিঃপ্রকাশমূলক এ কথাগুলো বলেছেন। কেননা কোনো জিনিস তাকেই চাপিয়ে দেয়া যায় যার থেকে অমান্য হবে না এ আশা করা যায়। যার ব্যাপারে আপনার ভরসা নেই, তাকে না কোনো দায়িত্ব দিবেন আর এর জন্য তাকে কোনো কড়াকড়ি, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করবেন। কিন্তু যে আপনার খুব অন্তরঙ্গ, আপনার ব্যাপারে তার সামান্য গাফলতিও গ্রহণ করবেন না এবং কম বেশির জন্য তাকে পাকড়াও করবেন। উপরোল্লিখিত এবাবাত থেকে বুঝা গেল, কিছু জিনিস সাধারণ মানুষের জন্য জায়েজ হলেও নিকটবর্তীদের জন্য তা তিরস্কারের কারণ হয়ে দাঁড়ায় আর এ তিরস্কার তাদের আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক ও নৈকট্যের দলিল। এটি তাদেরকে সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন মর্যাদা সম্পন্ন প্রমানিত করে।

যে আয়াতের তাফসিরকে কেন্দ্র করে তাফসির বির রায় ও ইসমতে আম্বিয়ার অভিযোগ করা হয়েছে, আল্লাহর বাণী–

آیت قرآني: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوْسى. سورة طه ٨٣-٨٥

"হে মূসা! কোনো জিনিস আপনাকে আপনার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে ত্বরা করে আসতে বাধ্য করল?"

এই আয়াতের তাফসিরে মাওলানা সাহেব বলেছেন, হযরত মুসা আ. তার কওম এবং জামাতকে পিছনে ফেলে আল্লাহ তায়ালার সাথে কথোপকথন করার জন্য দ্রুত চলে গিয়েছেন। যে কারণে বনী ইসরাইলের পাঁচ লক্ষ আটাশি হাজার মানুষ/সদস্য গোমরাহ হয়ে গেছে।

মাওলানা সাহেব হযরত মুসা আ.-এর আল্লাহর সাথে দ্রুত কথোপকথনের আগ্রহকেই বনী ইসরাইলের গোমরাহীর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমাদের পূর্বসূরী অনেক ওলামায়ে কেরাম ও মুফাসসীরীনে কেরাম এ বিষয়টিকেই গোমরাহীর কারণ সাব্যস্ত করেছেন। তারপরও মাওলানার উক্ত বিষয়টির মাধ্যমে ঘটনার ব্যাখ্যা পেশ করাটা কিভাবে বেয়াদবি হয়? বা নবীর শানের খেলাফ হয়?

কেননা ইমাম রাজী তার বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থের ২২ খন্ডের ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, এই আয়াত সংক্রান্ত আলোচনা অর্থাৎ

آیت قرآني: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوْسى. سورة طه ٨٣-٨٥

তরজমা– কিসে আপনাকে আপনার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে ত্বরা করতে বাধ্য করাল?

হে মুসা! يَا مُوْسٰى
কয়েকটি প্রশ্ন:
প্রথম প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী, وَمَا أَعْجَلَكَ (কিসে আপনাকে ত্বরা করল)। উক্ত বিষয়ে প্রশ্নবোধক অব্যয় ব্যবহার করা এটি আল্লাহর জন্য অসম্ভব।
উত্তর: আল্লাহ প্রশ্নবোধক শব্দের মধ্যে বিস্ময়/অস্বীকার বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। আর তাতে উক্ত বিষয়ের লক্ষ্যবস্তু অর্জনের প্রতি কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই (বরং তাড়াহুড়া করার বিষয়টিই এখানে অপছন্দনীয়)।
দ্বিতীয় প্রশ্ন: হযরত মুসা আ. এই অনুযোগ/অভিযোগ থেকে মুক্ত না; যে, তিনি (আল্লাহর সাথে কথোপকথনে তার উম্মতকে রেখে/পেছনে ফেলে) অগ্রসর হওয়া থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত ছিলেন। নাকি নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত ছিলেন না?
সুতরাং তিনি যদি নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন তাহলে এই অগ্রসর হওয়াটা গুনাহ বা অপূণ্য যা লঙ্ঘনে গুনাহে পতিত হওয়া আবশ্যক হবে। আর যদি আমরা বলি, হযরত মুসা আ. নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হোননি। তাহলে আল্লাহর জন্য উক্ত বিষয়ে অপছন্দ প্রকাশ অসম্ভব।
উত্তর: মনে হয় হযরত মুসা আ. সেই বিষয়ে " কোনো নির্দেশনা" পান নি। তার নিজের বিবেক শক্তির মাধ্যমে অগ্রসর হোন। তখন তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হোন নি। তাই তিনি তিরস্কারের সম্মুখীন হোন।
ইমাম বাইযাবী রহ. তাফসিরে বাইযাবীতে লিখেন (২য় খন্ড ২৫ পৃ)
وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوْسٰى আর হে আমার রব! আমি তোমার কাছে তাড়াতাড়ি এসে গেছি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। (অনুবাদ সংক্ষিপ্ত তাফসিরে উছমানী পৃ: ৬৬৮, থানবী লাইব্রেরি ঢাকা, ৫৯ চকবাজার, ৫০ বাংলাবাজার)।
তাড়াহুড়ার কারণ বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রশ্ন যা অস্বীকার সম্বলিত এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, এই তাড়াহুড়াতে রয়েছে অসম্পূর্ণতা।
গাওসে রব্বানী ইমাম আব্দুল কাদের জিলানী রহ. স্বীয় তাফসিরে (মাকতাবা মা'রুফিয়া, পাকিস্তান ৩/১৫৮) বলেন, আল্লাহ পাক মুসা আ.-কে তাড়াহুড়া এবং স্বীয় কাজে অস্থিরতার উপর সতর্ক করে বলেন, وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوْسٰى অর্থাৎ যে জাতি আপনার সাথে পূর্ণতা প্রত্যাশী, যাদেরকে পরিপূর্ণতায় পৌছাতে আপনাকে পাঠানো হয়েছে, কোন জিনিস আপনাকে তাদেরকে ছেড়ে আগে নিয়ে এলো? বরং আপনার উচিৎ ছিল, তাদেরকে নিয়ে এক সাথে আসা। আল্লাহ পাক বলেন, যখন আপনি

তাদেরকে ছেড়ে এলেন। তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। তাদের পরীক্ষায় পড়ার কারণ আপনিই। আপনি যখন তাদেরকে আপনার ভাইয়ের কাছে ফেলে এলেন আমি পাথরের ইবাদত দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করলাম। তারা আমার সাথে শরিক সাব্যস্ত করল। শায়খে আকবর ইবনে আরাবী রহ. তার তাফসিরে (২/৫৫) বলেন, وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা হলো, মুসা আ. যখন আল্লাহর সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য পেলেন তখন তাকে বনি ইসরাঈলের মুক্তি, তাদেরকে সত্য পথ দেখানো এবং তাদের বিগরে যাওয়া শরিয়তের পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠানো হলো। তিনি তার ভাই হারুনকে স্বজাতির জিম্মাদারি দিয়ে আল্লাহ পাকের ধ্যানে নিরালা হয়ে গেলেন। অথচ তখনো তাদের ইমানের মজবুতি ও হকের উপর স্থিতি আসেনি। আল্লাহ পাক এ তাড়াহুড়ার জন্য তাকে তিরস্কার করলেন। যদিও মুসা আ. আল্লাহর নুর দর্শনে ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু সময়ের দাবি ছিল, অন্যের পূর্ণতা বিধানে মগ্ন না হওয়া। কেননা মারেফাত-তত্ত্ব ও পূর্ণ ইলম দ্বারা তাদের পূর্ণতা বিধান; নিজেকে এতাআতের উপর স্থির রাখা ও যে কাজে বর্তমানের উন্নতি সুনিশ্চিত তা পালন করার উপর নির্ভরশীল। মুসা আ. ওজর পেশ করলেন যে, তারা দ্বীনের ব্যাপারে আনুগত্যের উপর আছে। যদিও ইয়াকিনের ভিত্তিতে তাদের অবস্থা তখনো পরিস্কার হয়নি।

তাফসিরে মাযহারীতে (৬/১৫৬) রয়েছে, যদি বলা হয় فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا "আমি তোমার কওমকে পরীক্ষায় ফেলেছি" কথাটি ধারাবাহিকভাবে আমি দ্রুত আপনার কাছে এসেছি এর পরেই আসে। কথাটি এরকম হয় যে, আপনি আমার কাছে আসার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করেছেন। এ কারণে আমি আপনার কওমকে পরীক্ষায় ফেলেছি। এ বাক্যের দাবি অনুযায়ী তার তাড়াহুড়াটাই ফেতনার কারণ। কেননা فَ অব্যয়টি কারণ নির্দেশক। এখন কথা হলো, তাড়াহুড়াকে কেন কারণ ধরা হলো? আমি বলব, সম্ভবত এ কারণে যে, নবীদেরকে দুইভাবে মানুষের হেদায়েতের মেহনতের জন্য পাঠানো হয়। ১। জাহিরীভাবে। তা এভাবে যে, তারা মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকবে ও আল্লাহর হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবে। ২। বাতেনীভাবে, আর তা এভাবে যে, গাইরুল্লাহ থেকে মানুষকে আল্লাহর দিকে টেনে আনবে, ঈমান ও মা'রেফাতের নুর মানুষের অন্তরে পৌছে দিবে। এভাবে তাদের অন্তর ঈমানের ব্যাপারে পরিস্কার হয়ে যাবে। তারা হককে হক এবং বাতিলকে

বাতিল হিসেবে চিনতে পারবে। আর এটি সর্বতভাবে মানুষের প্রতি পূর্ণ মনযোগ ছাড়া সম্ভব না। হযরত মুসা আ.-এর আল্লাহর দিকে দ্রুত যাওয়াটা যেহেতু প্রচন্ড মহাব্বত ও অগ্রহের ভিত্তিতে ছিল তাই উম্মতের ব্যাপারে তার বাতেনী মনযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। তখন উম্মত ফেতনা ও গোমরাহীর মধ্যে পতিত হয়।

তাফসিরে রুহুল মাআনীতে (৮/৫৯৫) وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى এর ব্যাখ্যায় বলা হয় এখানে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দল প্রধানের জন্য অধীন ব্যক্তিদের ব্যাপারে সর্বোপযোগীতার খেয়াল রাখা উচিত। এমনিভাবে শায়েখের জন্য এমন কাজ থেকে বিরত থাকা যার দ্বারা মুরিদদের দীলে কু-ধারণা হতে পারে। বিশেষভাবে যখন তাদের জ্ঞানের পরিপক্কতা না থাকে।

তাফসিরে রুহুল মাআ'আনী (৮/৫৫২) এতে বলা হয়েছে যে وَمَا أَعْجَلَكَ এর مَا অস্বীকার অর্থ নির্দেশক এটিই স্বাভাবিকভাবে বুঝে আসে। আর মধ্যনীতিতে আসলে হযরত মুসা আ.-কে আল্লাহর জানা সত্বেও তার তাড়াহুড়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য হলো তাকে সফরের আদব শিক্ষা দেয়া। আর সেটি হলো, দলের নেতার জন্য সবার পিছনে থাকা উচিত। যাতে সবার প্রতি দৃষ্টি রাখা যায়। সবাইকে আয়ত্তে রাখা যায়। আর এটি আগে থাকলে সম্ভব না। লক্ষ্য করুন, কিভাবে আল্লাহ পাক লুত আ.-কে সফরের আদব শিক্ষা দিলেন। তিনি বলেন, আপনি তাদের পিছনে পিছনে চলুন (সূরা হুজর- ৬৫)। আর মুসা আ. আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য দ্রুত অগ্রসর হওয়া ও ওয়াদাকৃত বস্তুকে জলদি পেতে চাওয়ার কারণে এ আদবটির প্রতি খেয়াল করেন নি।

তাফসিরে মারাগিবে ১৬/১৩৮ বর্ণনা, এ প্রশ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য মুসা আ.-কে তিরস্কার করা। কেননা তার এ কাজ দ্বারা জাতিকে উপেক্ষা করা ও তাদের প্রতি উদাসীনতা প্রমান করে। অথচ মুসা আ.-কে স্বজাতিকে সাথে নিয়ে চলা ও তাদেরকে নিজের সাথে নিয়ে আসার ব্যাপারে আদেশ করা হয়েছে। একেতো তাড়াহুড়া বিষয়টি মন্দ। তার উপর মহান ব্যক্তিগণ, যাদের জন্য এ ব্যাপারটি খুব গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত তাদের পক্ষে তাড়াহুড়া করা কোনোভাবে শোভা পায় না।

ইবনে আশুরা তার তাফসির গ্রন্থ আত-তাহরির ওয়াত তানবির (১৬/৬৭৭-৬৭৮) এখানে লিখেন, প্রশ্নবোধক অব্যয় কখনো তিরস্কারের জন্যও

ব্যবহৃত হয়। মুফাসসিরীনদের কথা থেকে যা বুঝা যায় এবং কোরআনের আয়াতেও যেদিকে ইশারা করে তা হলো, মুসা আ. আল্লাহর সাথে কথোপকথনের জন্য তাড়াহুড়া করে তার কওমকে ছেড়ে আসেন। আর এটি করেছিলেন আল্লাহ পাক তার জন্য যা নির্ধারণ করেছিলেন তা সুস্পষ্ট হওয়ার পূর্বে নিজস্ব চিন্তা থেকে এবং তুর পাহাড়ে বনি ইসরাঈলদের ঘটনার পূর্বে আল্লাহ যে শরিয়ত দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন তা পাওয়ার আগ্রহে। এক্ষেত্রে তিনি কোনো কিছুর খেয়াল করেন নি। তার ও কওমের জন্য যেটা মঙ্গল সেদিকে দ্রুত এগিয়ে যান। তাই আল্লাহ পাক স্বজাতি থেকে তার দূরত্বের কারণে যা ঘটতে পারে সেদিকে খেয়াল না করার দরুণ তাকে তিরস্কার করেন। কেননা তখনো বনি ইসরাইলকে চক্রান্ত করতে পারে এমন ব্যক্তি থেকে সতর্ক করা ও ওয়াদা রক্ষার ব্যাপারে আদেশ করা হয় নি। উপাসনার জন্য প্রতিমা নির্মাণ করে তার কওমের ফেতনায় পরে যাওয়ার কারণ ছিল এটিই। هم على أثري তারা আমার পিছনে এ কথা দ্বারা প্রমান হয় যে, তারা পেছনে আসছিল। কথা বলার জন্য তিনি আগে চলে এসেছেন এবং তাড়াহুড়ার কারণে ওজর পেশ করলেন যে, আল্লাহকে অধিক সন্তুষ্ট করার জন্য উনার হুকুম পালনার্থে তিনি তাড়াহুড়া করেছেন। আল্লাহর বাণী–আমি আপনার কওমকে আপনার চলে আসার পরে পরীক্ষায় ফেলেছি। এ বাক্যে তাড়াহুড়ার উপর এক প্রকার তিরস্কার রয়েছে। আর তার কওমের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার কারণ তাকেই বলা হয়েছে। এটি তাকে বুঝানোর জন্য যে, নির্ধারিত সময়ের আগে আসা যাবে না যদিও তা অধিক কল্যাণের আশায় হোক।

তাফসিরে কাসেমির বর্ণনা (৭/১৮৪) নাসের রহ. বলেন, জানা সত্ত্বেও তাড়াহুড়ার কারণ সম্পর্কে মুসা আ.-কে আল্লাহ তায়ালার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে ছিল, তাকে সফরের আদব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া। সেটি এই যে, দলনেতা সবার পেছনে থাকবেন। যাতে সবার প্রতি নজর রাখা যায় এবং সবাইকে আয়ত্তে রাখা যায়। আর আগে চললে তা সম্ভব না। যেমন লুত আ.- কে আল্লাহ পাক বললেন, আপনি তাদের পিছনে চলুন। মুসা আ. আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি দ্রুত অগ্রসর হওয়া ও ওয়াদাকৃত বস্তুর জন্য তড়িঘড়ি করার কারণে এ বিষয়টি এড়িয়ে যান।

মুফতি শফী রহ. মাআরিফুল কুরআনে (৬/১৩৪) লিখেন, উনার নবুয়াতী দায়িত্বের দাবি এটি ছিল; যে, কওমকে সাথে রাখবেন। তাদের প্রতি দৃষ্টি

রাখবেন এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে আসবেন। তাড়াহুড়ার কারণে সামেরি তার কওমকে গোমরাহ করেছিল।

উস্তাদে হাদিস মাওলানা জামালুদ্দীন বুলন্দশহরী স্বীয় তাফসির গ্রন্থ জামালাইনে (৪/২০২) লিখেন, অব্যয়টি প্রশ্নসূচক হলেও উদ্দেশ্য প্রশ্ন করা না বরং তাকে সতর্ক করা যে, আপনার দায়িত্ব ছিল তাদের সাথে থাকা ও তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা। আপনার তাড়াহুড়ার ফলে সামেরি কওমকে গোমরাহ করেছে।

তাফসিরে রুহুল মাআনীতে এটি স্পষ্ট আছে, ছয় লক্ষের মধ্যে পাঁচ লক্ষ আটাশি হাজার লোক গোমরাহ হয়ে গেল। শুধু বার হাজার টিকে থাকল।

এ সব তাফসির দ্বারা বুঝা গেল যে, وَمَا أَعْجَلَكَ এর মধ্যে অব্যয়টি তিরস্কারমূলক। আর فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا এর মধ্যে فَ এটি কারণ নির্দেশক। কিছু তাফসিরে অন্যমতও আছে, তবে তা এত অধিক তাফসিরের বিপরীতে মারজুহ বা অগ্রাধিকারযোগ্য না অনুমিত হয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ: এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনদের মতানৈক্য আছে; যে, কওম দ্বারা গোটা জাতি উদ্দেশ্য নাকি শুধু সত্তর জন্য সরদার? অধিকাংশ মুফাসসিরীনদের মতে গোটা কওমই উদ্দেশ্য। আর কারো কারো মত হলো, শুধু সত্তর জন সরদার। তবে চূড়ান্ত অভিমত এটিই যে, গোটা কওম উদ্দেশ্য। অবশ্য সামেরি যখন অধিকাংশকে গোমরা করেছিল তখন মুসা আ. সত্তর জন সরদারকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য সাথে নিয়ে এলেন। যাদের মধ্যে হযরত হারুন আ.ও ছিলেন। যেমনটি দুররে মানছুর কিতাবে (৫/৫৬৯) বর্ণিত হয়েছে। যে, ইবনে জুবায়ের রা. বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে (এক দীর্ঘ হাদিস) فتناك فتونا " আমি বিভিন্নভাবে আপনাকে পরীক্ষা করেছি", এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। এ হাদিসের একটি অংশ হলো, বনি ইসরাঈল ফেতনার ব্যাপারে নিশ্চিৎ হয়েছিল এবং তারা খুশি হলো, যাদের অভিমত হারুন আ.-এর মতো ছিল। তারা বলল যে, হে মুসা! আপনি আপনার রবকে তওবার সুযোগ দিতে বলুন। আমরা পালন করব এবং কৃতকর্মের কাফফারা দিব। তখন তিনি তার কওম থেকে সত্তর জনকে বাছাই করলেন। ইবনে কাছির রহ. মত এমনটিই বুঝা যায়। কেননা তিনি তার তাফসির গ্রন্থে এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তার অন্য গ্রন্থ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১/৪২৩) এতে ইবনে আব্বাস রা., সুদ্দী রহ. প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। যে, ঐ সত্তর জন ছিলেন বনি ইসরাইলদের

মধ্যে ওলামা। তাদের সাথে ছিলেন মুসা আ., হারুন আ., ইউশা আ., নাদাব প্রমুখ। তারা মুসা আ.-এর সাথে বাছুর পূজারীদের পক্ষে ক্ষমা চাইতে গেলেন। ইমাম বাগভী রহ. স্বীয় তাফসির গ্রন্থের ২/২৩৭, ইমাম শাওকানী ফতহুল কুদীরের ২/২৮৬ পৃষ্ঠায় এবং বাইযাবী ও জালালাইনের লেখকও অভিন্ন মত গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতের অভিযোগ খণ্ডন–

ایت قرانی: اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ.
(سورة يوسف ۴۲)

আয়াতের অর্থ: তুমি তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা উল্লেখ করো। কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর নিকট (তার কথা) উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিল। ফলে তিনি কারাগারে কয়েক বছর রইলেন। সূরা ইউসুফ-২৪

হযরত সা'দ সাহেব এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, হযরত ইউসুফ আ. কারাগারে আটক থাকার কারণ বিবেচনা করেছেন বাদশার কাছে কারাগার থেকে মুক্ত করার আবেদনকে। কেননা হযরত ইউসুফ আ. আল্লাহ ছাড়া অন্য আরো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা বা কোনো কিছু আশা করার মানসিকতা থেকে বিরত থাকবেন এটিই ছিল নবুওয়াতের শান।

আলোচিত আয়াতের তাফসির দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে পেশ করছি।

তাফসিরের বিখ্যাত গ্রন্থ "আদ্দুররুল মানছুরের" (৪খন্ডের ৫৪১ পৃ:) ইমাম ইবনে আবিদদুন্য়া রহ. তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কিতাবুল উকুবাত" এ এবং ইবনে জারির তাবারুন ও ইবনে মারদুইয়াহ হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত ইউসুফ আ. যে কথা/কালিমা বলেছেন সেটি যদি তিনি না বলতেন তাহলে তিনি যে সময়টুকু কারাগারে আটক ছিলেন সেই সময়টুকু থাকতেন না। কেননা তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মুক্তি কামনা করেছেন।

আর ইমাম আব্দুর রাজ্জাক এবং ইবনে জারির ও আবুশ শায়খ হযরত ইকরামা রহ. (১০৭ হিজরি মৃত্যু) এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসুল সা. বলেছেন, যদি হযরত ইউসুফ আ. ঐ কথা না বলতেন যেটি তিনি বলেছেন তা হলে তিনি যে দীর্ঘ সময় (কারাগারে) আটক/অবস্থান করেছেন সে সময়টুকু অবস্থান করতে হতো না।

ইমাম ইবনুল মুনযির, ইমাম ইবনে আবী হাতিম, ইমাম ইবনে মারদুইয়াহ. হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন রাসুল সা.

বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউসুফ আ.-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তিনি যদি না বলতন "তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা উল্লেখ করো" তা হলে তিনি (কারাগারে) যে পরিমাণ সময় অতিবাহিত করেছেন ঐ পরিমাণ দীর্ঘ সময় তাকে অতিবাহিত করতে হতো না।

ইমাম আহমদ তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কিতাবুয যুহদে" ইমাম ইবনে জারির, ইমাম ইবনে আবী হাতেম, ইমাম আবুল শাইখ হযরত হাসান-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। মুজাহিদ রহ. বলেন, ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে যে মুক্তি পেল ইউসুফ আ. তাকে বললেন, তুমি আমার কথা তোমার মালিকের কাছে গিয়ে বলো। কিন্তু সে মালিকের স্বপ্ন দেখা অবধি তা আর স্মরণ করতে পারল না। আর ইউসুফ আ. কে শয়তান তার প্রতিপালকের স্মরণ ভুলিয়ে দেয় এবং তার বাদশাহকে স্মরণ করে তার কাছ থেকে মুক্তির আশা করা, এ কাজটি তার কয়েক বছরের কারাবাসের শাস্তি বাড়িয়ে দেয়। একটি মাত্র কথা ইউসুফ আ.-এর সাত বছরের কারাবাস বাড়িয়ে দেয়। ইতোমধ্যে তিনি পাঁচ বছরের কারাভোগ শেষ করেছেন। মুআযযিনে তায়েফ আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, জিবরাইল আ. ইউসুফ আ.-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন যে, কারাবাস কি আপনার জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে? তিনি হ্যাঁ বললেন। জিবরাইল আ. তাকে বললেন, আপনি বলুন, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ مِنْ كُلِّ مَا আয় আল্লাহ! দুনিয়া আখেরাতের যে জিনিস আমাকে কষ্ট পেরেশানীতে ফেলবে তা থেকে আমাকে প্রশস্ততা ও মুক্তি দেন। এমন জায়গা থেকে আমায় রিযিক দেন যা আমি ধারণা করতে পারি না। আমাকে মাফ করে দেন এবং আপনার প্রতিই আমার আশাকে স্থির রাখুন এবং অন্যদের প্রতি আশা রাখাকে দূর করে দেন, যাতে আপনি ছাড়া কারো প্রতি আশা না রাখি।

এতক্ষণ যাকে তফসির বির রায় বলা হচ্ছিল, গ্রহণযোগ্য তাফসিরে এছাড়া কিছু পাওয়াই যায় না। কেননা বর্ণিত অংশটি দুররে মানসুর কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে। এর দ্বারা উপরোক্ত তাফসিরের ব্যাপারে বুঝা যায় যে, এটি হুজুর সা. থেকে শোহরত (প্রসিদ্ধির) দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বরং এ তাফসিরের উপর আকাবিরদের এজমা হয়েছে। মুজাহিদ রহ. তো এটিকে বর্ণনায় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ এর মধ্যে সর্বনাম দ্বারা ইউসুফ আ. উদ্দেশ্য ভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাহলে এটা কোরআনের স্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমানিত হয়ে গেল। ইমাম তবারী রহ. এ তাফসির করেছেন। তিনি তার বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থে লিখেন فَاَنْسٰهُ

الشَّيْطٰنُ। শয়নতান তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। এটা দ্বারা আল্লাহ শয়তানসৃষ্ট ইউসুফ আ.-এর গাফলত সম্পর্কে জানিয়ে দেন। এ গাফলতের কারণেই তিনি তার রবকে ভুলে যান। যদি তিনি তার কাছে সাহায্য চাইতেন, আল্লাহ পাক দ্রুত তাকে মুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে তার হাজতবাস দীর্ঘায়িত করে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। অবশ্য ইমাম ইবনে জারীর রহ. فَأَنْسٰـهُ এর দ্বারা পানিওয়ালা ব্যক্তি উদ্দেশ্য বলেছেন, কিন্তু তা তিনি তুলনামূলক দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। তাফসিরে বাগভীতে (১৩২/৭) ইবনে আনাস রা. বলেন, (আর এটিই অধিকাংশের মত) শয়তান ইউসুফ আ.-কে তার রবের কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। ফলে তিনি গাইরুল্লাহর কাছে মুক্তি চান। আল্লামা শাববীর আহমাদ উসমানী রহ. হাজতবাস দীর্ঘ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে তাত্ত্বিক বর্ণনা দেন। যে, প্রত্যেক মন্দের মধ্যে আল্লাহ একটি ভালো দিক রাখেন। এখানে ভুলের পরিণতি দীর্ঘ হাজতবাস আকারে প্রকাশ পায়। শাহ সাহেব রহ. এখানে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেন। যে, একজন নবীর জন্য বাহ্যিক উপকরণের উপর দৃষ্টি রাখা ঠিক না। বরং ইবনে জারীর ও বাগভী রহ. উল্লেখ করে বলেন, এটি ইউসুফ আ.-এর গাফলত ছিল। যা তার দ্বারা হয়ে যায়। তিনি কয়েদিকে বললেন, তোমার মালিকের কাছে আমার কথা স্মরণ করো। অথচ তার উচিৎ ছিল সব বাহ্যিক উপকরণ ছেড়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করা। হ্যাঁ। এটি ঠিক যে, কঠিন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য মাখলুক থেকে সাহায্য চাওয়া, বাহ্যিক উপকরণ গ্রহণ করা একেবারে হারাম না। কিন্তু কখনো ভালো মানুষের ভালো কাজ নৈকট্যশীলদের জন্য গুনাহর মতো হয়ে যায়। যা সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে করতে পারে তা কখনো নবীদের জন্য এক প্রকারের ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত হয়। নবীদের সুউচ্চ মর্যাদার শান হলো, পরীক্ষা ও মুসিবতে রোখসত (ছাড়) গ্রহণ না করে আজিমত (সর্বোচ্চটাই) গ্রহণ করা। যেহেতু ইউসুফ আ. তার কথার অর্থাৎ তোমার রবের কাছে আমার কথা স্মরণ করো, এখানে আজিমত থেকে সরে এসেছেন তাই আল্লাহ পাক মৃদু তিরস্কারমূলক তাকে সতর্ক করেন; যে, তোমার অতিরিক্ত হাজতবাস করতে হবে। আর এজন্য ভুলিয়ে দেয়ার কর্তা শয়তানকে বলা হয়েছে।

বিস্তারিত দেখুন বায়যাবী শরিফ ১/৪৮৫; তাফসিরে ছাআলাবী ২/২৩৯; তাফসিরে বাগভী ২/৪২৮; তাফসিরে কুরতুবী ১১/৩৫৪; তাফসিরে

নাসাফী ৩/২২১; তাফসিরে খাজিন ৩/৩১; তাফসিরে মাযহারী ৫/১৪৫ ৩ নং আয়াত وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো, নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ফেল না। এখানে মাওলানা সা'দ সাহেব বলেন, এখানে যে কোনো ভালো কাজে খরচ করা উদ্দেশ্য না, বরং বিশেষভাবে দ্বীন জিন্দা করার চেষ্টা করা ও এর মধ্যে খরচ করা উদ্দেশ্য। নিম্নবর্ণিত তাফসিরে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তবারি রহ. আসলাম আবু ইমরান থেকে বর্ণনা করেন আমরা কনস্টান্টিনোপলে ছিলাম। মিশরীয়দের আমির ছিলেন ওকবা ইবনে আমের রহ. আর শামীদের আমির ফুজালা ইবনে ওবায়েদ রা.। শহর থেকে রোমীয়দের এক বিশাল কাতার বের হলো। আমরা মুসলমানরাও বিশালাকারে কাতারবন্দি হলাম। মুসলমানদের কাতার থেকে একজন বের হয়ে রোমানদের উপর আক্রমণ করল। তাদের ভিতর ঢুকে আবার বের হয়ে এলো। তখন লোকেরা বলল, আরে সে তো নিজেকে ধ্বংস করে ফেলল। তখন আবু আইউব আনসারী রা. বলেন, হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াতের এই ব্যাখ্যা করছ? অথচ এ আয়াত আমাদের আনসারদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। যখন আল্লাহ দ্বীনকে শক্তিশালী করলেন, দ্বীনের সাহায্যকারী বেড়ে গেল। তখন আমরা আনসারগণ গোপনে পরামর্শ করলাম যে, যুদ্ধ ও সফরে আমাদের মাল-সম্পদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমরা মদিনায় থেকে কিছুটা গুছিয়ে নিই। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাজিল করে আমাদের চিন্তাকে নাকচ করে বলেন, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো। শহরে অবস্থান করে মাল-সম্পদ গোছানোর কাজে লেগে নিজেদের ধ্বংস করো না। সুতরাং আমাদেরকে যুদ্ধ সফরের হুকুম করা হয়। তখন থেকে আবু আইয়ুব রা. আমৃত্যু যুদ্ধে সফরে জীবন কাটিয়ে দেন।

ইবনে জারির রা. বলেন, এখানে উদ্দেশ্য আল্লাহর রাস্তায় খরচ ছেড়ে দেয়া। ইবনে আব্বাস রা. এই ব্যাপারে বলেন, কেউ যেন না বলে; যে, আমার কিছু নেই। সামান্য কিছু পেলেই সে যেন আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার প্রস্তুতি নেয়। ইকরামা রা. বলেন, এই আয়াত আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে। হাসান রা. থেকে বর্ণিত। তারা সফর করতেন, জিহাদ করতেন। তবে আল্লাহ পাকের রাস্তায় খরচ করতেন না। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে খরচ করার হুকম করেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসিরের বিভিন্ন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এ সকল ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায়; যে, আয়াতের মূল এবং প্রথম খাত এটিই। বাকি অন্যান্য ওয়াজিব খরচও এর মধ্যে চলে আসা বড় কিছু না। কোনো কোনো মুফাসিসরের রায়ও এমন। এ আয়াত থেকে ফুকাহায় কেরাম এ হুকুমও বের করেন; যে, যাকাত ছাড়া অন্যান্য হকও মুসলমানদের উপর রয়েছে। মাআরিফুল কুরআন ৪নং আয়াত– فاذا قضيت الصلوة যখন নামাজ শেষ হয় তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো।

মাওলানা সাহেব আল্লাহর অনুগ্রহ বলতে গাশত, তালিম, মুসলমানদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা বুঝিয়েছেন।

আশ্চর্য হই যে, সরাসরি হাদিসে এ তাফসির বর্ণিত হয়েছে। ইবনে জারীর রহ. আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন; যে, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন যখন নামাজ শেষ হয় আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশে বের হও। তিনি বলেন, দুনিয়ার তালাশে না; বরং রোগীর হাল পুরসির জন্য, জানাজায় শরিক হওয়ার জন্য এবং আল্লাহর জন্য ভাইয়ের সাক্ষাতে বের হও। এর তরজমা গাশত থেকে বিশুদ্ধ আর কি হতে পারে? হুজুর সা.-এর ব্যাখ্যা থেকে উত্তম ব্যাখ্যা কী হতে পারে? আর হুবুহু এ তাফসির ইবনে আব্বাস রা. থেকেও বর্ণিত আছে। দুররে মানছুর (৮/১৬৪) এ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আল্লাহর ইরশাদ فاذا قضيت الصلوة তিনি বলেন, এ আয়াতে দুনিয়ার কিছু তলবের হুকুম করা হয়নি। বরং উদ্দেশ্য হলো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখা, জানাজায় শরিক হওয়া এবং আল্লাহরওয়াস্তে স্বীয় ভাইয়ের সাথে দেখা করা। ইমামুল মুরসালীন রা.-এর ব্যাখ্যা দিয়ে দেয়া হলো। এখন বলুন, এখানে তাফসির বির রায়টা হলো কোথায়? আরো শুনুন তাফসিরে রুহুল মাআনীতে (১৪/১০৩) ইমান ও তালিমের হালকা দ্বারাও এর তাফসির করা হয়েছে। তাফসিরে বাগভীতে (৪/৩৪৫)-এর ব্যাখ্যায় হাসান, সাঈদ ইবনে জুবাইর র. বলেন, এখানে উদ্দেশ্য ইলম অন্বেষণ করা। এছাড়াও দুররে মনছুর কিতাবে আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, হুজুর সা. ইরশাদ করেন, যে জুমুআর নামাজ পড়ল, ঐদিন রোজা রাখল, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেল এবং কোনো বিয়েতে শরিক হলো তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। এখান থেকেও বুঝা যায় আল্লাহর অনুগ্রহ মানে নেক আমল উদ্দেশ্য, দুনিয়া না। আর আয়াতের শেষাংশে "তোমরা বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করো যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার"। এদিকে সুস্পষ্ট

ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়া আয়াতের শেষাংশ দ্বারা এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয় যে, ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত দ্বারা রেওয়াজি সাক্ষাত উদ্দেশ্য না। বরং যে সাক্ষাতে আল্লাহর স্মরণ জেগে উঠে ঐ সাক্ষাত উদ্দেশ্য। আর তাবলিগওয়ালাদের গাশত, মুলাকাত শুধু আল্লাহর জন্য। মানুষের দীলে আল্লাহর স্মরণকে তাজা করা ও আমলের শওক তৈরি করার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। এছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহর অনুগ্রহ দ্বারা নেক আমল ও কল্যাণের তওফিক পাওয়াকে বুঝান হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আয়াত নিচে দেয়া হলো–

১। وَلَوْلَا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হতো তবে তোমাদের কিছু লোক ছাড়া সবাই শয়তানের অনুসরণ করে ফেলত।

২। ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত আপনার প্রতি না হতো তবে তাদের একটি দল আপনাকে পদস্খলিত করার পরিকল্পনা করে ফেলেছিল।

৩। وَعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا আপনি যা জানতেন না আল্লাহ আপনাকে তা জানিয়েছেন। আর আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক বড়।

এই বিস্তারিত আলোচনায় এই বিষয়টি সামনে আসে যে, মাওলানা সা'দ সাহেব যে ব্যাখ্যা করেছেন; তা করা যায়, এমন না। বরং তার ব্যাখ্যাটিই শক্তিশালী প্রমানিত হয়। আরো জানার জন্য তাফসিরের বিভিন্ন গ্রন্থ দেখা যেতে পারে।

৫ নং আয়াত ولذكر الله اكبر, আল্লাহর স্মরণই বড়।

এ আয়াতে মাওলানা সা'দ সাহেব বলেন, আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ করাই উদ্দেশ্য। তার এ ব্যাখ্যার সমর্থনে মুফাসিরীনদের উক্তিসমূহ নিচে দেয়া হলো। ইবনে জারির রহ. তার কিতাবে (২০/১৫৬) আব্দুল্লাহ ইবনে রাবিআ থেকে বর্ণনা করেন। যে, আমাকে ইবনে আব্বাস রা. বললেন, তুমি কি জানো, "আল্লাহর স্মরণই বড়" একথার উদ্দেশ্য কী? আমি বললাম, জী জানি। কী সেটি? তিনি জিজ্ঞাসা করেন। আমি বললাম, নামাজে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর বলা ও কেরাত পড়া ইত্যাদি। তিনি বললেন, তুমি আশ্চর্য কথা বললে। ব্যাপারটি এমন না। বরং তিনি বলছেন, কোনো আদেশ বা নিষেধের সময় আল্লাহ কর্তৃক তোমাদেরকে স্মরণ করা, তোমাদের তাকে স্মরণ করা থেকে বড় বিষয়।

অন্য রেওয়াতে আছে, তুমি আশ্চর্য কথা বললে। যা বলেছ ব্যাপারটি এমন না। বরং উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ কর্তৃক তোমাদেরকে স্মরণ করা। তোমাদের তাকে স্মরণ করার চেয়ে বড় বিষয়। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, বান্দাকে আল্লাহর স্মরণ করা; বান্দা কর্তৃক আল্লাহকে স্মরণ করা থেকে উত্তম।

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, যখন বান্দারা আল্লাহকে স্মরণ করে ঐসময় আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ করাটাই বড়।

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, যখন তারা আমাকে স্মরণ করে আমিও তাদেরকে স্মরণ করি। তাদের আমাকে স্মরণ করা অপেক্ষা আমার তাদেরকে স্মরণ করাটা বড় ব্যাপার।

এ সমস্ত বর্ণনাসহ অন্যান্য বর্ণনা সবগুলো ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। এগুলো তার শিষ্যগণ তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারির রহ. (২০/১৫৭) ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর বান্দাকে স্মরণ করা বান্দাকে আল্লাহর স্মরণ করা অপেক্ষা বড়। এবং তিনি সালমান ফারসি রা.-এর ব্যাখ্যা নকল করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ করা বান্দাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বড়।

এমনিভাবে ইবনে জারির রা., আবু দারদা রা., ইকরামা রা., আতিয়া মুজাহিদ আবু কুরা ও শোবা রহ. থেকে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

বিস্তারিত দেখুন তাফসিরে মুজাহিদ রহ. (১/৪৯৫) তাফসিরে সমরকান্দী (২/৬৩৫), তাফসিরে ছাআলাবী (৪/২৯৬), তাফসিরে নাসাফী (৩/৪২৩), তাফসিরে খাজেন (৩/৪২৩), তাফসিরে ইবনে কাছীর (১/১৭৭৯) ইত্যাদি আরো গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এখন চিন্তার বিষয়, যে তাফসির ইবনে আব্বাস রা., ইবনে মাসউদ রা., আবু দারদা রা., সালমান ফারসী রা., ইবনে ওমর রা.-এর মতো সাহাবাগণ করেছেন। তাবেঈদের মধ্যে ইকরামা, মুজাহিদ, হাসান বসরী, আবু কুরা, আতিয়া রহ. ও তাদের পরবর্তীদের থেকে যে তাফসির বর্ণিত এবং যা প্রায় বিশটি কিতাবে পঞ্চাশ জন রাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা যদি তাফসির বির রায় হয় তবে সঠিক তাফসির আর কোনটি হবে? বরং এ ব্যাখ্যার তাফসিরকারদের আধিক্য ও অন্য ব্যাখ্যা গ্রহণকারীদের সংখ্যা স্বল্পতা দ্বারা অনুমিত হয় যে, অধিকাংশ আকাবিরদের এটিই তাফসির। এ কারণে অনেক মুফাসসিররা এ তাফসিরকে রাজেহ বা অগ্রগণ্য হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট বা ইঙ্গিতে মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে জারীর রহ.-এর স্পষ্ট মতামত লক্ষ্য

করুন। এ ব্যাখ্যাগুলো কুরআনের বাহ্যিক অর্থের সাথে মিলে যায়; যে, আল্লাহর তোমাদেরকে স্মরণ করা তোমাদের তাকে স্মরণ করা থেকে উত্তম। এছাড়াও ইবনে আব্বাস রা.-এর মতে এটি কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসির যা সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য।

নোটঃ কোনো মুসলমানের উপর মনগড়া তাফসির ও নবীদের শানে বেয়াদবির অপবাদ যেহেতু একটি বড় ব্যাপার, তাই কিছুটা বিস্তারিত আকারে পেশ করা হলো। আলহামদুলিল্লাহ! ওলামায়ে কেরামের তাফসির দ্বারা সাফ হয়ে গেল; যে, মাওলানা সা'দ সাহেব উপরোক্ত দুটি অপবাদ থেকেই পবিত্র। এটিও স্পষ্ট হলো যে, মাওলানার তাফসির সূত্র নির্ভর, নিজস্ব উদ্ভাবন না। এটিও অবশ্য তাফসিরের ৬ষ্ঠ উৎস। তাহলে তার তাফসির তাফসির বির রায় কিভাবে হয়?

৩ নং অভিযোগঃ ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল সম্পর্কে মাওলানার দৃষ্টিভঙ্গি।

উত্তরঃ ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল সম্পর্কে মাওলানা যে কঠিন দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন তার কিছুটা তো ফতোয়ার মতো হয়ে যায়। মাওলানা এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রুজু করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে যে অডিও বা নির্বাচিত কথা যেভাবে পেশ করা হচ্ছে তা কাটছাট থেকে মুক্ত না। যেমন ওলামায়ে ছু সম্পর্কিত উনার মূল বক্তব্যটি এমন ছিল, ওলামায়ে ছু, আর ওলামায়ে ছু তাদেরকে বলে যারা অস্পষ্ট বিষয়ে নিজের জন্য সহজটা বেছে নেয়া পছন্দ করে। বুঝা গেল, ক্যামেরা মোবাইলেরর ব্যাপারে মাওলানার দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য হক্কানী ওলামাদের মতোই। অর্থাৎ অপাত্রে তার ব্যবহার অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিশেষভাবে ঐ সমস্ত সাধারণ মানুষদের জন্য, যারা এর ক্ষতি থেকে বাঁচতে সক্ষম না। দারুল উলুম দেওবন্দ, মাযাহেরে উলুম, নদওয়াতুল ওলামা ইত্যাদি মাদরাসা ছাত্রদেরকে মোবাইল ব্যবহার করতে নিষেধ করা এর স্পষ্ট প্রমাণ।

আর সাধারণ মানুষ মোবাইলের ভালো-মন্দ মিশ্রিত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওলামাদের সোহবত থেকে মাহরুম হয়ে যাচ্ছে এবং সঠিক বিষয় পর্যন্ত পৌছার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

৪ নং অভিযোগঃ সমস্ত মুসলমানের জন্য কুরআন শরিফ বুঝে পড়া ওয়াজিব।

উত্তরঃ ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যকীয় হওয়ার বিষয়টি থেকে মাওলানা রুজু করেছেন। আসল কথা হলো, মাওলানার কঠোরতা তাবলিগি সাথীদের জন্য ধমক ছিল। যারা ভুল বুঝাবুঝির কারণে স্ব-স্ব মসজিদের তাফসিরের বিরোধিতা করে আসছিল এবং তাফসিরের হালকাকে এ কাজের বিরোধী মনে করছিল।

৫ নং অভিযোগ: নতুন আবিষ্কৃত বস্তু এবং প্রচলিত আসবাব তাবলিগের কাজে বাধা হয়ে থাকে।

উত্তরঃ এটি মাওলানার নতুন কোনো কথা না। এটি এ কাজের পুরানো মূলনীতি। তাযকিরায় মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. পৃ. ১০৫। এতে মাওলানা মনযুর নোমানী রহ. মাওলানা ইউসুফ রহ.-এর ৪ কথা উল্লেখ করেছেন। যে, এ কাজের বিস্তারের জন্য প্রচলিত পদ্ধতি, সংবাদ, লিফলেট, প্রেস ইত্যাদি এবং প্রচলিত শব্দ থেকেও সম্পূর্ণ পরহেজ করতে হবে। এ কাজ পুরোটা প্রাচীন। রুসম-রেওয়াজ দ্বারা রুসম রেওয়াজ জিন্দা হয়। এ কাজ জিন্দা হয় না।

৬ নং অভিযোগঃ কিছু বয়ান দ্বারা এ বিষয়টি প্রতিয়মান হয়; যে, মাওলানার মতে তাবলিগের এ কাজ আত্মশুদ্ধিরও মাধ্যম।

এ ব্যাপারে বলতে চাই; যে, দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম কারী তৈয়্যেব সাহেব রহ.-এর এ ওয়াজ দ্বারা মাওলানার এ দাবির প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত রহ. "তাবলিগ জামাতের উপর অভিযোগসমূহের উত্তর"(এ কিতাবের ১১৪ থেকে ১১৬ পৃষ্ঠায়) লিখেন, (নির্বাচিত কিছু অংশ পেশ করা হলো,) আত্মশুদ্ধির চারটি অংশ এবং চারটি পদ্ধতি কাকতালীয়ভাবে তাবলিগে চারো তরিকার সমন্বয় ঘটেছে। নেক মানুষের সাহচর্য, যিকির ও ফিকির (আল্লাহর জন্য নিজেকে সংযম সাধনা ও নিয়মের মধ্যে ধরে রাখা) এবং মুহাসাবা বা নিজের হিসেব নিজে নেয়া–এ চারো বিষয়ের সমন্বয়ের নাম দাওয়াত ও তাবলিগ।

সাধারণ মানুষের এছলাহের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো পন্থা হতে পারে না। এ তরিকায় দ্বীন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। এ জাতীয় বয়ানে হযরত এই ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছেন যে, তাবলিগি সফরে ইলম ও যিকিরের খুব বেশি এহতেমাম হোক। তিনি বলেম, আমাদের খুরুজ (আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া) ইলম ও যিকির শূন্য হওয়া ঠিক না। হজরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. নিজেও এ ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত ছিলেন; যে, আমাদের সাথীদের মধ্যে ইলম ও যিকিরের অনেক কমতি রয়েছে।

এ জন্য মাওলানা সা'দ সাহেব কখনো মারকাজে কাজের তীব্র প্রয়োজনে কিছু সাথীকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; যে, বর্তমানে মারকাজে দাওয়াত ও ইবাদত উভয়টির সমন্বয় করা অধিক উপকারী হবে।

৭ নং অভিযোগঃ তওবার পরিপূর্ণতার জন্য আল্লাহর রাস্তায় চলা-ফেরা শর্ত–এটি মানুষ ভুলে গেছে।

উত্তরঃ এ ব্যাপারে বলতে চাই যে, মাওলানার পুরো কথা থেকে এ বিষয়টিই বুঝে আসে; যে, আল্লাহর রাস্তায় চলা-ফেরা করা তওবা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য শর্ত। তওবা প্রমানিত হওয়ার জন্য শর্ত না। তবুও "শর্ত" এবং "ভুলে গেছে" শব্দদয় দ্বারা অভিযোগ এসেই যায়। তাই মাওলানা এ কথা থেকে রুজু করেছেন। বরং ভুপালের ইজতিমায় দুই বছর আগে মাওলানা এ ব্যাখ্যা করেছেন; যে, এ কথাটি শুধু একজন আলেম বলতে পারেন, আবেদ না। বাকি রইল এ চতুর্থ শর্তটির গুরুত্ব এবং উৎস কী? একশত হত্যা করে তওবা সম্পর্কিত হাদিস সম্পর্কে কাজি ইয়াজ রহ. (একমালুল মুআল্লিমে) বলেন, এখানে এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যে, মানুষ গুনাহ সংঘটিত হওয়ার জায়গাটি এবং যারা তাকে গুনাহের কাজে সহযোগিতা করেছে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়, আল্লাহর জন্য তাদের সাথে শত্রুতা রাখা এটি তওবাকে পরিপূর্ণ করে। আর মানুষ যেন গুনাহ সম্পর্কিত বিষয়গুলো পরিহার করে, নেক ও সৎ লোকদের সাহচর্য অবলম্বন করে এবং যে এটিকে অনুসরণ করে এবং তার সাক্ষাৎ তওবাকে শক্তিশালী করে। ইমাম নববী রহ. মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যায় লিখেন, ওলামায়ে কেরাম বলেন, এখানে উত্তম হলো, তওবাকারী গুনাহ সংঘটিত হওয়ার জায়গা এবং যারা গুনাহের কাজে সহযোগিতা করেছে তাদেরকে ছেড়ে দেয়। তারা গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকা পর্যন্ত তাদেরকে পরিহার করে এবং এদের পরিবর্তে নেককার, ওলামা, ইবাদতগুজার, খোদাভীরু বরং যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের সাহচর্য অবলম্বন করে উপকৃত হয়। আর এর দ্বারা তওবা শক্তিশালী হয়। ওলামায় কেরামের উক্তিসমূহের দ্বারা তওবার জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া স্পষ্ট বুঝে আসে। আর তওবার তিন শর্তের উপর সমস্ত উম্মত একমত, এ ধারণাটি ভুল। ফতহুল বারি, কুসতুলানী ইত্যাদি কিতাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ও প্রমুখ থেকে তওবার জন্য আরো অনেক শর্ত বর্ণিত হয়েছে।

৮ নং অভিযোগঃ কোরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণকারীর পূর্বে যেনাকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।

উত্তরঃ এ ব্যাপারে কথা হলো, এটি মাওলানা সা'দের কথা না। বরং ওমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস। যা হায়াতুস সাহাবায় (৩য় খন্ড পৃ.৩৩৩) এভাবে বর্ণিত

হয়েছে, হে এলম ও কুরআন ওয়ালারা! তোমরা এলেম ও কুরআন শিখিয়ে টাকা গ্রহণ করো না। তাহলে তোমাদের আগে যেনাকারীরা জান্নাতে চলে যাবে। আর মাওলানা সব সময় এই হাদিস বলার পর এ কথা বলেন; যে, মাদরাসায় যে বেতন দেয়া হয় তা তালিমের বিনিময়ে না। বরং সময়ের বিনিময়। অভিযোগকারী ব্যক্তি ওমর রা.-এর কথাকে মাওলানার কথা বলে এবং তার পরবর্তী কথাটা উহ্য করে মাওলানার উপর অভিযোগ এনেছে।

বি.দ্র: হায়াতুস সাহাবা ও তার সবই কানযুল উম্মালে যুনাত (যেনাকারীগণ) এসেছে। তবে খতিব রহ.-এর কিতাব আল জামে লি আখলাকির রাবি ও আদাবুস সামি কিতাবে ছুনাত শব্দ উল্লেখ রয়েছে। এটি ছাপার বেশ-কম হতে পারে। কিন্তু যুনাত শব্দটিই অগ্রগণ্য। যেমন: মুন্তাগফিরীর ফাজায়েলে কুরআনে এ হাদিস যুনাত শব্দেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৯ নং অভিযোগ: হেদায়েত পাওয়ার একমাত্র জায়গা মসজিদ।

উত্তর: এ কথাটি এভাবে ছিল না। সঠিক কথাটি এরূপ ছিল যে, হেদায়েত পাওয়ার আসল জায়গা মসজিদ। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহর ঘর মসজিদকে তারাই আবাদ করে যারা আল্লাহর উপর এবং কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান এনেছে। নামাজ পড়ে। যাকাত দেয় এবং আল্লাহকেই তারা ভয় করে। তারা অতি শীঘ্র হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। অপর আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন, নুরের পর নুর। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তার নুরের দিকে পথ দেখান। এমন ঘরসমূহ যার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের হুকুম হচ্ছে, তা সমুন্নত রাখা হোক, উনার নাম তাতে আলোচিত হোক। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তসবিহ পড়ে এমন লোকেরা যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল করে না। অপর আয়াতে আল্লাহ বায়তুল্লাহকে হেদায়েতের কারণ বা মাধ্যম উল্লেখ করা হয়েছে। যা সমস্ত মসজিদের মূল।

১০ নং অভিযোগ: নবী ভিন্ন অন্যদের অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারে মু'জিযা শব্দ ব্যবহার করা।

উত্তর: এ ব্যাপারে আমি মাওলানার সাথে কথা বললে তিনি বলেন, এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য, স্বাভাবিক নিয়মের উর্ধ্বে নবীদের সাথে আল্লাহ পাকের যে গায়েবি সাহায্য ছিল, তা শুধু তাদের সাথে খাছ না বরং আম্বিয়া আ.-এর দাওয়াতের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত যাহেরের খেলাফ গায়েবি মদদ

হতে থাকবে। অতিরিক্ত তিনি এটিও বলেন; যে, পূর্ববর্তী ওলামাদের নিকট মুজিযা মানে, স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত অলৌকিক ঘটনা। পরবর্তী ওলামাগণ এটিকে নবীদের সাথে খাছ করেছেন। তার কথা অনুযায়ী আমরা তালাশ করে ইবনে আবিল ইজ আল হানাফির ব্যাখ্যা গ্রন্থ আকিদাতু তহাবিতে (খন্ড-১, পৃ. ৪৯৪) এ ইবারত খুঁজে পাই। অর্থঃ শাব্দিক অর্থে মুজিযা হলো স্বাভাবিক নিয়মের উর্ধে এমন সব অলৌকিক ঘটনা। কারামাতের অর্থও পূর্ববর্তীদের নিকট এমন আর পরবর্তী ওলামাগণ নবীদের অলৌকিকতাকে মুজিযা এবং আউলিয়াদের অলৌকিক ঘটনাকে কারামত হিসেবে অভিহিত করেন। তথাপি আমরা মাওলানাকে পরবর্তী ওলামাদের মত গ্রহণ করতে বলি। কেননা, এতে ভুল বুঝাবুঝি থাকে না, মাওলানা আমাদের কথা মেনে নেন।

১১ নং অভিযোগঃ মাওলানার উপর আরো একটি অভিযোগ হলো–তিনি কখনো বলেন, বাইরের কারো অভিযোগ শোনা হবে না আবার কখনো বলেন, শোনা হবে।

উত্তরঃ ব্যাপারটি হলো, বাইরের অভিযোগ নেয়া হবে অর্থ শরঈ মাসায়েলের মধ্যে আর নেয়া হবে না অর্থ কাজের মূলনীতি, কার্যপদ্ধতি ও অভ্যন্তরীণ পরিচালনাগত বিষয়ে। কারী তৈয়্যেব সাহেব রহ.-এর "তাবলিগ জামাতের উপর অভিযোগের উত্তর" বইয়ে তার একটি বক্তব্যের এ বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ঐ অভিযোগ গ্রহণযোগ্য যা কাজে লেগে তারপর করা হয়। দূর থেকে অভিযোগ করলে তা গ্রহণযোগ্য না। কাজে লাগার পর অভিযোগ করলে তা ঠিক আছে। কিন্তু কাজে লাগার পর আর কেউ অভিযোগ করে না। কেননা তার কাজের লাভ-উপকারিতা বুঝা হয়ে যায়।

১২ নং অভিযোগঃ সুন্নতের নতুন সংজ্ঞা

মাওলানা সুন্নত অনুসরণের দাওয়াত দিতে গিয়ে এ কথা বলেন, আমাদেরকে প্রত্যেক কাজে সুন্নতের অনুসরণ করা উচিৎ। দাওয়াতের ক্ষেত্রে, ইবাদতের ক্ষেত্রে এবং আদতের ক্ষেত্রে। সুতরাং আমাদেরকে দাওয়াতের সুন্নাত, ইবাদতের সুন্নাত এবং আদত বা সাধারণ কাজ-কর্মের সুন্নাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত। অভিযোগকারীর অভিযোগ হলো, আমরা ফুকাহাদের কাছে সুন্নাতের দুইটি ভাগ পাই–সুন্নাতে ইবাদত ও সুন্নাতে আদত। তৃতীয় প্রকার সুন্নাতে দাওয়াত তিনি কোথায় পেলেন?

আসলে ফকিহগণ যাকে সুনানে হুদা বলেন, তা তারই তরজমা, ব্যাখ্যা বা আলাদা করার সূরতে স্পষ্টকরণ বলা যায়। জানা উচিত, আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. সর্বপ্রথম যখন তাওয়াতুরকে চার ভাগে উল্লেখ করলেন, সবাই এ বিভক্তিকে উত্তম বিভক্তি বললেন। কেউ অভিযোগ করেন নি।

হযরত মাওলানা সাব্বীর আহমদ ওসমানী রহ. তার ফাতহুল মুলহিম কিতাবে উল্লেখ করেন, আমার জানামতে সর্বপ্রথম যিনি চার ভাগে বিভক্তি করে প্রত্যেক প্রকারের আলাদা নামকরণ করেন তিনি আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরী রহ.। তার বিভক্তিকরণটি সুন্দর। যদি অভিযোগকারী দাওয়াতকে সুন্নাত থেকে পৃথক মনে করেন, তবে এটি ভুল। কেননা আল্লাহ পাক বলেন, আপনি বলে দেন এটি আমার কাজ। যে, আমি উত্তম পন্থায়, সুন্দর নসিহতের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকি। ইবনে কাছির রহ. বলেন, এটি আমার পথ মানে, এটি আমার তরিকা, কর্মপথ ও সুন্নত।

যদি অভিযোগকারীর অভিযোগ এ পর্যন্ত হয় যে, সুন্নাতে হুদাকে ভাগ করার কী দরকার হলো? তাহলে বলব, গুরুত্বের কারণে এটিকে আলাদা করা হয়েছে। যেমনটি আয়াতে স্পষ্ট হয়।

১৩ নং অভিযোগ: মাওলানার উক্তি, জাগতিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান তোমাদেরকে গোমরাহ করে দিবে।

উত্তর: আশ্চর্য! আলেমরা যদি জাগতিক শিক্ষাকে হেদায়েত বা সঠিক হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তাহলে ইংরেজদের আর কী কাজ বাকি রইল?

দংশিত ব্যক্তির কাছে বিষের কী স্বাদ জিজ্ঞেস করুন?

মাওলানা আ. মজিদ দরয়াবাদী রহ. লিখেন, পশ্চিমা পণ্ডিত এবং বস্তুপূজারী ইংরেজরা তাদের ইতিহাস বরং ডাক্তারী বইগুলোতেও ইসলামকে দাগযুক্ত করতে ছাড়েনি। (মুআসিরীন ২৭) তার অন্য কিতাবে (সিয়াহাতে মাজেদী/১০৫) রয়েছে, লাইব্রেরীতে একটি কিতাব নজরে পড়ল। কোন ধর্মীয় বই ছিল না। বরং ইতিহাস ও সাহিত্যের বই ছিল। জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিদের আলোচনা তাতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আর তাতে কুরআনের নির্বাচিত অংশও ছিল। এ বইয়ের পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে ছিল হুজুর আকরাম সা.-এর ছবি। আর তা কতটা বিষভেজা ছিল তা জিজ্ঞেস না করাই ভালো। সাক্ষাত এক জল্লাদ কিসিমের ডাকাত মনে হচ্ছিল। নিচে ছবির ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিও ছিল।

অন্য একটি কিতাব যা ধর্মীয় বিষয়ের উপর ছিল না। বরং ডাক্তারী বিষয়ের বই ছিল। এখানে কমবখত লেখক epilepsy রোগের আলোচনা করতে করতে এও বলল; যে, পৃথিবীর বড় বড় বিখ্যাত কতক নবীরাও এ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে সে ওহি অবতরণের সময় নবীদের যে বিশেষ অবস্থা হতো তাকে এ রোগের আছর বলে উল্লেখ করেছে।

দংশিত ব্যক্তির চিৎকার: হযরত মাওলানা বলেন, একজন সাদাসিধে মুসলিম যুবকের দীল দেমাগে এ ধরনের অজস্র হামলা হতে থাকলে বেচারার ঈমান কিভাবে ঠিক থাকবে? পরিণতিতে অটোমেটিক তাই হলো যা হওয়ার ছিল। অন্তর নাস্তিক্য ও সন্দেহপ্রবণ হয়ে গেল। বিবেক নিজেকে একজন মুসলমান পরিচয় দেয়ার পরিবর্তে একজন নেশনালিষ্ট এবং এগনালিষ্ট হিসেবে পরিচয় দিতে গর্বিত হতে লাগল।

এ আলোচনা অভিযোগের আসল রহস্য হিসেবে বলা হয়। অন্যথায় জাগতিক শিক্ষাকে গোমরাহী বলা মাওলানার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল, জাগতিক শিক্ষার উপর তুষ্ট হয়ে ইলমে নবুওয়াত না শেখা এবং ওলামায়ে কেরামের সোহবত গ্রহণ না করাকে ভুল এবং গোমরাহী সাব্যস্ত করা।

১৪ নং অভিযোগ: দাওয়াতের কাজের তরতিবের জন্য ইশার নামাজকে দেরি করে পড়া। মনে হচ্ছে দাওয়াতটাই আসল আর নামাযের চাইতে দাওয়াতের গুরুত্ব বেশি।

উত্তর: আসলে এশার নামাজ রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করা হানাফী মাযহাবে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। এটিই মারকাজের সাধারণ নিয়ম। এর চেয়ে বেশি দেরি মনে হয় না করা হয়েছে। অথচ অর্ধরাত পর্যন্ত দেরি করা মাকরুহ হওয়া ছাড়াই জায়েয। হায়াতুস সাহাবায় (৩/১৮১) এ সংক্রান্ত একটি অধ্যায়ও রয়েছে। ইকামাতের পর ইমাম সাহেবের মুসলমানদের কাজে লিপ্ত হওয়া। উসামা ইবনে উমায়ের রা. বলেন, কখনো একামত হতো, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল সা.-এর কাছে তার প্রয়োজনের কথা বলল, তখন রাসুল সা. তার ও কিবলার মাঝে দাঁড়িয়ে কথা বলতেন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলতেন। কিছু সাহাবা রা.-কে দেখতাম উনার দীর্ঘ অবস্থানের কারণে ঝিমিয়ে পড়ত।

হযরত আনাস রা. বলেন, একামত হওয়ার পরও হুজুর সা. কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলতেন। এতে কিছু সাহাবারা রা. ঘুমিয়ে পড়তেন। এরপর নামাযের প্রস্তুতি হলে জাগতেন।

স্পষ্ট বিষয় যে, এটি শুধু ইউসুফ রহ.-এর দলিল না। বরং এ হাদিসকে ইমাম বুখারী রহ.-ও দলিল হিসেবে নিয়েছেন। দেখুন আযানের অধ্যায়ে।

১৫ নং অভিযোগঃ তিনি সামান্য ইজতিমায়ী (সমষ্টিগত) আমলকে পাহাড় সমপরিমাণ একাকী আমলকে অনু সমতূল্য বলেছেন।

উত্তরঃ এতে আশ্চর্যের কী আছে? একাকী করা আমল তার ব্যক্তি পর্যন্তই থাকে। আর সমষ্টিগতভাবে করা আমল সমস্ত উম্মত ও অগণিত মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ধরুণ মাদরাসায় সমষ্টিগত আমল হলো দরস বা ক্লাস। কোনো ছাত্র ক্লাশ ছেড়ে নামাজ, যিকির, তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে গেলে তার উস্তাদ যদি বলে, প্রিয় ছেলে! একাকী আমালের পাহাড়ও সমষ্টিগত আমল অর্থাৎ সবকের অনু বরাবর হতে পারে না। তাহলে তার ভুলটা কী? এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি সমষ্টিগত নামাজ ছেড়ে একা একা হাজার বার নামাজ পড়ে তবু এ পাহাড় ঐ অনু বরাবর হবে না এবং হতে পারে না।

আসলে একা দ্বীনের উপর চলা আর সম্মিলিতভাবে দ্বীন আদায় করার মাঝে আসমান জমিন পার্থক্য রয়েছে। আজ এদিকে আমাদের লক্ষ্য নেই। এমনকি এজতেমায়ী আমলই শেষ হয়ে যাচ্ছে। উম্মতের সামগ্রিক অবস্থার সাথে আল্লাহর যে ওয়াদা ছিল তা থেমে গেছে । আর এটি মাওলানার কথা না বরং তিনি নকলকারী। এটি শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ.-এর বক্তব্য। আর এ কথার রাবী মুফতি যাইনুল আবেদীন সাহেব রহ.। শায়েখ তাকে চিঠি লিখেছিলেন এবং তিনি রায়বেন্ড মার্কাজে এটি বর্ণনা করেছেন।

১৬ নং অভিযোগঃ নবুওয়াতের পথ ও বেলায়েতের পথ আলাদা করে বর্ণনা করা।

উত্তরঃ এখানে অভিযোগ করার কী আছে? বেলায়েতের তরিকার মৌলিক অর্থ হলো, নিজের সত্তার উপর আমল করা। আর নবুওয়াতের তরিকার মূল হলো, নিজের উপর মেহনত করার সাথে সাথে উম্মতের উপরও মেহনত করা। এ কথার মূল উৎস হলো, মুজাদ্দিদ রহ.-এর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও লিখনী। তার এই কথাগুলো বিবেচনা করে মুফাসসিরগণ তাদের কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন। কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি রহ. তফসিরে মাযহারীতে (১৫৭/৬) লিখেন, তরজে বেলায়েতের দাবি হলো, আল্লাহতে সমর্পিত, ডুবে থাকা। আর তরজে নবুওয়াতের দাবি হলো, মাখলুকের প্রতি মনোযোগী হওয়া। এ ব্যাপারে মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ.-এর অনুসন্ধানমূলক বিশ্লেষনটিই অধিক উপযুক্ত যে, তরজে নবুওয়াত

তরজে বেলায়েত থেকে উত্তম। বরং আল্লাহর ইচ্ছায়, আল্লাহর আদেশে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লক্ষ্যে মানুষের দিকে মনোযোগী হওয়া। আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়ারই নামান্তর। কাজি সাহেব রহ. নবুওয়াতের তরতিব উত্তম হওয়ার একটি কারণ বের করেন যে, মাখলুকের প্রতিও মনোযোগী থাকা (দাওয়াতের মাধ্যমে) এটি নফসের উপর অনেক ভারি। শুধু আল্লাহতে সমর্পিত হওয়ার তুলনায়।

কাব্যানুবাদঃ যখন প্রিয়র সাথে আমার মিলন হয় তখন বাস্তবে আমি নিজের নফসের গোলাম হয়ে যাই। আর বাস্তবেই কোনো মুসলমানকে খোশামোদ করা ও তাকে আল্লাহর সাথে মিলানোর কোশেষ করার তুলনায় ইবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়াটা অনেক (সহজ) মজাদার। আজ তরজে নবুওয়াতকে উত্তম বলা, কারামতকে এর দিকে সম্পৃক্ত করা সময়ের দাবি। মুসলমানদের অবস্থা, তাদের দ্বীনি হালতের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকেই যাচ্ছে। আজ এ দুরাবস্থার উপর কান্নার মানুষেরও বড় অভাব।

হযরত থানভী রহ. সত্য বলেছিলেন, আজ দাওয়াতের অধ্যায়টি মুসলমানদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। যেখানে সামর্থ আছে সেখানেও নেই। আর যেখানে সামর্থ নেই তার তো কথাই নেই। আমাদের আকাবিররা ছিলেন এমন যে, তারা যেখানে সামর্থ ছিল না সেখানেও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত হোননি। আর আমরা হলাম; যেখানে সামর্থ আছে, সেখানেও করি না।

১৭ নং অভিযোগঃ এটি শোনা যাচ্ছে যে, পূর্ব তিন বুযুর্গ রহ.-এর কর্মপদ্ধতি থেকে বর্তমান তাবলিগ সরে এসেছে এবং তা গোমরাহীর কারণ হওয়ার আশংকা হচ্ছে।

উত্তরঃ এ ব্যাপারে বলতে চাই যে, এটি কোনো নতুন অভিযোগ না। নিকটবর্তী প্রত্যেক যুগেই এমন অভিযোগ উঠেছে। শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ.-এর "তাবলিগ জামাতের উপর অভিযোগসমূহের জবাব" (১৮নং) এতে এ অভিযোগ ও তার জবাব রয়েছে, যার কিছু অংশ উল্লেখ করা হচ্ছে।

শাইখুল হাদিস রহ. বলেন, আমি ঐসব লোককে বলতে চাই; যে, বর্তমান দারুল উলুম দেওবন্দ কি ঐ কর্মনীতির উপর রয়েছে যা হযরত কাসেম নানুতুবী রহ., হযরত ইয়াকুব নানুতুবী রহ.-এর যুগে ছিল? সাহরানপুর মাদরাসা কী হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেব ও মাওলানা মাযহার

সাহেবের নীতির উপর বিদ্যমান? জমিয়তে ওলামায় হিন্দ কি আগের মতোই আছে? খানকাগুলোর অবস্থা কি হাজি সাহেব রহ. ও গাঙ্গুহী রহ.-এর যুগের মতো রয়েছে? আর যদি না থাকে তাহলে কি সব গোমরাহ্ হয়ে গিয়েছে? এ প্রতিষ্ঠানগুলো এবং এর মতো আরো সব প্রতিষ্ঠানগুলো কি গোমরাহ্ হয়ে গিয়েছে? হুজুর সা.-এর প্রসিদ্ধ হাদিস, আমার যুগ সর্বোত্তম যুগ। এরপর তার পরের যুগ। এরপর তার পরের যুগ। এজন্য হুজুর সা.-এর যুগ থেকে যামানা যত দূরে চলে আসবে খায়ের, বরকত, উন্নতি পর্যায়ক্রমে কমে সে যুগের মতো থাকবে না। তাহলে কি ইসলাম এখন গোমরাহ্ হয়ে গিয়েছে? আরো আগে বেড়ে তিনি বলেন, পূর্ববর্তীদের বরকত পরবর্তী যুগে তালাশ করা এবং তাদেরকে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের মাপকাঠিতে বিচার করা অজ্ঞতা ছাড়া আর কী হতে পারে? তিনি আরো বলেন; যে, হযরত থানভী রহ.-এর উক্তি রয়েছে। যে, আমরা নিজেদের জায়গায় নেই। আমি পূর্ববর্তী বুযুর্গদের জীবনীতে দেখি; যে, তাদেরকে দেখেই মানুষ মুসলমান হয়ে যেত। (ইযাফতে ইয়াওমিয়া) আল্লাহর পানাহ! খানকায় আশরাফিয়া কি তাহলে থানভীর যুগে গোমরাহ হয়ে গিয়েছিল? যখন তা আকাবিরদের কর্মপদ্ধতি থেকে সরে এসেছিল। আমি আমার গ্রন্থ "আপবিতী"-এর প্রথম খন্ডের শেষ দিকে আকাবিরদের কিছু ঘটনা লিখেছি। এর উপর আমল করব দূরের কথা বর্তমান মাদরাসাওয়ালাদের তা গলা দিয়েই নামবে না। এখন কি ঐ সব মাদরাসাগুলোকে গোমরাহ্ বলে দিব? অথচ পক্ষে-বিপক্ষে প্রত্যেকেই এই মাদ্রাসাগুলোর বিদ্যমান থাকাকে জরুরি মনে করেন। এসব কিছুকে সামনে রেখে আমি তাবলিগি ভাইদের নিস্পাপ বলি না। অপাত্রে সহযোগিতাও করি না। আর না তাদের ভুলকে অস্বীকার করি।

১৮ নং অভিযোগ: দাওয়াতের কাজকে তিনি এত জোর দিয়ে বলেন; যে, দ্বীনের অন্যান্য খেদমত ছোট মনে হয়।

উত্তর: এ ব্যাপারে বলব, মাওলানা সা'দ সাহেব ইলম ও ওলামা এবং মাদরাসার গুরুত্ব বিষয়ে যে বয়ান করেছেন, তা শোনাই যথেষ্ট। এ গুলোর অডিও রেকর্ড সব জায়গায় আছে। বাংলাওয়ালী মসজিদের রওনেগি হেদায়েতের বয়ান শুনলে বুঝা যাবে যে, দাওয়াতের কাজের গুরুত্বের সাথে দ্বীনের অন্যান্য খেদমতের পূর্ণ গুরুত্ব তার বয়ানে কী পরিমাণ পাওয়া যায়? এরপর আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

আমাদের পর্যালোচনা

মাওলানা সা'দ সাহেব উনার ভুল থেকে বারবার রুজু করছেন। আর দেওবন্দ তা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিচ্ছে। আসলে কিভাবে, কতবার রুজু করলে তার রুজু কবুল হবে? একজন মুসলমানের তওবার পথ কি এতটাই কঠিন?

দেওবন্দ মাওলানা সা'দ সাহেবের উপর যে তাফসির বির রায়-এর অভিযোগ এনেছেন তা যে তাফসির বির রায় না বরং সর্বোচ্চ তাফসির বিল মারজুহ হতে পারে এ ব্যাপারটি দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। এর স্বপক্ষে ভুরি ভুরি দলিল বিদ্যমান।

আমরা শুধু মাওলানা সালমান সাহেবের জবাবগুলো সংযোজন করছি। এখন প্রশ্ন থাকে মাওলানা সা'দ সাহেব তবু কেন বারবার রুজু করছেন? এর কারণ হলো, তাবলিগের শ্বাশত উসুল হেরে যাওয়া। ইলমী বিষয়ে ওলামা হযরতদের মতকে প্রাধান্য দেয়া ও তাদের মতকে সম্মান দিয়ে চলা। তাই ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত মাদারিসের মশহুর ওলামায় কেরাম দেওবন্দের ফতোয়ার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি চাইলে মাওলানা সা'দ সাহেব বিনয়ের সাথে বলেন, ভাই! আমি কে যে আমার জন্য দেওবন্দকে মানুষের কাছে ছোট করবেন? আমি মিটে যাই। তবু দেওবন্দের আজমত মানুষের দীলে বাকি থাকুক।

উনার বিরুদ্ধে যা কিছু করা হলো এবং বলা হলো, কেউ বলতে পারবে না যে, উনি কারো বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেছেন। মাওলানা আরশাদ মাদানী দা.বা. যখন উনাকে প্রশ্ন করলেন যে, আপনার সঙ্গী উস্তাদ উনারা কেন চলে গেলেন? উনি চুপ ছিলেন। কারণ কারো বিরুদ্ধে মুখ না খুলে চুপ থাকাটাই উনার নীতি। উনার উপর যখন সাত সাতবার মরণঘাতী আক্রমন হলো তখনও উনি কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেন নি। লিফলেট ছড়াননি। ফতোয়া তলব করে বিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রয়াস নেননি। এগুলোই কি উনার অপরাধ?

মাওলানা শামীম সাহেব দা. বা. বলেন, আমি আঠারো বছর যাবত দেখছি। উনাকে কখনো কারো গিবত করতে শুনিনি। এমন একজন শরিফ খান্দানী বুজুর্গ ব্যক্তি কতটা নিচে নামলে তার রুজু গৃহিত হবে? আর যদি

রুজুই মাকসাদ না হয় বরং মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা সাহেব ও উনার সাথীদের ফিরিয়ে আনা ও ইমারত ছেড়ে আলমি শুরাকে মেনে নেওয়ার দ্বারা সব গুনাহ মাফ হয়ে যায় (জবানে হাল যার সাক্ষ্য দিচ্ছে) তাহলে বলব–এর সহজ প্রক্রিয়া হলো, প্রথমে একথা উম্মতের সামনে আসা চাই যে, ইমারত ভিত্তিক কাজ সুন্নাতের নিকটবর্তী না-কি শুরাতন্ত্র?

এ ব্যাপারে সবাই একমত হবেন; যে, আমির নির্বাচন করাই নবী ও খোলাফায় রাশেদীনের সুন্নত। দাওয়াতের কাজের মাকসাদ সুন্নতকে জিন্দা করা। তাই কাজের মূল পয়েন্ট সুন্নত ভিত্তিক না হলে এ কাজের দ্বারা সুন্নত ও শরিয়াত জিন্দা করা সম্ভব না। আর ফেতনা এড়ানোর জন্য সুন্নত ছেড়ে দেয়া না বরং সুন্নতের দিকে ফিরে আসাই শরিয়াতের উসুল। এখন দাওয়াত ও তাবলিগের বিশ্বনেতৃত্বের জন্য মাওলানা সা'দ কান্ধলভীর চেয়ে উত্তম যদি কেউ থাকে তাকে পেশ করুন। শুরাতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার তো কোনো যৌক্তিকতা নেই।

দ্বিতীয় বিষয় মাওলানা সা'দ সাহেবেকেই চাপ দেয়া হচ্ছে, উনাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। কিন্তু কেন? উনি কি তাদেরকে বের করে দিয়ে ছিলেন? উনি তো বের করে দেননি। তাহলে উনাদেরকেও বলা দরকার। যে, আপনারা ফিরে আসুন। নিজামুদ্দীনের দুয়ার সবার জন্য সদা উন্মুক্ত।

আকাবিরে দেওবন্দের কাছে আমাদের আরজ, ভাঙ্গনের ইতিহাস তো নতুন না। কিন্তু তা জিইয়ে রাখলে উম্মতের জন্য বিরাট ক্ষতিকর হবে।

শেষ আরজ

দাওয়াত ও তাবলিগের কাজের উৎপত্তি নিজামুদ্দীন থেকে। মূলের সাথে সম্পর্ক না থাকলে ডালপালা যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার মৃত্যু যেমন অনিবার্য তেমনি দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতের মার্কাজ নিজামুদ্দীনের সাথে যোগাযোগ বা সম্পর্ক না থাকলে তার পরিণতিও একই।